আমার নবীজি

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

আমার নবীজি ● ২

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ বা মতামত জানাতে পারি : 01552-738562

গণশিক্ষা কার্যক্রম-২

আমার নবীজি (প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা)

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

প্রকাশক : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আযহারী

প্রকাশকাল : যিলক্বদ ১৪৪৭ হি./ মে ২০২৬ খ্রি.

স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল আযহার

গণশিক্ষা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় : মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

অনলাইন পরিবেশনায় : ওয়াফিলাইফ.কম ও রকমারি.কম

ফোন : 01924076365

মূল্য : ৫০/- টাকা মাত্র

ইহদা

দেশের অগণিত মেয়েশিশুকে। দেশের অগণিত ছেলেশিশুকে। দেশের অগণিত কিশোরকে। দেশের অগণিত কিশোরীকে। আল্লাহ তাআলা সবার জীবনকে সুস্থ, সুন্দর, বর্ণিল, নিরাপদ ও আনন্দময় করে দিন। আল্লাহ তাআলা সবার ইহকাল ও পরকাল সুন্দর করে দিন। আল্লাহ আমাদের 'ভালো কিছু করি' কর্মসূচি কবুল করে নিন। আমিন।

বিসমিল্লাহ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চেনা ও জানা আমাদের ঈমানের অংশ, ইসলামের অংশ, দ্বীনের অংশ। নবীজিকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসলে আমার ঈমান পূর্ণতা পাবে না। নবীজিকে ভালোবাসতে হলে জানতে হবে। অজানা-অচেনা কাউকে ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসতে হলে জানতে হয়, চিনতে হয়, বুঝতে হয়, অনুভব করতে হয়।

নবীজি আমার জান্নাতে যাওয়ার উপায়। নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাত দিবেন। নবীজির দেখানো পথে না চললে, আমার জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত। আল্লাহ তাআলা দয়া ও ক্ষমা করলে সেটা ভিন্ন কথা।

বইটাকে আমরা শায়খ মুসা আযেমির 'টুইট' থেকে সংগ্রহ করেছি। নিজেদের মতো করে সাজানোর চেষ্টা করছি। সামনের সংস্করণে আরো সুন্দর, সহজবোধ্য আর তথ্যবহুল করার চেষ্টা করব। ইন শা আল্লাহ।

রাব্বে করীম আমাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত দান করুন। সুন্নত তরীকায় জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিয়ে

১: আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিয়ে করলেন আমিনা বিনতে আবদুল ওয়াহাবকে। আমিনা সন্তানসম্ভবা হলেন। আমীনা স্বপ্নে দেখলেন

أَنَّه خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ

তার ঘর থেকে একটি উজ্জল আলোকরেখা বের হল। তার আলোয় শামের রাজপ্রাসাদ আলোকদীপ্ত হয়ে উঠল।

আবদুল্লাহ শামে ব্যবসায়িক সফরে গেলেন। ফেরার পথে মদীনার কাছাকাছি এসে মারা গেলেন। সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারলেন না। মায়ের গর্ভে থাকতেই পেয়ারা নবীজি এতীম হয়ে গেলেন।

উত্তরাধিকার!

নবীজি জন্মেছেন ধনসম্পদহীন অবস্থায়। ইন্তেকালও করেছেন সে অবস্থায়। আবদুল্লাহ অনাগত সন্তানের জন্য রেখে গেলেন, পাঁচটি উট, একপাল মেষ, 'বারাকাহ' নামের এক আবিসিনিয়ান হাবশী দাসী। যিনি উম্মে আইমান নামে পরিচিত। পরবর্তীতে নবীজি উম্মে আইমানকে মুক্ত করে, তার মুক্তকরা দাস যায়েদ বিন হারেসার কাছে বিয়ে দেন।

জন্ম খতনা দুগ্ধপান

(৩): রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ সোমবার, আমিনাহ একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। অতীতে তো বটেই, ভবিষ্যতেও কোনও মা এমন সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। হাতি নিয়ে আবরাহা মক্ক শরীফ আক্রমণ করেছিল এই বছর।

(৪): জন্মের সময় আমিনাকে ঘিরে, কোনও অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ কোনও বর্ণনায় নেই।

১: কিসরার প্রাসাদের প্রকম্পন।

২: কিসরার প্রাসাদের চৌদ্দটি বেলকনি ভেঙে পড়া

৩: অগ্নিপূজারী মুজুসীদের পূজনীয় হাজার বছরের অগ্নিকুণ্ড নিভে যাওয়া।

৪: সাওয়া জলাশয়ের পানি ভূগর্ভে তলিয়ে যাওয়া।

৫: সাওয়া জলাশয়ের তীরবর্তী উপাসনালয় ধ্বসে পড়া।

ইমাম যাহাবী রহ. উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা সম্বলিত হাদীসকে মুনকার ও গরীব বলেছেন।

(৫): জন্মের সপ্তমদিনে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নাতির খতনা করালেন। অপূর্ব সুন্দর নাতির নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ'। প্রশংসিত। শিশু মুহাম্মাদ তিনদিন মায়ের দুধ পান করলেন। মাতৃদুগ্ধের স্বল্পতার কারণে, চাচা আবু লাহাব নিজের দাসী 'সুয়াইবা'-কে ঠিক করে দিলেন। দুধমা সুয়াইবা নিজসন্তান 'মাসরূহ'-এর সাথে মুহাম্মাদকে দুধ পান করালেন।

(৬): সুয়াইবা এর আগে হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব ও আবু সালামাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ মাখযূমীকেও দুধ পান করিয়েছিলেন।

(৭): তারপর প্রথানুসারে নবীজির জন্য দুধমার কাছে পাঠানো হল। এখানে আবদুল্লাহ, হুযাফাহ (শাইমা নামে পরিচিত), উনাইসাকে দুধভাইবোন হিসেবে পেলেন।

(৮): নবীজির সাতজন দুধভাইবোন ছিলেন

হামযা, আবূ সালামাহ, আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস, মাসরূহ। আবদুল্লাহ, হুযাফাহ শাইমা, উনাইসাহ। নবীজির আপন কোনও ভাইবোন ছিল না।

শক্কে সদর

(৯): বক্ষবিদারণ। দুধমা হালীমা সা'দিয়ার কাছে থাকাবস্থাতেই নবীজির বক্ষবিদারণ হয়েছে। জিবরাঈল এসে তাঁর বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করলেন, যমযমের পানি দিয়ে হৃদপিণ্ড ধুয়ে, ভেতর থেকে কালোমত রক্তপিণ্ড বের করে নিলেন।

(১০): জিবরাঈল নবীজির পিঠে 'মোহরে নবুওয়াত'-এর ছাপ এঁকে দেন। এর প্রভাবে শয়তান নবীজির উপরে কোনও প্রভাব খাটাতে পারবে না। নবীজি কথায় ও কাজে মাসূম (পাপের ঝোঁকমুক্ত) হয়ে গেলেন।

(১১): 'খাতামে নবুওয়াত' বা মোহরে নবুওয়াত একটি উদ্ভুত ছোট্ট গোশতপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড বরাবর পিঠে অঙ্কিত ছিল। কবুতরের ডিম্বাকৃতির। জাবির বিন সামুরাহ রা. বলেছেন,

رَأَيْتُ خاتَمًا في ظَهْرِ رَسولِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمامٍ.

আল্লাহর রাসূলের পিঠে একটি মোহর দেখেছি। দেখতে কবুতরের ডিমের মতো (মুসলিম)।

মা হারা শিশু দাদা ও চাচার কোলে

(১২): দুধমার কাছে দুই বছর কাটিয়ে মায়ের কোলে ফিরলেন। সন্তানের ছ'বছর বয়েসে, দুঃখিনী মা কলজে ছেঁড়া ধনকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। নবীজি পুরোপুরি এতীম হয়ে গেলেন।

(১৩): এতিম নাতিকে পরমাদরে কোলে তুলে নিলেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। দু'বছর পর দাদাও চলে গেলেন। নবীজির বয়েস তখন আট।

(১৪): চাচা আবু তালিব এগিয়ে এলেন। সন্তানের চেয়েও বেশি আদর-যত্নে ভাতিজা মুহাম্মাদের দেখাশোনা করতে শুরু করলেন। পরবর্তী চল্লিশ বছর ভাতিজাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন অসাধারণ মানবীয় গুণের অধিকারী এই চাচাটি। নবীজিও নানা কাজে চাচাকে সাহায্য করতেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে নানা কাজে অংশ নিতেন।

(ক): মেষ চরিয়েছেন।

(খ): ফিজার যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন।

(গ): হিলফুল ফুযুল সংগঠনে সেবামূলক কাজে অংশ নিয়েছেন।

(ঘ): খাদীজার গোলাম 'মাইসারা'-র সাথে ব্যবসায়িক সফরে বের হয়েছেন।

বিয়ে!

(১৫): নবীজি পঁচিশ বছর বয়েসে বিয়ে করলেন। কনে খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ। তাঁর বয়েস সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। একে একে জন্ম নিলেন- কাসিম, যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আবদুল্লাহ।

(১৬): আবদুল্লাহর উপাধি ছিল 'তাইয়িব' ও তাহির। উত্তম ও পবিত্র। কারণ তিনি জন্মেছিলেন

কা'বাসংস্কার ও সুরক্ষা

(১৭): পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে কা'বাসংস্কার কাজে অংশ নেন। সবার সম্মতিক্রমে 'হাজরে আসওয়াদ' যথাস্থানে রাখার মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

(১৮): তৎকালীন আরবসমাজ নানা কুফর-শিরক-পাপাচারে লিপ্ত ছিল। নবীজি সবধরনের পাপ থেকে মুক্ত ছিলেন।

(ক): তিনি কখনো কোনও মূর্তিকে সিজদা করেননি।

(খ): তিনি কখনো শরাব পান করেননি।

(গ): তিনি কখনো অশ্লীল কাজে জড়াননি।

(১৯): নবীজি মক্কায় পরম সত্যবাদী ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

ওহীর পূর্বাভাস!

(২০): চল্লিশ বছর বয়েসে উপনীত হলে, নবুওয়াতপ্রাপ্তির বিভিন্ন পূর্বাভাস প্রকাশ পেতে শুরু করে।

(ক): সত্যস্বপ্ন দেখতেন।

(খ): লোকালয় থেকে দূরে হেরাগুহায় একাকী নির্জনবাস ভাল লাগত।

(গ): চলার পথে পাথর ও গাছ নবীজিকে সালাম দিত।

(ঘ): ফেরেশতাদের নূর দেখতে পেতেন।

ওহীর সূচনা

(২১): চল্লিশ বছর বয়েসে ওহী নাযিল হল। তিনি তখন হেরাগুহায়। জিবরীল সূরা ক্বলামের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে এলেন।

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ، ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ، ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ، عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড ('আলাক') থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না (আলাক: ১-৫)।

(২২): এরপর বেশ কিছুদিন বিরতি দিয়ে নাযিল হল সূরা মুদ্দাসসির। আল্লাহ তা'আলা বললেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ.

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন। আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা ও মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকুন। অধিক পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ করবেন না। আর আপনার রবের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করুন (মুদ্দাসসির: ১-৭)।

এবার মানুষকে দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেয়া হল। শুরু হল ইসলামের পথযাত্রা। সূচনা হল সর্বশেষ নবীর মিশন।

দাওয়াহ

(২৩): নবীজির জীবনে ইসলামের দাওয়াত দুই প্রকার,

ক: মক্কীযুগের দাওয়াহ।

খ: মাদানী জীবনের দাওয়াহ।

মক্কী জীবনের দাওয়াহ দুই প্রকার

ক: প্রকাশ্য দাওয়াহ।
খ: গোপনে দাওয়াহ।

গোপন দাওয়াহ

(২৪): আল্লাহর হুকুম পেয়ে, নবীজি গোপনে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথমে পরিবারে দাওয়াত দিলেন। দাওয়াতে সাড়া দিলেন পরিবারের লোকজন। সহধর্মিনী খাদীজা ও কন্যারা। চাচাত ভাই আলী বিন আবি তালিব, যায়দ বিন হারিসা রা.।

(২৫): এবার বাইরে। একান্ত আস্থা ও প্রিয়ভাজনদের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত পেয়ে সাথে সাথেই আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন। দাওয়াতের কথা আস্তে আস্তে জানাজানি হল। ফকীর-গরীবরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে দাখিল হতে শুরু করল।

(২৬): নবীজির পাশাপাশি নবদীক্ষিত সাহাবীগনও দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। নবীজি তাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বললেন। প্রকাশ্যে কিছু করতে নিষেধ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম গোপনে সলাত আদায় করতেন। কুরাইশ নেতাদের চোখ বাঁচিয়ে পাহাড়ে-গুহায় গিয়ে সলাত আদায় করতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত এভাবে দাওয়াতকার্য চলতে থাকল।

(২৭): মে'রাজের রাতে সলাত ফরয হওয়ার আগে, মুস্তাহাব সলাত আদায় করা হত। সূর্যোদয়ের আগে দুই রাকাত, সূর্যাস্তের পর দুই রাকাত। দু'টি আয়াতে এর বিবরণ আছে,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ

আর সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন -তাসবীহ পাঠ করুন-(ক্বফ: ৩৯)।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ

আর সকাল-সন্ধ্যায় আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (গাফির: ৫৫)।

(২৭): হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মে'রাজের আগেও নিঃসন্দেহে সলাত আদায় করতেন। সাহাবায়ে কেরামও। কিন্তু পাঁচওয়াক্ত সলাত ফরয হওয়ার আগেও কোনও ফরয সলাত ছিল কি না, এবিষয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে তখন, সূর্যদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে সলাত ছিল। এই আয়াতই তার প্রমাণ,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ

(২৯): আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘরকে নবীজি গোপন দাওয়াহর কেন্দ্র বানালেন। এখানে বসেই নবীজি দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। গোপনে আগত ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা দিতেন। এভাবে তিন বছর চলল। বেশ কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

প্রকাশ্য দাওয়াহ

(৩০): এবার আর গোপন নয়। সরাসরি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ এল,

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ

অতএব আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করু এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (হিজর: ৯৪)।

(৩১): আল্লাহর রাসূল কালবিলম্ব না করে, সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সবাইকে জড়ো করে ঘোষণা দিলেনঃ আমি বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।

(৩২): আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা শুনেই চাচা আবু লাহাব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল:

تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ أَلِهَذا جَمَعْتَنَا؟

তোমার ধ্বংস হোক! এজন্যই আমাদের জমায়েত করেছ?

আবু লাহাবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অভিশাপবাক্যের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ নাযিল করলেন,

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হয়েছে আবু লাহাবের দুই হাত। সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে।

কুরাইশের প্রতিক্রিয়া

(৩৩): প্রকাশ্য ঘোষণার পর, কুরাইশের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাল। কুরাইশের এক প্রতিনিধি দল আবু তালিবের সাথে দেখা করল। তিনি যেন ভাতিজাকে তার নতুন ধর্মের দাওয়াত দান থেকে বিরত রাখেন।

(৩৪): কুরাইশের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। নবীজি রিসালতের দায়িত্ব থেকে একবিন্দুও হটলেন না। চাচাও ভাতিজাকে বাধা দিলেন না। কুরাইশ এবার ভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হল। ওলীদ বিন মুগীরাকে পাঠাল। কিছু প্রস্তাবনা দিয়ে।

ওলীদের প্রস্তাবনা

(৩৫): ওলীদ তার কথা শেষ করল। আল্লাহর রাসূল ওলীদকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। ওলীদ আল্লাহর কালাম শুনে অভিভূত হয়ে পড়ল। (৩৬): আচ্ছন্ন অবস্থায় কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে ফিরে গেল। তাদেরকে মুহাম্মাদের অনুসরণ করার পরামর্শ দিলেন। অথবা মুহাম্মাদকে আরবদের মাঝে নিজের মতো কাজ করে যেতে দিতে বললেন। ওলীদের পরামর্শ কুরাইশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল। ওলীদও বিভ্রান্ত হয়ে, গা বাছাতে আল্লাহর রাসূলকে 'জাদুকর' আখ্যা দিল।

(৩৭): ওলীদের ধৃষ্টতার মোক্ষম জবাব দিলেন আল্লাহ তা'আলা। নাযিল হল,

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِـَٔايَٰتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

আমাকে ও সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিন, যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি। আর তাকে দিয়েছি বিপুল সম্পদ, এবং উপস্থিত থাকার মতো সন্তান-সন্ততি, আর তার জন্য সবকিছু সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এরপরও সে আশা করে যে আমি তাকে আরও বেশি দিই! কখনও না! নিশ্চয়ই সে আমার আয়াতসমূহের বিরোধী ছিল। অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন আরোহনে (কঠোর শাস্তিতে) নিক্ষেপ করব। সে চিন্তা করেছে এবং পরিকল্পনা করেছে। ধ্বংস হোক সে! কীভাবে সে পরিকল্পনা করল! আবারও ধ্বংস হোক সে! কীভাবে

সে পরিকল্পনা করল! তারপর সে তাকাল। তারপর সে ভ্রু কুঁচকাল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর সে পেছনে ফিরে গেল এবং অহংকার করল। অতঃপর বলল, 'এ তো কেবল এক জাদু, যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। এ তো মানুষেরই কথা ছাড়া কিছু নয়।' অচিরেই আমি তাকে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করব (মুদ্দাসসির: ১১-২৬)। (৩৮): এই সময়কালে ইসলাম গ্রহণ করলেন, অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। নবীজি পরবর্তীতে তাকে মুয়াজ্জিন নিয়োগ করেছিলেন।

প্রতিক্রিয়া ও নির্যাতন

(৩৯): কুরাইশ ইসলামের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। তারা অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু করল। তারা সংঘবদ্ধভাবে

ক: কুরআন সম্পর্কে নানা সন্দেহ উস্কে দিতে শুরু করল।

খ: নানাভাবে সরাসরি কুরআনের বিরোধিতা করতে লাগল।

গ: নানা প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করল।

ঘ: ইসলাম ও মুসলমান নিয়ে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। ইসলামকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে লাগল।

নির্যাতনের স্টীমরোলার

৪০: শতচেষ্টাতেও নবীজি ও মুসলমানদের নিরস্ত করতে না পেরে, নিরীহ মুসলমানদের উপর অমানুষিক অকথ্য নির্যাতন চালাতে শুরু করল। মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলল।

৪১: আল্লাহ তার রাসূলকে চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে সুরক্ষা দিলেন। অসহায় মুসলমানরা কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই পড়ে পড়ে মার খেতে লাগলেন। সবচেয়ে বেশি নির্মমতার শিকার হলেন, খাব্বাব ইবনুল আরত্ত রা.।

দাসমুক্তি

(৪২): এহেন দুর্দিনে আবু বকর রা. নিজে চাপের মুখে থেকেও, অসহায় মুসলমানদের সাহায্যার্থে সর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন। নির্যাতিত দাস-দাসীদের অবিশ্বাস্য চড়ামূল্যে কিনে আযাদ করার মহতি উদ্যোগ নিলেন। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেন, বিলাল বিন রাবাহ ও আমির ইবনু ফুহাইরা রা.।

নবীজিকে বিদ্রূপ

(৪৩): কুরাইশরা নিত্যনতুন পন্থায় ইসলামের বিরোধিতা করতে লাগল। এই পর্যায়ে তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হলেন নবীজি। মুশরিক 'আদাজল' খেয়ে নবীজির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা শুরু করল। রাস্তাঘাটে, ঘরেবাহিরে যেখানে-সেখানে নবীজিকে সরাসরি ঠাট্টাবিদ্রূপবাণে জর্জরিত করতে লাগল। আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূস ও আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব ছিল এ-ব্যাপারে অগ্রগামী।

হিজরত

(৪৪): মক্কায় বাস করা, দিনদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল। চরম কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকা মানুষগুলোকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন নবীজি।

(৪৫): এগারজন পুরুষ আর চারজন নারী চুপিচুপি হিজরতে বের হলেন। জানমাল, ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে। ঈমান ও আমল বাঁচাতে।

(৪৬): এই দলে ছিলেন উসমান উসমান ইবনু আফফান, তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে রাসূলিল্লাহ। দলনেতা উসমান বিন মাজউন রা.।

(৪৭): হাকেম বর্ণিত এক যয়ীফ হাদীসে আছে,

إِنَّهُما أَوَّلُ مَنْ هاجَرَ بَعْدَ لُوْطٍ وَإِبْرَاهِيْم

উসমান ও রুকাইয়া বিনতে রাসূলিল্লাহ ছিলেন লূত ও ইবরাহীমের পর প্রথম হিজরতকারী। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

(৪৮): সূরা নাজম নাযিল হল। নবীজি কা'বার কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে সূরাখানা তিলাওয়াত শুরু করলেন। সূরার শেষ আয়াতে তিলাওয়াতে সিজদা। নবীজি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এতক্ষণ যারা তাওয়াফ করছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের অপূর্ব সুন্দর অপার্থিব তিলাওয়াত অভিভূত হয়ে শুনছিল। নবীজিকে সিজদা করতে দেখে, মুশরিকরাও অজান্তে সিজদায় পড়ে গেল। আল্লাহর আয়াতের প্রভাব কা'বাচত্বরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

(৪৯): নবীজির সাথে মুশরিকদের সম্মিলিত সিজদার সংবাদ চারদিকে চাউর হয়ে গেল। হাবশার মুহাজির সাহাবীরাও শুনলেন। তারা ভাবলেন পুরো কুরাইশ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আশ্বস্ত হয়ে কিছু মুহাজির মক্কায় ফিরে এলেন।

হামযার ইসলামগ্রহণ

(৫০): প্রথমে নবীজির চাচা ও দুধভাই হামযা তারপর উমার রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের মাধ্যমে মক্কায় ইসলামের অবস্থান আগের তুলনায় কিছুটা সংহত অবস্থানে এল।

(৫১): উমার রা.-এর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কিত সুবিখ্যাত ঘটনা, তিনি বোনকে প্রহার করেছেন, তারপর সূরা ত্বহার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সনদে কোথাও বর্ণিত হয়নি। ইবনে ইসহাক তার সীরাত গ্রন্থে কোনও সনদ ছাড়া আর ইবনে সা'দ তার তাবাকাতে অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। লিসানুল মীযানে ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, এই কিসসা অত্যন্ত 'মুনকার'।

প্রলোভন

(৫২): ইসলামের বিরুদ্ধে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করার পরও, কূলকিনারা করতে না পেরে, কুরাইশ এবার নতুন রাস্তা ধরল। সম্পদ, নারী আর ক্ষমতার প্রলোভন নিয়ে সামনে এল।

(৫৩): কুরাইশের প্রতিনিধি উতবা বিন রবী'আ ছুটে এল আল্লাহর রাসূলের কাছে। আরবের সবচেয়ে সুন্দর নারীর সাথে বিয়ে, সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেয়া এমনকি মক্কার শাসকরূপে মেনে নেয়ার প্রলোভন নিয়ে। বিনিময়ে? শুধু ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর রাসূল শোনামাত্রই এককথায় প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

(৫৪): কুরাইশ পাগলের মতো দিশেহারা হয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। উপায়ান্তর না দেখে নবীজির কাছে মু'জিযা দেখানোর দুষ্টবায়না ধরল। তারা স্বচক্ষে ফেরেশতা দেখতে চায়। মক্কায় প্রবাহিত নদী দেখতে চায় আরও নানা উদ্ভট খাহেশ!

.

দ্বিতীয় হিজরত

(৫৫): কুরাইশ আবার নির্যাতনের পাল্লা ভারী করে তুলল। গরীব সাহাবীদের উপর তুফান বয়ে চলল। নবীজি দ্বিতীয়বারের মতো হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন।

(৫৬): বিরাশিজন পুরুষ ও আঠারজন নারীর এক বিশাল কাফেলা এগিয়ে চলল হাবশার দিকে। এবার দলনেতা জা'ফর ইবনে আবি তালিব। প্রথম হিজরতের তুলনায় দ্বিতীয় হিজরত ছিল অনেক কঠিন। মক্কার পরিস্থিতিও ছিল অবর্ণনীয় সঙ্গীন। এই কাফেলায় ছিলেন খালিদ বিন হিযাম রা.। তিনি পথিমধ্যে সর্পদংশনে ইন্তেকাল করেন।

অবরোধ-বয়কট

(৫৭): কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে, কুরাশই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করল না। তারা ইসলামের দ্রুত প্রসার দেখে, ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল। যে কোনও মূল্যে ইসলামের হু হু অগ্রযাত্রা রোধ করতেই হবে। কুরাইশ ও মিত্রগোত্র মিলে, নবীজির বংশ বনু হাশিমকে একঘরে করার সিদ্ধান্ত নিল। লিখিত চুক্তিনামায় সই করল মুশরিক নেতৃবৃন্দ। এই চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক চুক্তিপত্র ঝুলিয়ে রাখা হল কা'বাঘরের অভ্যন্তরে।

(৫৮): এখন থেকে বনু হাশিমের সাথে সবধরনের লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়েশাদি বন্ধ। কথাবার্তা, ওঠাবসাও বন্ধ।

(৫৯): বনু আবদিল মুত্তালিব ও বনু হাশিম একটি উপত্যকায় আশ্রয় নিল। পরবর্তীতে যা 'শে'বে আবি তালিব' নামে পরিচিত হয়েছে। আল্লাহর আরশ কাঁপানো এই জুলুম অব্যাহত ছিল একনাগাড়ে তিন বছর।

(৬০): ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর শিশুরা গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদত। খাবার নেই। পানি নেই। গাছের পাতা, গবাদি পশুর চামড়া পুড়িয়ে পর্যন্ত খাওয়া হয়েছে। একসময় তাও ফুরিয়ে গেল। সে এক অবিশ্বাস্য পরীক্ষা।

(৬১): এমন দুর্দিনে জন্ম নিলেন, হাবরুল উম্মাহ, তরজুমানুল কুরআন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। হাবর বা হিবর অর্থঃ মহাজ্ঞানী।

(৬২): নবীজি চাচাত ভাই আবদুল্লাহর জন্য দু'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

ইয়া আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর বুঝ দান করুন, তাকে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম দান করুন (মুসনাদে আহমাদ)।

(৬৩): মক্কায় বনু হাশিম ও বনু আবদিল মুত্তালিবের বাইরেও মুসলমান ছিলেন। তারা বয়কটের সম্মুখীন হয়নি। এছাড়া কাফেরদের মধ্যেও কিছু সহানুভূতিশীল মানুষ ছিল। তারা একদিন একজোট হয়ে, চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কা'বাঘরে প্রবেশ করে দেখল, উইপোকা আগেই চুপিক্তপত্রটি খেয়ে নিয়েছে। শুধু উপরের দিকে (بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ) হে আল্লাহ, আপনার নামে' অংশটি নিরাপদ ছিল।

মৃত্যু

(৬৪): অবরোধমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কিছুদিন পর চাচা আবু তালিব মারা গেলেন। নবীজি চাচার শিয়রে বসে অনেক চেষ্টা করলেন, প্রিয় চাচা যেন ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারেন। বারবার বোঝালেন। আবু তালিব সম্মত হয়েও লোকলজ্জার

ভয়ে আগের মতাদর্শে অটল থাকলেন। আল্লাহর তাওফীক না থাকলে, হিদায়াত লাভ করা অসম্ভব।

(৬৫): আবু তালিব কাফের অবস্থায় মারা গেলেন। নবীজি ভীষন দুঃখ পেলেন। শোকসন্তপ্তচিত্তে বললেন,

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْ ذَلِكَ

আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(৬৬): আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবীজিকে চাচার জন্য দু'আ করা থেকে বিরত থাকার হুকুম দিলেন,

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

ইবরাহিম তাঁর পিতার জন্য যে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছিলেন, তা কেবল একটি প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহিম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের, সহনশীল (তাওবা: ১১৪)।

মুশরিক একান্ত আপনজন হলেও, তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা যাবে না।

(৬৭): আল্লাহ তা'আলা নবীজির মনোবেদনার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। চাচা আবু তালিবের প্রতি দয়ার আচরণ করেছেন। নবীজি বলেছেন,

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذابًا أبو طالِبٍ، وهو مُنْتَعِلٌ بنَعْلَيْنِ يَغْلِي منهما دِماغُهُ.

জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে আবু তালিবের। দু'টি জুতো পড়বেন, উত্তাপে মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটবে (মুসলিম)।

খাদীজার মৃত্যু

(৬৮): আবু তালিবের মৃত্যুর কিছদিন পর সহধর্মিনী খাদীজা রা.-ও পরপারে পাড়ি জমালেন। হাজূন নামক স্থানে দাফন করা হয়েছে। বর্তমানে কবরস্থানটি জান্নাতুল মা'লা নামে পরিচিত। তখনো জানাযার বিধান নাযিল হয়নি।

(৬৯): খাদীজা রা. আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। একবার জিবরীল এসে বললেন,

بشِّرْ خديجةَ ببَيتٍ في الجنَّةِ مِن قَصَبٍ لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ

খাদীজাকে সুসংবাদ দিন, তার জান্নাতে আছে বহু অমূল্যরত্নখচিত প্রাসাদ, যাতে কোনও হৈ চৈ নেই, ক্লান্তি নেই (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(৭০): খাদীজা রা. আসমানে যমীনে সবার কাছে সমান প্রিয় একজন মানুষ। অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব।

(৭১): আরেকবার জিবরীল এসে বললেন,

هذهِ خَديجةُ قد أَتَتْكَ فاقرَأ علَيها السَّلامَ مِن ربِّها ومِنِّي،

আপনার কাছে খাদীজা আসবেন। তাকে রব্বের পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

(৭২): পরপর দু'জন অতি প্রিয়ি মানুষের ইন্তেকালে, নবীজি ভীষণ শোকাহত হলেন। এটি ছিল শোকের বছর। এই নামকরণ নবীজি করেননি।

বিয়ে

-

(৭৩): নবীজি বিয়ে করলেন আয়েশা রা.-কে। তাঁর বয়েস তখন ছয় বছর ছিল। খাদীজা রা.-এর ইন্তেকালের পর প্রথম আয়েশা রা.-কে বিয়ে করেন। বিয়ের পরও তিনি বাপের বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন।

আবার বিয়ে

(৭৪): তারপর বিয়ে করেন সাওদাহ বিনতে যাম'আহকে। খাদীজার পর তাঁর সাথেই প্রথম বাসর হয়েছে।

(৭৫): সাওদা তিনবছর একাকী নবীজির সংসার সামলেছেন। ইয়াতীম বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছেন। সাওদা নবীজির আদেশ-নিষেধ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতেন।

নির্যাতনের কঠোরতা

(৭৬): প্রিয় চাচা মৃত্যুর পর, মুশরিকদের দৌরাত্ম্য বল্গাহীনভাবে বেড়ে গেল। নবীজিকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল। চাচার জীবদ্দশায় নবীজিকে কিছুটা সমঝে চললেও, চাচার অবর্তমানে মুশরিকদের বাঁধ ভেঙে গেল।

(৭৭): আবু তালেব ছিলেন মহীরূহের মতো। ভাতিজাকে সবদিক দিয়ে আগলে রাখতেন। নবীজি বলেছেন,

ما نالَت منِّي قُرَيشٌ شيئًا أكرَهُهُ حتّى ماتَ أبو طالبٍ.

আবু তালিবের মৃত্যু পর্যন্ত কুরাইশ আমার সাথে উল্লেখযোগ্য অপছন্দনীয় কোনও আচরণ করেনি (বায়হাকী)।

(৭৭): পাপিষ্ঠ উকবা বিন আবি মু'আইত এসে, সলাতরত নবীজির শরীরে, মৃতজন্তুর নাড়িভূড়ি ফেলে দিল। নরাধম উকবা এটুকুতে

ক্ষান্ত হল না। নবীজির গলায় অত্যন্ত আটো করে কাপড় পেঁচিয়ে ধরল। নবীজির শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল (বুখারী)।

(৭৮): নবীজি সিজদায় গেলে, পাপিষ্ঠ আবু জাহল নবীজির গলার উপর পা রেখে ঘাড় ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা করল। আল্লাহ নবীজিকে হেফাযত করেছেন।

(৭৯): নবীজি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে। পরবর্তীতে বলেছেন,

لَقدْ أوذيتُ في اللهِ وما يُؤذى أحدٌ، وأُخِفْتُ في اللهِ وما يَخافُ أحدٌ،

আমার মতো আর কাউকে কষ্ট দেয়া হয়নি। আল্লাহর রাস্তায় আমার মতো আর কাউকে ভয় দেখানো হয়নি (মুসনাদে আহমাদ)।

হিজরতের অনুমতি

(৮০): মক্কায় বাস করা কঠিন হয়ে পড়ল। আবু বকর হাবশায় হিজরতের অনুমতি চাইলেন। নবীজি অনুমোদন করলেন।

(৮১): আবু বকর হাবশার উদ্দেশ্যে বের হলেন। চলতে চলতে বিরকে গিমাদ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে দেখা হল ইবনুদ দুগুন্নাহর সাথে।

(৮২): ইবনুদ দুগুন্নাহ ছিলেন কারাহ গোত্রের সর্দার। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আবু বকরকে আশ্রয় দিলেন। আবু বকরকে বললেন, মক্কায় গিয়ে আপনার রবের ইবাদত করতে থাকুন। কুরাইশ নেতারা আপাতত বিরোধিতা করল না।

(৮৩): আবু বকর মক্কায় ফিরে এলেন। ঘরেই ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলেন। জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। এবার কুরাইশ নেতাদের টনক নড়ল। উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত

তাদের গায়ে জ্বালা ধরাল। কুরাইশ নেতারা ইবনুদ দুগুন্নাহকে চাপ দিল।

(৮৪): ইবনুদ দুগুন্নাহ ছুটে এল আবু বকরের কাছে। জোরে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করল। আবু বকর তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানালেন। উল্টো ইবনুদ দুগুন্নাহর 'জিওয়ার' (আশ্রয়)-কে প্রত্যাখ্যান করলেন। কারও সাহায্য-আশ্রয় ছাড়াই মক্কায় বাস করতে লাগলেন। হাবশায় আর গেলেন না।

তায়েফ গমন

(৮৫): মক্কায় ঘর থেকে বের হওয়াই নবীজির পক্ষে দুস্কর হয়ে পড়ল। দাওয়াতের নতুন ক্ষেত্র বের করলেন। অনেক আশা নিয়ে তায়েফ গেলেন। দুর্গম দীর্ঘ পাহাড়ী পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলেন।

(৮৬): তায়েফবাসী নবীজিকে পাথর ছুঁড়ে অভ্যর্থনা জানাল। লেলিয়ে দেয়া দুষ্ট বালকদের ছোঁড়া পাথর নবীজিকে রক্তাক্ত করল। তার কদম মুবারক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়াতে লাগল।

(৮৭): ভীষণ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তায়েফ ত্যাগ করলেন। একটানা চলে করনে সা'আলিব নামক স্থানে এসে থামলেন।

(৮৮): জিবরীল এলেন পাহাড় নিয়ে। নবীজিকে দু'টি প্রস্তাব দেয়া হল। পাহাড় ফেলে জালিমদের ধ্বংস করে দেবেন নয়তো সবর করবেন। দয়াল নবীজি সবর বেছে নিলেন। জালিমদের নির্যাতন সবইবেন, তবুও সরাসরি আল্লাহর আযাবে তাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।

(৮৯): ক্লান্ত-শ্রান্ত নবীজি ফেরার পথ ধরলেন। মুতঈম বিন আদীর 'জিওয়ারে'(আশ্রয় ও নিরাপত্তায়) মক্কায় প্রবেশ করলেন।

ইসরা-মে'রাজ!

৯০. নতুন ওহী এলে সাহাবায়ে কেরাম তো বটেই, নবীজিও উজ্জীবিত হয়ে উঠতেন। শত কষ্ট সহ্য করেও দাওয়াতী কাজ আরও জোরদার করার বাড়তি প্রেরণা লাভ করতেন। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে আরও বেশি সম্মান দিতে চাইলেন। নিয়ে গেলেন নিজের একান্ত সান্নিধ্যে। ইসরা অর্থ রাতের ভ্রমণ। মেরাজ মানে উর্ধগমন। নবীজি আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য, রাতের বেলা উর্ধজগতে গমন করেছিলেন। এটা ছিল নবীজির প্রতি অকল্পনীয় এক সম্মান। দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেয়ার মতো সম্মান।

(৯১): ইসরার ঘটনা কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

سُبْحَانَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা এবং সব কিছুর জ্ঞাতা (ইসরা ১)।

(৯২): মেরাজের কিসসা সূরা নাজমেও আলোচিত হয়েছে,

أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ

তবুও কি সে যা দেখেছে, তা নিয়ে তোমরা তার সঙ্গে বিতণ্ডা করবে? বস্তুত সে তাকে (ফেরেশতাকে) আরও একবার দেখেছে।

সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তবর্তী কুলগাছ)-এর কাছে। তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। তখন সেই কুল কাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি। বাস্তবিকপক্ষে, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে (১২-১৮)।

(৯৩): ইসরা-মে'রাজের সফর, নবীজির অন্যতম মু'জিযা। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবকে বিরল সম্মানে বিভূষিত করেছেন।

(৯৪): পুরো সফরের ব্যাপ্তিকাল ছিল এক রাতেরও কময় সময়। ইশার পর বের হয়েছেন, ফজরের আগে ফিরেছেন। জিবরীল এসে রাসূলুল্লাহকে ঘর থেকে বের করে, খানায়ে কা'বার কাছে নিয়ে গেলেন।

(৯৫): কা'বার কাছে নিয়ে শক্কে সদর বা বক্ষবিদারণ করলেন। নবীজির বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করলেন। যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে কলবকে ঈমান ও হিকমত দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর হৃদপিণ্ডকে যথাস্থানে রেখে বুক সেলাই করে দিলেন। এটা ছিল দ্বিতীয় ও শেষ শক্কে সদর।

(৯৬): জিবরীলের সাথে বুরাকে আরোহণ করলেন। চোখের নিমেষে বায়তুল মাকদিস পৌঁছে গেলেন। বুরাক ঘোড়ার মতো চারপা বিশিষ্ট ডানাওলা একটি প্রানী।

(৯৭): রাসূলুল্লাহ বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করে এক অভূতপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী-রসূলকে সেখানে একত্রিত করেছেন।

(৯৮): জামাত তৈয়ার করা হল। সলাত আদায় করা হবে। নবী-রসূলগন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। জিবরীল নবীজিকে ইমামের স্থানে এগিয়ে দিলেন। সমস্ত নবী-রাসূলের ইমামতি করলেন নবীজি। এটা ছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জামাত ও সলাত। অনন্য এক সম্মান লাভ করলেন নবীজি।

(৯৯): সলাত শেষে জিবরীল একটা 'মে'রাজ' (সিঁড়ি) নিয়ে এলেন। একমাত্র আল্লাহই জানেন সেই 'মে'রাজের' ধরন কেমন ছিল।

(১০০): আল্লাহর রাসূল মে'রাজে চড়লেন। সাথে জিবরীল। কয়েক মুহূর্তেই প্রথম আসমানে পৌঁছে গেলেন। আসমানের দরজা খোলার পর ভেতরের দৃশ্য দেখে নবীজি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

(১০১): তিনি প্রথম আসমানে দেখলেন

ক: আবুল বাশার আদম আ.-কে।

খ: এতীমের সম্পদ ভক্ষণকারীর ভয়ংকর পরিণতি দেখলেন। মা'আযাল্লাহ।

গ: গীবতকারীদের চরম পরিণতি দেখলেন।

ঘ: যেনা-ব্যভিচারকারীদের শোচনীয় পরিণতি দেখলেন।

ঙ: সুদখোরদের পরিণতি দেখলেন।

আল্লাহ আমাদেরকে এসব গুনাহ থেকে হেফাযত করুন।

১০২. তারপর জিবরীলের সাথে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন। সেখানে ইয়াহয়া বিন যাকারিয়্যা ও ঈসা বিন মারয়াম আ.-এর সাথে সাক্ষাত হল।

১০৩. তারপর গেলেন তৃতীয় আসমানে। ইউসুফ আ.-কে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ তার সম্পর্কে বললেন- (أُعْطِيَ شَطْرَ الحُسْنِ) তাকে সৌন্দর্যের একটা অংশ দেয়া হয়েছে (মুসলিম)।

১০৪. তারপর জিবরীলের সাথে চতুর্থ আসমানে গেলেন। সেখানে দেখা হল ইদরীস আ.-এর সাথে।

১০৫. তারপর গেলেন পঞ্চম আসমানে। সেখানে হারূন আ.-এর সাথে দেখা হল।

১০৬. তারপর ষষ্ঠ আসমানে গেলেন। সেখানে দেখা হল মুসা আ.-এর সাথে।

১০৭. তারপর সপ্তম আসমানে। সেখানে দেখা হল জাতির পিতা ইবরাহীম আ.-এর সাথে।

১০৮. ইবরাহীম আ. বললেন

أقرئ أمَّتَكَ منّي السَّلامَ وأخبرْهم أنَّ الجنَّةَ طيّبةُ التُّربةِ عذبةُ الماءِ وأنَّها قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّا اللَّهُ واللَّهُ أكبرُ

তোমার উম্মতকে আমার সালাম জানিও। তাদেরকে বলো, জান্নাতের মাটি উত্তম, পানি সুমিষ্ট। জান্নাতে রোপন করার মতো চারাগাছ হল, সুবহা-নাল্লাহ, ওয়াল-হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার (তিরমিযী)।

১০৯. পিতা ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাতপর্ব শেষ করে জিবরীলের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত চাক্ষুষ প্রত্যয়ে অবলোকন করলেন।

১১০. আল্লাহর রাসূল জান্নাতে যা যা দেখেছেন,

ক. উমার বিন খাত্তাব রা.-এর জন্য নির্মিত একটি প্রাসাদ দেখেছেন। ফিরে এসে উমারকে সেটার কথা জানিয়েছেন।
খ. যায়েদ বিন হারেসার বিশেষ এক 'হুর' দেখেছেন। ফিরে এসে সেটা জানিয়েছেন।
গ. হাউজে কাউসার দেখেছেন।
ঘ. জাহান্নাম দেখেছেন। একটা আরেকটার উপর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নাউযুবিল্লাহ।
ঙ. জাহান্নামের দারোয়ান মালেককে দেখেছেন।
১১১. তারপর জিবরীলের সাথে সপ্তম আসমানের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গেলেন। জিবরীল এখানে থেমে গেলেন।
১১২. আল্লাহর রাসূল এগিয়ে গেলেন। এমন স্থানে পৌঁছলেন, যেখানে কোনও মানুষ বা ফেরেশতা যায়নি। আল্লাহর রাসূল আরেক জায়গায় গেলেন। সেখানে শুনতে পেলেন কলমের খসখস আওয়াজ। ফিরিশতাগন লিখে চলেছেন, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাকদীর (মুসলিম)।
১১৩. সেখানে এক মহাপবিত্র স্থানে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বললেন নবীজির সাথে। আল্লাহ পাঁচওয়াক্ত সলাত ফরজ করলেন নবীজির উম্মতের উপর।
১১৪. আল্লাহ এই উম্মতকে কিছু উপহার দিলেন।
ক. পাঁচওয়াক্ত সলাত।
খ. প্রতিটি মুসলমানের কবীরাগুনাহ মাফ করলেন। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার শাস্তি হবে না।
গ. আল্লাহর রাসূলকে সূরা বাকারার শেষের কিছু আয়াত দিলেন।

১১৫. আল্লাহর দীদার (একান্ত সান্নিধ্য) শেষ করে, আল্লাহর রাসূল জিবরীলের কাছে ফিরে এলেন। তারপর বায়তুল মাকদিস। সেখান থেকে বুরাকে চড়ে মক্কায়।

১১৬. ইসরা-মেরাজের সফর সম্পর্কে মক্কাবাসীকে অবহিত করলেন। মুশরিকদের কাছে বিষয়টা অবিশ্বাস্য ঠেকল। তারা পুরো ব্যাপারটাকে সর্বৈব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে গেল, কিছু মুমিনও অবিশ্বাসের কারণে মুরতাদ হয়ে গেল। আবু বকর ছুটে এলেন। নির্দ্বিধায় ইসরা-মেরাজের পুরো ঘটনা সত্য বলে মেনে নিলেন। আল্লহর রাসূল বললেন,

أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ

আবু বকর, আপনি একজন সিদ্দীক। পরম সত্যবাদী। সত্যান্বেষী। সত্যসন্ধী। এদিন থেকেই আবু বকর 'সিদ্দীক' অভিধায় অভিষিক্ত হলেন।

সলাতের সময়

১১৭. ইসরা-মেরাজের পরের সকাল। জিবরীল ফের এলেন। পাঁচওয়াক্ত সলাতের সময় জানিয়ে দিতে।

১১৮. ইসরা-মেরাজে সব নামাজ দুই রাকাত করে ছিল। মাগরিব তিন রাকাতই ছিল (বুখারী)।

১১৯. কেবলা ছিল বায়তুল মাকদিসের দিকে। আল্লাহর রাসূল এমনভাবে সলাতে দাঁড়াতেন, যাতে কা'বা ও বায়তুল মাকদিস একসাথে সামনে থাকে।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ

১২০. বেয়াড়া কুরাইশের বায়নার শেষ নেই। তারা চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মু'জিযা দেখার আবদার জুড়ল। ১২১. আল্লাহর রাসূল দু'আ করলেন। রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতের কারিশমা জাহির করলেন। আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। কুরাইশরা সচক্ষে পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।

১২২. এমন প্রকাশ্য সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার পর, একগুঁয়ে কুরাইশ বলতে লাগলঃ আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মাদ তুমি একজন জাদুকর। চরম দুর্ভাগা না হলে, কেউ এমন দিবালোকের ন্যায় সত্য বাস্তব নিদর্শনও অস্বীকার করতে পারে?

১২৩. আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন ধৃষ্টতায় নাযিল করলেন,

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۝ وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ

কিয়ামত কাছে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে। (তাদের অবস্থা হল), তারা যখন কোনও নিদর্শন দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চলমান যাদু। তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হল। প্রতিটি বিষয় শেষ পর্যন্ত এক পরিণতিতে পৌঁছবেই (ক্বমর ১-৩)।

আরব কবীলাসমূহে দাওয়াহ

১২৪. হজের মৌসুম এল। আরবের দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। আল্লাহর রাসূল এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলেন। একটা কবীলাও যদি ঈমান আনে, এই আশায়। তাহলে একটা সাহায্যক্ষেত্র পাওয়া যাবে। বিপদাপদে আশ্রয়ও নেয়া যাবে।

১২৫. হতভাগা আবু লাহাব আবু জাহল আল্লাহর রাসূলের পিছু ছাড়ল না। তারা পালাক্রমে নবীজির পেছন পেছন টিকটিকির মতো লেগে রইল। নবীজি কাওকে দাওয়াত দিলেই, এই দু'জনে সেখানে গিয়ে, উল্টোকথা বলে আসত। ইসলাম, মুসলমান, কুরআন ও রাসূল সম্পর্কে বিষোদগার করত। কু-ধারণা সৃষ্টি সমূহ প্রয়াস চালাত।

১২৬. ইসলামের দাওয়াত পেয়ে, একেক কবীলার আচরণ একেক রকম দেখা দিল। কেউ সম্পূর্ণরূপে দাওয়াত এড়িয়ে গেল। কেউ ভবিষ্যত ক্ষমতার কথা চিন্তা করে, লোভাতুর হল। কেউ সম্পূর্ণ চুপ থাকল।

মদীনার আনসার

১২৭. নবুওয়াতের এগারতম বছর। হজের মওসুম। আল্লাহর রাসূল ছয়জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলেন। মদীনার খাযরাজ গোত্রের। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা করলেন। নবীজি তাদেরকে সময় দিলেন। তাদের নিয়ে বসে, ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

১২৮. ছয়জন ঈমান আনল।

১. আস'আদ বিন যুরা-রাহ।
২. আওফ বিন হারিস।
৩. রাফে' বিন মালিক।
৪. কুতবাহ বিন আমের।
৫. জাবের বিন আবদিল্লাহ।

রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

১২৯. তারা মদীনায় ফিরে গেলেন। স্বীয় কওমের কাছে আল্লাহর রাসূলের কথা তুলে ধরলেন। দাওয়াত দিলেন ইসলামের। তাদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল।

আকাবার প্রথম বাই'আত

১৩০. ইহুদীরা ছাড়া, মদীনায় বড় বড় দু'টি গোত্র বাস করে। আওস ও খাযরাজ। মদীনার প্রতিটি ঘরে নবীজির আলোচনা শুরু হল। নবুওয়াতের বারোতম বছরে, মদীনার বারোজন ব্যক্তি হজে এল।

১৩১. এই বারোজন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর রাসূল আকাবা নামক স্থানে কথা বললেন। তারা ঈমান এনে বাই'আত গ্রহণ করল। এটাই আকাবার প্রথম বাই'আত নামে পরিচিত।

১৩২. প্রথম বাই'আত ছিল, সুদিনে-দুর্দিনে, কষ্টে-স্বস্তিতে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের উপর। আল্লাহর রাসূল মদীনায় গেলে, সর্বাত্মক সাহায্য করার উপর বাই'আত হল (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

কেউ কেউ এটাকে বাই'আতে নিসা বললেও, যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই। কিছু ভুল বর্ণনার প্রেক্ষিতে এমনটা ঘটেছে। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে এই বাই'আতে কোনও নারী ছিল না। বাই'আতের শর্ত ও ধারাসমূহেও নারী বিষয়ক কোনও আলোচনা ছিল না।

১৩৪. মদীনার নবদীক্ষিত মুসলিমদের সাথে মুস'আব বিন ওমায়েরকে পাঠালেন। আনসারদের দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য।

১৩৫. মুস'আব বিন ওমায়েরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন, আবদে আশহাল গোত্রের দুই নেতা- সা'দ বিন মু'আয ও উসাইদ বিন খুদাইর রা.।

১৩৬. মুস'আব মদীনায় এসে আস'আদ বিন যুরারাহর ঘরে। দিনরাত দাওয়াতী মেহনত চালালেন। মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলাম প্রবেশ করল।

আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত

১৩৭. নবুওয়াতের তেরোতম বছর। মদীনা থেকে তিহাত্তর জন পুরুষ আর দুইজন নারী হজে এলেন। অত্যন্ত মহব্বত আর আকীদত নিয়ে নবীজির সাথে সাক্ষাতের দরখাস্ত পেশ করল। ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্তম দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পথ খুলল।

১৩৮. আল্লাহর রাসূলের সাথে গোপনে যোগাযোগ অব্যাহত রইল। স্থির হল, আইয়ামে তাশরীকের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে, আকাবার নিকটস্থ উপত্যকায় আল্লাহর রাসূল তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন।

১৩৯. নির্ধারিত রাতে আল্লাহর রাসূল তাদের সাথে মিলিত হলেন। বিস্তারিত কথাবার্তা হল। বাই'আত ও চুক্তি হল। এটাই আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত।

১৪০. স্বস্তিতে-কষ্টে, আল্লাহর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও সুরক্ষা দেয়া, আল্লাহর রাসূল মদীনায় গেলে সর্বাত্মক সাহায্য করার শর্তে বাই'আত অনুষ্ঠিত হল।

১৪১. তারা বলর, বাই'আতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে, প্রতিদানে আমরা কী পাবো? নবীজি বললেন (لَكُمُ الْجَنَّةُ) তোমাদের জন্য থাকবে সুনিশ্চিত জান্নাত। সবাই পরম সন্তোষ নিয়ে মদীনায় ফিরল।

১৪২. এবারে সবার আগে বাই'আত হয়েছিল বারা বিন মা'রূর রা.। তারপর একে একে আনসার নেতারা বাই'আত হয়েছে।

১৪৩. শয়তানও বসে নেই। এই চুক্তি সম্পর্কে সে চিৎকার করে কুরাইশদের সতর্ক করতে লাগল। শয়তানের হম্বিতম্বি শুনে, আব্বাস বিন উবাদাহ বললেন,

-যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার কসম, আপনি চাইলে আমরা আগামীকাল মিনাবাসীর উপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

১৪৪. আল্লাহর রাসূল বললেন,

لَمْ نُؤْمَرْ بِذالِكَ، ولكِنِ ارْجِعُوْا إلى رِحالِكُم

আমাদের এ ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়নি। সবাই নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও।

১৪৫. দ্বিতীয় বাই'আত সুরারুরূপে সম্পন্ন হল। অসহায় মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের পথ খুলল। ভবিষ্যত 'দাওলাহ ইসলামিয়্যাহ' প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল।

১৪৬. কা'ব বিন মালিক বলেছেন, আমি বদরে অংশ নিতে না পারলেও,

وَلَقَدْ شَهِدْتُ مع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَيْلَةَ العَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا علَى الإسْلَامِ، وَما أُحِبُّ أنَّ لي بهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ،

আকাবার রাতে, আল্লাহর রাসূলের হাতে বাই'আত হয়েছি। আমি কারো সাথে বদরের বিনিময়ে এই মহাসৌভাগ্যকে বদলাতে চাই না (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৪৭. আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতের পর, আনসাররা মদীনায় ফিরে গেল। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আল্লাহর রাসূল খুশি হলেন।

আল্লাহ তাঁর জন্য একটি সুরক্ষিত দুর্গের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একদল বিশ্বস্ত সহযোগী তৈরি করে দিয়েছেন।

মদীনায় হিজরত

১৪৮. আল্লাহর রাসূল সবাইকে মদীনায় হিজরতের আদেশ করলেন সবাইকে।

১৪৯. আল্লাহর রাসূল বললেন,

أُمِرْتُ بقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرى، يقولونَ يَثْرِبُ، وهي المَدِينَةُ، تَنْفِي النّاسَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ.

আমাকে এমন এক জনপদে হিজরতের আদেশ দেয়া হয়েছে, যে জনপদ অন্যসব জনপদকে জয় করবে। তাকে 'ইয়াসরিব' বলা হলেও, আমার কাছে সেটা 'মদীনাহ'। এই জনপদ দুষ্টলোকদের তাড়িয়ে দেয়, যেমনটা কামারের হাপর লোহার জং তাড়ায় (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

১৫০. সাহাবায়ে কেরাম গোপনে ছোট ছোট দলে মদীনায় হিজরত করতে শুরু করলেন। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে। নবীজি মক্কায় অবস্থান করে, আল্লাহর অনুমতির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

১৫১. বারা বিন আযিব রা. বলেছেন, নবীর সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে মদীনায় এসেছেন, মুস'আব বিন উমায়ের এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। তারপর এসেছেন আম্মার, বেলাল ও সা'দ (বুখারী)।

১৫২. সাহাবীদের মদীনার দিকে হিজরত সহজ ছিল না। কুরাইশ বসে ছিল না। তারা হিজরত ঠেকাতে সম্ভাব্য সবরকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল।

১৫৩. আবূ সালামা, আমের বিন রবী'আ ও তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবী হাছমাহ, জাহশ গোত্র মদীনায় হিজরত করলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

ওমরের হিজরত

১৫৪. ইবনে ইসহাক বিশুদ্ধ সনদ মতে, উমারও রাতের বেলা গোপনে হিজরত করলেন। সাথে ছিলেন আইয়াশ বিন আবি রবী'আ ও হিশাম বিন আস রা.।

১৫৫. উমার মদীনায় হিজরতের আগে, কা'বা চত্ত্বরে ঘোষণা দিয়েছেনঃ নিজের মাকে সন্তানহারা, নিজের সন্তানকে এতীম বানাতে চাইলে সামনে আসো। আমি মক্কা ছাড়ছি।

এই ঘটনা ইবনুল আসীর তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'উস্‌দুল গাবাহ'-তে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৫৬. আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতের দুইমাসের মাথায়, মক্কায় বাস করা প্রায় সব মুসলমান মদীনায় হিজরত করে গেলেন। বাকী রইলেন নবীজি, আবু বকর ও তার পরিবার। এছাড়া হিজরতে অক্ষম কিছু মুসলমান তখনও মক্কায় রয়ে গেলেন।

১৫৭. আল্লাহর রাসূল নিশ্চিত হলেন, বন্দী, অসুস্থ ও হিজরতে অক্ষম কিছু ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই হিজরত করে গেছে।

আবু বকরের অনুমতি প্রার্থনা

১৫৮. আবু বকর বারবার আল্লাহর রাসূলের কাছে হিজরতের অনুমতি চাইছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন,

لا تَجْعَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا

এখুনি হিজরত করবেন না, সম্ভবত আল্লাহ আপনার জন্য একজন হিজরতের সাথী মিলিয়ে দেবেন।

নবীকে অনুমতি

১৫৯. অবশেষে আল্লাহর রাসূলও হিজরতের অনুমতি পেলেন। আল্লাহ নাযিল করলেন,

وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا

এবং দু'আ করুন - হে প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবেন, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করাবেন এবং যেখান থেকে বের করবেন, কল্যাণের সাথে বের করবেন এবং আমাকে আপনার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করুন, যার সাথে (আপনার) সাহায্য থাকবে (ইসরা ৮০)।

হিজরতের সফরে আবু বকর তার সাথী হবেন।

১৬০. আবু বকরকে জানালেন অনুমতির কথা। আবু বকর দু'টি উটনি প্রস্তুত করে রাখলেন।

কুরাইশের ষড়যন্ত্র

১৬১. কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দারুন নাদওয়ায় জমায়েত হল। সবার পরামর্শক্রমে এক ভয়ানক সিদ্ধান্তে একমত হল। আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করা হবে। হত্যাকারীর জন্য ১০০ উটনি পুরস্কারের ঘোষণাও দেয়া হল।

১৬২. আল্লাহর কুরাইশের ষড়যন্ত্র থেকে নবীজিকে হেফাযত করলেন। নরাধমদের ষড়যন্ত্রের কথা রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। নাযিল হল,

وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ

(হে নবী! সেই সময়কে স্মরণ করুন), যখন কাফেররা আপনাকে বন্দী করা অথবা আপনাকে হত্যা করা কিংবা আপনাকে (দেশ থেকে) বহিস্কার করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপ্রেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী (আনফাল ৩০)।

নবীজির হিজরত

১৬৩. আবু বকরকে সাথে নিয়ে বের হলেন। সাওর গুহায় তিনদিন আত্মগোপন করে থাকলেন। আসমা বিনতে আবি বকর প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতেন।

১৬৪. প্রতিরাতে আবদুল্লাহ বিন আবি বকর মক্কার খবরাখবর নিয়ে আসতেন। আবদুল্লাহর হাঁটার পথরেখা ধরে ধরে, আমের বিন ফুহাইরা মেষ চরাতেন। পদচিনহ মুছে ফেলার জন্য।

১৬৫. মুশরিকরা নবীজিকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। কোথাও না পেয়ে এক অনুসন্ধানী দল গারে সাওরের সন্নিকটে এসে পৌঁছল। একেবারে গুহার দোরগোড়ায়।

১৬৬. বেগতিক অবস্থা দেখে, আবু বকর বললেন আল্লাহর রাসূলকে, তাদের কেউ নিজ পায়ের নিচের দিকে তাকালেই আমাদের দেখতে পাবে। আল্লাহর রাসূল তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ ما ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثالِثُهُما

এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ? (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

মাকড়সার ঘটনা

১৬৭. আল্লাহ তা'আলা খবীস মুশরিকতের অন্তর ফিরিয়ে দিলেন। কেউই গুহার দিকে উঁকি মেরে দেখার কথা ভেবেও দেখল না। তারা যেজন্য এসেছিল, সেটাই বেমালুম ভুলে বসল। আল্লাহ তার রাসূলকে কাফেরদের কুদৃষ্টি থেকে হেফাযত করলেন।
আর মাকড়সার জাল বোনার কথা, মুসনাদে আহমাদে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।
১৬৮. তিনদিন পর আল্লাহর রাসূল মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন।
১৬৯. আবু বকরের আযাদকৃত দাস আমের বিন ফুহাইরাও সাথে ছিলেন। তিনি খেদমতের দায়িত্ব পালন করতেন। রাহবর বা গাইড হিসেবে ছিল আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত। তিনি মুশরিক ছিলেন।

পথের ঘটনা

১৭০. পথে কিছু ঘটনা ঘটল,
ক. সুরাকাহ বিন মালিক তার দলবল নিয়ে পিছু এল। তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন।
খ. মেষরাখালের ইসলামগ্রহণ।
গ. উম্মে মা'বাদের ঘটনা।
ঘ. শামফেরতা যোবয়ের ও তলহার সাথে সাক্ষাত।

দুর্বল বর্ণনা

১৭২. সুরাকা বিন মালিকের উদ্দেশ্যে করা আল্লাহর রাসূলের বিখ্যাত উক্তি,

كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى

যেদিন তুমি কিসরার দুইবালা হাতে পরবে, সেদিন কেমন লাগবে?

সুরাকা আল্লাহর রাসূলের পিছু ধাওয়া করে এসেছিল। তবে আল্লাহর তাকে একথা বলার বর্ণনাসূত্র 'যয়ীফ'।

কুবাপল্লীতে

১৭৩. নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছরে, বারোই রবিউল আউয়াল সোমবারে মদীনার উপকণ্ঠে কুবাপল্লীতে উপনীত হন। এটা ছিল হিজরি সনের প্রথম বছর।

১৭৪. সবাই অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে নবীজিকে বরণ করে নিল। কুবায় ১৪-রাত অবস্থান করলেন। এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।

১৭৫. আল্লাহর রাসূল, জুমাবারে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। সাথে আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবী।

প্রথম জুমা

১৭৬. বনু সালিম বিন আওফের এলাকায় পৌঁছলে জুমার সময় হল। অত্র এলাকার রানূনা উপত্যকায় জুমা আদায় করলেন। ইসলামের প্রথম জুমা।

মদীনায় প্রবেশ

১৭৭. বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা,গভীর ভালবাসা, ব্যাপক সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে নবীজি মদীনায় প্রবেশ করলেন। মদীনার অলিগলিতে তাকবীর আর তাহমীদের আওয়াজ। মদীনার দিকে দিকে আজ খুশির মেলা।

১৭৮. আনাস বিন মালিক বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ও আবু বকর যেদিন মদীনায় প্রবেশ করেছেন, সেদিনের মতো আলোকিত, আনন্দময় আর মদীনায় কখনো দেখিনি (মুসনাদে আহমাদ)।

১৭৯. বারা বিন আযিব রা. বলেছেন, আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে যতটা খুশী হয়েছে, মদীনাবাসীকে আর কোনও কিছুতে এতটা খুশী হতে দেখিনি। মদীনার দাসী-বাঁদীরাও খুশিতে বাগবাগ হয়ে বলছিল, আল্লাহর রাসূল আগমন করেছেন! আল্লাহর রাসূল আগমন করেছেন (বুখারী)।

১৮০. বারা বিন আযেব বলেছেন, নারী-পুরুষ ঘরবারি ছাদে উঠে পড়ল। শিশু-কিশোর ও গৃহপরিচারকরা মদীনার অলিগলিতে ছোটাছুটি করতে করতে বলতে লাগল-ইয়া মুহাম্মাদ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! (মুসলিম)।

১৮১. আনাস বিন মালিক রা. বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মদীনায় প্রবেশের দিন, মদীনার সবকিছু নবীজির আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ)

১৮২. আনাস বিন মালিক বলেছেন, বনু নাজ্জারের মেয়েরা দফ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা দফ বাজিয়ে গাইতে লাগল

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ- يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

আমরা বনু নাজ্জারকন্যা, প্রতিবেশি মুহাম্মাদ কতইনা উত্তম! (বায়হাকী। সহীহ)।

দুর্বল বর্ণনা

১৮৩. নবীজির মদীনায় আগমনে গাওয়া বিখ্যাত না'ত বিষয়ক বর্ণনাটি দুর্বল,

طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا – مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعِ

পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে আমাদের উপর, সানিয়্যাতুল ওয়াদার দিক দিয়ে।

ইমাম বায়হাকী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম গাযালী ইহইয়া উলুমিদ্দীনে বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইরাকী এই বর্ণনার সনদকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে যয়ীফ বলেছেন। ইবনুল কাইয়িম যাদুল মা'আদেও।

১৮৪. নবীজির উটনী মসজিদে নববীর স্থানে গিয়ে বসে পড়ল। আল্লাহর ইশারাতেই এমনটা ঘটেছে।

আবু আইয়ূবের আতিথ্য

১৮৫. নবীজি আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়িতে অতিথি হলেন। তাঁর জন্য আলাদা করে কামরা তৈরি করা হল।

মদীনায় মহামারি

১৮৬. মদীনায় রোগ-বালাই লেগেই থাকত। সাহাবীগন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তার রাসূলকে সুস্থ্য রাখলেন।

১৮৭. সাহাবীদেরকে অসুস্থ হতে দেখে, আল্লাহর রাসূল রোগবালাই দূর করার জন্য দু'আ করলেন।

১৮৮. মদীনা নবীজির অত্যন্ত প্রিয় শহর। তিনি দু'আ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنا المَدِينَةَ كَحُبِّنا مَكَّةَ، أوْ أشَدَّ وصَحِّحْها وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانْقُلْ حُمّاها فاجْعَلْها بالجُحْفَةِ.

হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন। মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দিন। মদীনার

মাপ-পরিমাপে আমাদের বারাকাহ দান করুন। এখানকার জ্বরের প্রকোপ (মহামারীকে) জুহফায় স্থানান্তরিত করে দিন (বুখারি)।

সমাজ গঠন

১৮৯. আল্লাহর রাসূল তিনটি মূলভিতের উপর মদীনার সমাজ গঠনে ব্রতী হলেন,

ক. মসজিদে নববী নির্মাণ।

খ. মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ভ্রাতৃত্বে বন্ধন প্রতিষ্ঠা।

গ. মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সনদ প্রনয়ণ।

বাসর

১৯০. হিজরী প্রথম বছর শাউয়ালে, আল্লাহর রাসূল বাসর করেন আম্মাজান আয়েশার সাথে। তিনি ছিলেন নবীজির সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী।

নামবদল

১৯১. আল্লাহর রাসূল ইয়াসরিবের নাম বদলে দিলেন-তাবাহ ও মদীনা। তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللهَ سَمّى المَدينةَ طابةَ.

আল্লাহ মদীনার নাম 'তাবাহ' রেখেছেন (মুসলিম)।

ইয়াসরিব (**يَثْرِب**) নামটা কেন বদলানো হল? সমস্যাটা অর্থগত। শব্দটির মধ্যে (التَّثْريبِ) তাসরীব বা তিরস্কার-ভর্ৎসনার ভাব আছে। ব্যাপারটা সুন্দর নয়। বলতে পারি কুরআনে 'ইয়াসরিব' শব্দের উল্লেখ আছে যে? তা আছে। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও

অন্তরে রোগধারীদের উক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে নামটা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা খোদ মদীনাকে 'ইয়াসরিব' বলেননি।

ত্বাহ শব্দটির মূল হতে পারে দু'টি,

ক. ত্বীব (الطِّيبِ)। সুগন্ধি সুবাস। মদীনায় আছে নবীজির সুবাস। কুরআনের সুবাস। ওহীর সুবাস। সাহাবায়ে কেরামের সুবাস।

খ. ত্বইয়িব (الطَّيِّبِ) উত্তম পবিত্র। মদীনা শিরক থেকে মুক্তপবিত্র। মদীনার অধীবাসী উত্তম। মদীনায় বসবাস উত্তম। মদীনার আলোবাতাস, মাটিজমি উত্তম। মদীনার আলোবাতাসে অপূর্ব এক সুবাস বিরাজমান।

১৯২. আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

أُمِرْتُ بقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرى، يقولونَ يَثْرِبُ، وهي المَدِينَةُ،

আমাকে এমন এক জনপদে হিজরতের আদেশ দেয়া হয়েছে, যা অন্যান্য জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। তাকে লোকেরা ইয়াসরিব বলে। তার নাম হবে মদীনা (মুত্তাফাক)।

১৯৩. জাবের বিন সামুরাহ রা. বর্ণনা করেছেন, তারা মদীনাকে ইয়াসরিব বলত, আল্লাহর রাসূল তার নাম রেখেছেন মদীনা (ত্বয়ালিসী)।

আযান

১৯৪. প্রথম হিজরীতে মদীনায় আযান দেয়া শুরু হয়েছে। কিছু ভিন্ন বর্ণনায় মক্কায় বা মে'রাজের রাতে আযান চালু হয়েছে বলা হলেও, প্রথম মতটাই বেশি নির্ভরযোগ্য।

১৯৫. আল্লাহর রাসূলের চারজন মুয়াজ্জিন ছিল,

ক. বিলাল বিন রাবাহ রা.।

খ. আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম রা.।
গ. সা'দ আল-কারায রা.।
ঘ. আবূ মাহযূরাহ রা.।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম

১৯৬. বিখ্যাত ইহুদিপণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলামগ্রহণ ছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে উচিত জবাব।

কূপক্রয়

১৯৭. মদীনার পানিতে লবণাক্ততা ছিল। মুহাজিরগন সমস্যা বোধ করছিলেন। একমাত্র রূমা কূপের পানিতেই লবণাক্ততা ছিল না। মুহাজিরদের পানোপযোগী। বনী গিফারের এক ব্যক্তি এই কূপের মালিক।

১৯৮. সে চড়ামূল্যে পানি বিক্রি করত। আল্লাহর রাসূল বললেন,

مَن يَشْتَرِي بِئر رُومَةَ بخيرٍ له مِنها في الجنَّةِ

যে ব্যক্তি (আল্লাহর জন্য) রূমা কূপ কিনে নেবে, তার জন্য জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান থাকবে (তিরমিযী)।

১৯৯. উসমান রা. কূপটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

সলাত বৃদ্ধি

২০০. ইসরা-মি'রাজের রাতে সলাত ফরয হয়েছিল। মাগরিব ছাড়া বাকি নামাযগুলো দুই রাকাত করে ছিল (বুখারী)।

২০১. এবার আল্লাহর হুকুমে জোহর, আসর ও ঈশায় দুইরাকাত করে বাড়ানো হল। সে থেকে এই তিন ওয়াক্ত চার রাকাত করে পড়া হচ্ছে।

বনু সালিমা

২০২. বনু সালিমার নিবাস ছিল মদীনার উপকণ্ঠে। অনেকটা হেঁটে মসজিদে নববী আসতে হয়। তার সেখানকার পাট চুকিয়ে মসজিদে নববীর কাছাকাছি বসত গাড়তে উদ্যত হল। নবীজি মদীনার জনবসতির ঘনত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা করলেন। নবীজি তাদের ডেকে বললেন,

يا بني سلمة !دِيارَكم ديارَكم تُكتبُ آثارُكم

বনী সালিমাহ, তোমাদের নিজের আবাসেই থাকো। এতদূর হেঁটে আসার সওয়াব পাবে (মুত্তাফাক)।

নগরায়ন চিন্তা: নবীজির দৃষ্টি সবদিকে ছিল। নগরপরিকল্পনাতেও নবীজির দূরদৃষ্টি ছিল।

জিহাদের অনুমতি

২০৪. মুসলমানরা মদীনায় থিতু হয়ে বসার পর, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের বিধান নাযিল শুরু করলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের

প্রতি জুলুম করা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দল (-এর অনিষ্ট)-কে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত খানকাহ, গির্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ- যাতে আল্লাহর যিকির করা হয় বেশি-বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী (হজ্জ ৩৯-৪১)।

২০৫. যেসব অভিযানে আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বের হয়েছেন, সেগুলোকে 'গাযওয়া' বলা হয়। যুদ্ধ হোক বা না হোক।

২০৬. আল্লাহর রাসূল ২১-টা গাযওয়ায় অংশ নিয়েছেন। আবওয়া বা ওদ্দান ছিল প্রথম গাযওয়া। তাবূক সর্বশেষ গাযওয়া।

প্রথম সারিয়্যা

২০৭. আল্লাহর রাসূলের অংশগ্রহণ ছাড়া, যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সেগুলোকে সারিয়্যা বলা হয়। হামযা বিন আবদিল মুত্তালিব রা.-এর নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম সারিয়্যা পরিচালিত হয়। কুরাইশের কাফেলার প্রতিরোধ করার জন্য।

সারিয়্যায়ে ওবায়দা বিন হারিস

২০৮. আল্লাহর রাসূল আরেকটি কাফেলা পাঠালেন। চাচাত ভাই ওবায়দা বিন হারিসকে। কুরাইশী কাফেলার বিরুদ্ধে। এবার দুইপক্ষে তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল।

সারিয়্যায়ে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস

২০৯. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে পাঠানো হল। কুরাইশী কাফেলার বিরুদ্ধে। মুসলিমদের আগমন টের পেয়ে কাফিরদের কাফেলা পালিয়ে গেল।

প্রথম মৃত্যু

২১০. আল্লাহর রাসূল মদীনা আসার পথে, কুবায় অবস্থানকালে অতিথি হয়েছিলেন, কুলসুম বিন হিদমের ঘরে। তিনি মারা গেলেন। মদীনার প্রথম মৃত্যু। তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন।

গাযওয়ায়ে আবওয়া

২১১. হিজরতের বারোতম মাস সফরের শুরুতে, আল্লাহর স্বয়ং অভিযানে বের হলেন। কুরাইশ কাফেলা প্রতিরোধে। এটাই নবীজির প্রথম অভিযান। আবওয়া বা ওয়াদ্দান।

গাযওয়া বুয়াত

২১২. হিজরতের তেরোতম মাস, রবিউল আউয়ালে নবীজি দ্বিতীয়বার বের হলেন। কুরাইশ কাফেলার বিরুদ্ধে। গাযওয়ায়ে বুয়াত।

উশাইরা

২১৩. হিজরতের ষোলতম মাসে, জুমাদাল উলায় আল্লাহর রাসূল তৃতীয়বার বের হলেন। গাযওয়া উশাইরা।

সাফাওয়ান

২১৪. উশাইরা থেকে ফেরার কয়েক রাত পরে, আল্লাহর রাসূল আবার বের হলেন। গাযওয়ায়ে সাফাওয়ান। প্রথম বদরও বলা হয়ে থাকে।

সারিয়্যা আবদিল্লাহ বিন জাহশ

২১৫. আবদুল্লাহ বিন জাহশকে পাঠালেন নবীজি। নাখলা অঞ্চলে। কুরাইশ কাফেলার বিরুদ্ধে। এবার মুশরিক কাফেলা পালাতে পারল না। আমর বিন হাদরামী নিহত হল। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কাফির হত্যা। উসমান বিন আবদিল্লাহ ও হাকাম বিন কাইসান বন্দী হল। কাফেলার সবকিছু গনীমত লাভ হল। প্রথম কাফির হত্যা। প্রথম বন্দী। প্রথম গনীমত।

কিবলা পরিবর্তন

২১৬. হিজরতের দ্বিতীয় বছর। রজবের মাঝামাঝি ওহী এল। কিবলা পরিবর্তনের বিধান নিয়ে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে।

সিয়াম

২১৭. দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান। ওহী এল ফরয রোযার বিধান নিয়ে। আল্লাহর রাসূল নয় রামাদান রোজা রেখেছেন। এগারতম বছরের শুরুতে ইন্তেকাল করেছিলেন নবীজি।

যাকাতুল ফিতর

২১৮. দ্বিতীয় হিজরী সরে শা'বানে। যাকাতুল ফিতর ফরয হল। তখনো যাকাত ফরয হযনি।

বদর

২১৯. দ্বিতীয় হিজরীর রমাদানে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হল। ইয়াওমুল ফুরকান। এদিন আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতিল পার্থক্য করে দেন।

২২০. কুরআন কারীমেও বদরের আলোচনা আছে। কুরআনে বদরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। অন্য কোনও যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। এই জিহাদে অংশগ্রহণকারীগন শ্রেষ্ঠতম সাহাবী।

২২১. বদরে আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছিলেন। নবীজির চক্ষুকে শীতল করেছেন। মুসলমানদের শক্তিকে সংহত করেছেন।

মৃত্যু

২২২. বদরের পরপরই নবীকন্যা রুকাইয়া রা. ইন্তেকাল করেন। তিনি উসমান রা.-এর স্ত্রী ছিলেন। তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। নাম আবদুল্লাহ। শৈশবেই ইন্তেকাল করেছেন।

প্রথম ঈদ

২২৩. রমাদান শেষ হল। দ্বিতীয় হিজরীর পহেলা শাউয়াল মুসলমানগন প্রথম ঈদুল ফিতর উদযাপন করেন।

বিয়ে

২২৪. দ্বিতীয় হিজরীতে আলি ও ফাতিমার বিয়ে সম্পন্ন হয়। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

২২৫. আলি ও ফাতিমার ঘরে আসেন

ক. হাসান।

খ. হুসাইন।

গ. মুহসিন।

ঘ. উম্মে কুলসুম।

ঙ. যায়নাব।

রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

কায়নুকা'

২২৬. দ্বিতীয় হিজরীর শাউয়ালে, বনু কায়নুকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদিদের সাথে প্রথম যুদ্ধ। আল্লাহর রাসূল বনু কায়নুকাকে অবরোধ করেন। তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কার করা হয়।

সাবীক

২২৭. দ্বিতীয় হিজরীর যিলহজে গাযওয়া সাবীক সংঘটিত হয়। আবু সুফিয়ান মদীনায় আক্রমণ করে। একজন আনসারকে শহীদ করে। আল্লাহর রাসূল দু'শ সাহাবী নিয়ে ধাওয়া করেন। আবু সুফিয়ান পালিয়ে যায়। নাগাল পাওয়া যায়নি।

ঈদুল আযহা

২২৮. দ্বিতীয় হিজরি। যিলহজের দশ তারিখে মুসলমানগন প্রথম ঈদুল আযহা উদযাপন করেন। আল্লাহর রাসূল দুই মেশ কুরবানি করেন।

মৃত্যু

২২৯. দ্বিতীয় হিজরীতে উসমান বিন মাযউন ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর রাসূল জানাযা পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় তাকে। বাকীতে দাফন করা প্রথম মুহাজির। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

বনু সুলাইম

২৩০. তৃতীয় হিজরীর মুহাররমে, গাযওয়া বনী সুলাইম সংঘটিত হয়। কারকারাতুল কুদর নামক স্থানে। আল্লাহর রাসূল ২০০ সাহাবী নিয়ে বের হন। মদীনায় সংবাদ এসেছিল, বনু সুলাইম মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের নিয়ে, কারকারাতুল কুদরে পৌঁছে দেখেন বনু সুলাইমের কেউ নেই। সবাই পালিয়েছে।

যী আমর

২৩১. তৃতীয় হিজরির মুহাররমে গাযওয়া যী আমর সংঘটিত হয়। গাযওয়া গাতাফনও বলা হয়। আল্লাহর রাসূলের সাথে সাড়ে চারশ সাহাবী বের হয়েছিলেন। সংবাদ এসেছিল গাতাফান গোত্র মদীনার বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূলের অগমনসংবাদে সবাই পালিয়ে গেছে।

যায়দ বিন হারেসা

২৩২. তৃতীয় হিজরির জুমাদাল উখরায়, যায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে সারিয়্যা প্রেরণ করা হয়। কুরাইশের কাফেলা প্রতিরোধের জন্য। মুসলিমবাহিনী গনীমত সহ মদীনায় ফিরে আসে।

বিয়ে

২৩৩. তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়ালে, উসমান ও নবীকন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ-সংসারে কোনও সন্তান হয়নি।

নবীজির বিয়ে

২৩৪. তৃতীয় হিজরীর শা'বানে, আল্লাহর রাসূল বিয়ে করেন হাফসা বিনতে উমারকে। হাফসার আগের স্বামীর নাম ছিল খুনাইস বিন হুযাফাহ রা.। তিনি মারা গিয়েছিলেন।

যয়নাবের বিয়ে

২৩৫. তৃতীয় হিজরীর রমাদানে, আল্লাহর রাসূল বিয়ে করেন, যায়নাব বিনতে খুযাইমাকে। বিয়ের পর দুই কি তিনমাস জীবিত ছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহা।

ওহুদ

২৩৬. তৃতীয় হিজরীর শাউয়ালের মাঝামাঝিতে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওহুদকে আল্লাহর রাসূলের জীবনে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়।

২৩৭. এই যুদ্ধে নবীজির সামনের কয়েকটা দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। কপালে 'মিগফার' (বর্শার ফলা) ঢুকে গিয়েছিল। পরিস্থিতি অত্যন্ত

কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা নাযিল করে নবীজিকে রক্ষা করেছেন।

২৩৮. ওহুদ ছিল সাহাবায়ে কেরামের জন্য এক মহাপরীক্ষা। নবীজিকে রক্ষার ব্যাপারে তারা কতটা মরিয়া, তারই পরীক্ষা। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সফলতার সাথে পরীক্ষায় পাস করেছেন।

২৩৯. ওহুদের ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। নবীজির প্রিয় চাচাও দুধভাই হামযাও শহীদ হয়েছেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

২৪০. ওহুদে নবীজির প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। নিজেদের জানবাজি রেখে তারা নবীজিকে সুরক্ষা দিয়েছেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

২৪১. ওহুদ ছিল প্রকৃত পরীক্ষা। সত্যিকার মুমিনের দল কারা তা প্রকাশ পেয়েছে। তারাই সাহাবী। মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের চেহারাও ফাঁস হয়েছে। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

২৪২. আল্লাহর রাসূলের তরবারি নিয়ে লড়েছিলেন আবু দুজানাহ। তিনি তরবারির হক পুরোপুরি আদায় করেছেন। ফেরেশতাগন সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নেমে এসেছিলেন। হানযালাহ বিন আবি আমেরকে ফেরেশতাগন গোসল দিয়েছিলেন।

২৪৩. ওহুদ ছিল আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর প্রস্তুতি। আল্লাহ তা'আলা কঠিন পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামকে অটল রেখে, তাদের মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছেন।

২৪৪. ওহুদ অনেক শিক্ষা আর নসীহার সমাহার। ত্যাগের, কুরবানির, বিশ্বস্ততার, আনুগত্যের।

হামরাউল আসাদ

২৪৫. ওহুদের ঠিক একদিন পর, রোববার গাযওয়াটি সংঘটিত হয়। সংবাদ এল, আবু সুফিয়ান সসৈন্যে মদীনা অভিমুখে ধেয়ে আসছে। অবশিষ্ট মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করতে। রাসূলও এগিয়ে গেলেন।

২৪৬. আল্লাহর রাসূল বিলালকে ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেনঃ যারা ওহুদে অশংগ্রহণ করেছে, তারা যেন আল্লাহর রাসূলের সাথে অভিযানে বের হয়। আল্লাহর রাসূল ওহুদের মুজাহিদবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

২৪৭. পতাকা ছিল আলি বিন আবি তালেবের হাতে। নবীজি আহত অবস্থায় বের হলেন। সাহাবায়ে কেরামও আহত অবস্থাতেই বের হয়ে পড়লেন।

২৪৮. সাহাবায়ে কেরামের আহত অবস্থার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও তুলে ধরেছেন,

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা যখম হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, এরূপ সৎকর্মশীল ও মুত্তাকীদের জন্য আছে মহা প্রতিদান (আলে ইমরান ১৭২)।

২৪৯. আল্লাহর রাসূল অগ্রসর হয়ে, হামরাউল আসাদ নামক স্থানে তাঁবু গাড়লেন। তিনদিন অবস্থান করলেন। আবু সুফিয়ান খবর শুনে মক্কায় পালিয়ে গেল। এগিয়ে আসার হিম্মত করে উঠতে পারল না।

২৫০. তিনদির পর বুধবারে আল্লাহর রাসূল মদীনায় ফিরে এলেন। ওহুদের ময়দানে সাময়িক বিপর্যয়ে মুসলিমদের প্রতিপত্তি কিছুটা কমলেও, এই অভিযানে তার ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে।

সারিয়্যা আবী সালামাহ

২৫১. চতুর্থ হিজরীর মুহাররাম। আল্লাহর রাসূল একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। সেনাপতি আবু সালামাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ। সাথে পঞ্চাশজন সাহাবী। তুলাইহা বিন খুয়াইলিদের বিরুদ্ধে। সে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

মৃত্যু

২৫২. আবূ সালামা সফল অভিযান থেকে ফিরে এলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। যখম তখনো পুরোপুরি সারেনি। ক্ষতস্থান ফুলে উঠল। কয়েকদিন পর মারা গেলেন।

২৫৩. আল্লাহর রাসূল দু'আ করলেন,

اللّٰهمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَه فِيْ المَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ في عَقِبِه في الغابِرِين واغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يارَبَّ العَالَمِيْنَ

ইয়া আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করে দিন। হেদায়াতপ্রাপ্তদের দলে তার মর্যাদা বুলন্দ করে দিন। আপনি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যান। ইয়া রাব্বাল আলামীন, আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দিন (মুসলিম)।

সারিয়্যা আবদিল্লাহ বিন উনাইস

২৫৪. চতুর্থ হিজরীর মুহাররাম। আল্লাহর রাসূল আবদুল্লাহ বিন উনাইসকে পাঠালেন। খালিদ বিন সুফিয়ানকে হত্যার জন্য। সে মদীনা আক্রমণের জন্য বিরাট দল গঠন করেছিল।

২৫৫. আবদুল্লাহ বিন উনাইস হত্যা করতে সমর্থ হলেন খালিদ বিন সুফিয়ানকে। নেতার মৃত্যুতে বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

২৫৬. আবদুল্লাহ বিন উনাইস মদীনায় ফিরে এলেন। আল্লাহর রাসূল ভীষণ খুশী হয়ে বললেনঃ (أَفْلَحَ الوَجْهُ) সে সফল হয়েছে।
২৫৭. আল্লাহর রাসূল তাকে নিজের লাঠি হাদিয়া দিয়ে বললেন (آيَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ) কেয়ামতের দিন আমার ও তোমার মাঝে সম্পর্কের নিদর্শন। আবদুল্লাহ বিন উনাইস যখন ইন্তেকাল করেন, লাঠিটাকেও তার সাথে দাফন করে দেয়া হয়।

সারিয়্যা রাজী'

২৫৮. চতুর্থ হিজরীতে সারিয়্যা রাজী' সংঘটিত হয়। এই সারিয়্যাতে অংশ নিয়েছিলেন দশজন সাহাবী। সবাইকে বনু লিহইয়ান গাদ্দারী করে শহীদ করে দিয়েছিল। নবীজি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন।

বীরে মাউনার হত্যাযজ্ঞ

২৫৯. চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে এই নৃশংস হত্যাকান্ডটি ঘটে। রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়া গোত্রের গাদ্দারীতে সত্তরজন সাহাবী নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এই অভিযানকে সারিয়্যাতুল কুররাও বলা হয়ে থাকে। কারণ এই দলের সবাই ছিলেন 'কারী'। কুরআনবিশেষজ্ঞ।
২৬০. বীরে মাউনার মর্মন্তুদ ঘটনায় মুসলমানদেরকে শোকাভিভূত করে দিল। এমন নির্দয় ঘটনা এর আগে আর ঘটেনি। আল্লাহর রাসূল পুরো একমাস কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। গাদ্দারীতে অংশ নেয়া গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছেন। এবারই প্রথম কুনূতে নাযেলা পড়লেন নবীজি।

বনী নাযীর

২৬১. বনী নযীরের ইহুদিরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়ালে, আল্লাহর রাসূল নিজেই অভিযানে বের হয়েছেন। ইহুদিদের বিরুদ্ধে নবীজির দ্বিতীয় অভিযান।

২৬২. আল্লাহর রাসূল তাদেরকে অবরোধ করলেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। তারা দেশত্যাগের শর্তে সন্ধিচুক্তিতে সম্মত হল।

২৬৩. চুক্তিতে শর্তারোপ করা হল, তারা অস্ত্র ছাড়া বহনযোগ্য মালসামান নিয়ে দেশত্যাগ করবে।

২৬৪. সূরা পুরোটাই বনী নাযীরের অভিযান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এই ঘটনা। সূরা হাশর বুঝতে হলে, গাযওয়া বনী নযীরের পূর্ণ বিবরণী জানা আবশ্যক।

পরবর্তী বদর

২৬৫. চতুর্থ হিজরীর শা'বানে আল্লাহর রাসূল আবার বদরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এটাকে ছোটবদরও বলা হয়। কারণ এবার কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

২৬৬. এই অভিযানকে বদর আল-মাউইদও বলা হয়। ওহুদের পর আবু সুফিয়ান দম্ভভরে ঘোষণা দিয়েছিল, সামনের বছর বদরে আবার মুখোমুখি হবে।

২৬৭. আল্লাহর রাসূল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। সময়মত দেড়হাজার মুজাহিদ নিয়ে বদরে গিয়ে অবস্থান নিলেন। ওদিকে

আবু সুফিয়ানও দুই হাজার সেনা নিয়ে বের হল। সে ছিল ভীতু আর যুদ্ধে অনিচ্ছুক।

২৬৮. আল্লাহর রাসূল কুরাইশের অপেক্ষায় বসে রইলেন। আবু সুফিয়ান উসফান পর্যন্ত পৌঁছে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আল্লাহ তার অন্তরে তীব্র ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। ফিরতি পথ ধরল। সঙ্গে আসা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

নবীজির বিয়ে

২৬৯. চতুর্থ হিজরীর শাউয়ালে, আল্লাহর রাসূল বিয়ে করলেন উম্মে সালামাকে। তাঁর নাম হিনদ বিনতে আবী উমাইয়া। স্বামী আবী সালামার মৃত্যু পরবর্তী ইদ্দত পালনের পর বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল।

২৭০. উম্মে সালামা ছিলেন বুদ্ধিমতী। গভীর চিন্তার অধিকারিনী। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারার যোগ্যতার অধিকারীনি। ৬১হিজরীতে সব উম্মুল মুমিনীনের পরে ইন্তেকাল করেছিলেন।

বিয়ে

২৭১. চতুর্থ হিজরীতে আল্লাহর রাসূল বিয়ে করেন যয়নব বিনতে জাহশকে। তিনি ছিলেন রাসূলের পালকপুত্র যায়েদ বিন হারেসার স্ত্রী। যায়েদ তাকে তালাক দিলে, নবীজি বিয়ে করেন।

২৭২. এই বিয়ের উদ্দেশ্য ছিল, পালকপুত্র গ্রহণ করার জাহেলী প্রথা বিলুপ্ত করা।

২৭৩. যায়েদের সংসারে যয়নব প্রায় বছরখানেক ছিলেন। তালাকের পর ইদ্দতশেষে নবীজির সাথে বিয়ে হয়।

২৭৪. আল্লাহ স্বয়ং এই বিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে আছে,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

অতঃপর যায়দ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাল তখন আমি তার সাথে আপনার বিবাহ সম্পন্ন করলাম (আহযাব ৩৭)।

২৭৫. যয়নব বিনতে জাহশ গর্ব করে বলতেন, তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছে তোমাদের পরিবার, আমার বিয়ে দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা (বুখারী)।

২৭৬. আল্লাহর রাসূল ওলীমার ব্যবস্থা করলেন। আনাস রা. বলেছেন, যয়নবের বিয়েতে আল্লাহর রাসূল ওলীমার আয়োজন করেছেন। সবাই তৃপ্তির সাথে রুটি-গোশত খেয়েছে (বুখারী)।

হিজাব

২৭৭. যয়নবের বিয়ের ঘটনা সম্বলিত আয়াতে হিজাবের বিধান নাযিল হয়েছে। এখানে হিজাব বলতে, উম্মুল মুমিনীনগন পর্দার আড়াল ছাড়া বেগানা পুরুষের কথা বলতে পারবেন না।

২৭৮. যয়নব বিনতে জাহশ ছিলেন দ্বীনদারিতে, তাকওয়া পরহেযগারিতে, দানশীলতায়, সৎকাজে শ্রেষ্ঠতম নারীদের অন্যতম। আয়েশা রা. বলেছেন-আমি দ্বীনের ব্যাপারে, যয়নাবের চেয়ে উত্তম আর কোনও নারী দেখিনি (মুসলিম)।

২৭৯. আল্লাহর রাসূল তার স্ত্রীদের বলেছেন,

أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا

তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারী, সে আমার সাথে সবার আগে সাক্ষাত করবে (মুসলিম)

লম্বাহাত বলে দানশীলতা বোঝানো হয়েছে। যয়নব ছিলেন দানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারীনি।

২৮০. বিশ হিজরীতে যয়নব রা. ইন্তেকাল করেন। উমার রা.-এর খিলাফতকালে। উম্মুল মুমিনীনের মধ্যে তিনিই সবার আগে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

বনু মুস্তালিক

২৮১. পঞ্চম হিজরীর শাউয়ালে, গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক সংঘটিত হয়। এটা মুরাইসী'-ও বলা হয়। মুস্তালিক গোত্রের নেতা হারিস বিন আবী দিরার মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল।

২৮২. আল্লাহর রাসূল সংবাদ পেয়ে সাতশ মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন। যোদ্ধাদের হত্যা করেন। বিপুল বন্দী ও গনীমত নিয়ে মদীনায় ফেরেন।

বিয়ে

২৮৩. বন্দীদের মধ্যে জুয়াইরিয়া বিনতে হারিসও ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতার কন্যা। আল্লাহর রাসূল তার কাছে ইসলাম পেশ করলেন। জুয়াইরিয়া ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবীজি তাকে বিয়ে করলেন।

২৮৪. জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করার কারণে, সাহাবায়ে কেরাম এই যুদ্ধে তাদের ভাগে পড়া বন্দীদাসদাসীদের মুক্ত করে দিলেন। কারণ তারা এখন রাসূলের শ্বশুরদিককার আত্মীয় হয়ে গেছে।

আয়েশা রা. বলেছেন, নিজ কাওমের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে বরকতময় আর কাউকে দেখিনি (মুসনাদে আহমাদ)।

২৮৫. উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া রা. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতেন। পঞ্চান্ন হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বয়েস হয়েছিল ৬৫ বছর।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

২৮৬. গাযওয়া বনী মুস্তালিকে অনেক মুনাফিকও অংশ নিয়েছিল। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মাঝে ফিতনা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

২৮৭. এই গাযওয়ায় দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে।

ক. মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ফিতনাসৃষ্টি।

খ. উম্মুল মুমিনীন আয়েশাকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা। যা 'ইফকের ঘটনা' নামে পরিচিত।

২৮৮. ইবনে সালূল ও তার মুনাফিক সঙ্গীরা আম্মাজান আয়েশা রা.-এর চরিত্রে কালিমা লেপন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সে ছিল এক মহাফিতনা।

২৮৯. আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর থেকে আম্মাজান আয়েশার চারিত্রিক পবিত্রতার সনদ পাঠালেন। কেয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে, তার নিষ্কলুষ চরিত্রের কথা।

২৯০. ইমাম নববী রহ.-এর মতে, আম্মাজান আয়েশা মুনাফিকদের যাবতীয় অপবাদ থেকে মুক্ত। এটা কুরআন কারীম দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কেউ তার পবিত্রতায় সন্দেহ পোষণ করলে, উম্মাহর ইজমা মতে সে কাফের মুরতাদ।

২৯১. ইফকের ঘটনায় মুসলমানদের জন্য অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের উচিত শিক্ষা গ্রহণ করা।

খন্দক

২৯২. পঞ্চম হিজরীর শাউয়াল। গাযওয়া খন্দক সংঘটিত হয়। এটাকে গাযওয়া আহযাব বা বহুজাতিক যুদ্ধ বলা হয়। ইহুদিরা

আরবের বিভিন্ন গোত্রকে একত্র করে সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেছিল। মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে।

২৯৩. ইহুদীদের উদ্যোগ ও প্ররোচনায় দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী জড়ো হল। দলনেতা আবু সুফিয়ান বিন সাখর বিন হারব।

২৯৪. সালমান ফারসী পরামর্শ দিলেন খন্দক বা পরিখা খনন করতে। আল্লাহর রাসূল তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। খন্দক ছিল সালমানের প্রথম জিহাদ।

২৯৫. মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার। দশজন করে দল গঠন করে দিলেন। প্রতি দলে একজন আমীর নিয়োগ করলেন। প্রতিদল ৪০ গজ করে খুঁড়বে।

২৯৬. আল্লাহর রাসূল স্বয়ং কাজে অংশ নিয়েছেন। সাহাবীদের উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন।

২৯৭. পরিকল্পনামাফিক পরিখা খনন শেষ হল। সম্মিলিত কাফের জোট পরিখার সামনে পড়ে অবাক। এমনটা তারা আগে কখনো দেখেনি। মদীনায় প্রবেশের পথে খন্দক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

২৯৮. খন্দকের যুদ্ধে বেশকিছু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে,

ক. অল্পখাবারে বেশি বরকত।

খ. বিরাট পাথরের চাঁই তিনকোপে চূর্ণবিচূর্ণ।

গ. ফারস্য ও রোম বিজয়ের সুসংবাদ।

২৯৯. বনু কুরায়জা চুক্তি ভঙ্গ করে কুরায়শের সাথে যোগ দিল। মুসলমানদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল।

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا

স্মরণ কর যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল উপর দিক থেকেও এবং নিচের দিক থেকেও এবং যখন চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল এবং প্রাণ মুখের কাছে এসে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে (আহযাব ১০)।

৩০০. এহেন চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় আল্লাহর রাসূলের দু'আ করলেন। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য। আল্লাহ দু'আ কবুল করলেন। প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করলেন। সম্মিলিত বাহিনীর তাঁবু উড়ে গেল। হাড়িপাতিল লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ল। উটঘোড়া রশি ছিঁড়ে পালাল। দলে দলে ফেরেশতা নেমে এসে কাফেরদের মনে সুতীব্র ভীতি সঞ্চার করল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُودٞ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا وَجُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি সেই সময় কীরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন তা স্মরণ কর, যখন বহু সৈন্য তোমাদের প্রতি চড়াও হয়েছিল, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো হাওয়া পাঠাই এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওরিন। আর তোমরা যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন (আহযাব ৯)।

আরও বলেছেন,

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ يَنَالُواْ خَيۡرٗاۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزٗا

আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ সহকারে এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোনও সুফল অর্জন করতে পারল না।

মুমিনদের পক্ষ হতে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী (আহযাব ২৫)।

৩০১. কাফেররা বিফল মনোরথে ফিরে গেল। ক্ষুব্ধ হতাশাগ্রহস্ত হয়ে। মদীনায় শান্তি ও নিরাপত্তার সুবাতাস বইতে লাগল। ঘরে ঘরে খুশী ছড়িয়ে পড়ল।

বনু কুরায়যা

৩০২. আল্লাহর রাসূল পরিবারে ফিরলেন। জিবরীল এলেন ফের জেহাদের হুকুম নিয়ে। বনু কুরায়যার ইহুদিদের বিরুদ্ধে।

৩০৩. আল্লাহর রাসূল রণসাজে সজ্জিত হলেন। ঘর বের হয়ে সাহাবীগনকে বললেন,

أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

সবাই বনু কুরায়যায় গিয়ে আসর পড়বে (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩০৪. আল্লাহর রাসূল গিয়ে অবরোধ করলেন। ইহুদিরা দুর্গবন্দী হয়ে রইল। অবরোধ ক্রমান্বয়ে কঠোর করা হল। আল্লাহর ইহুদিদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা আত্মসমর্পণ করল।

৩০৫. আল্লাহর রাসূল ইহুদি পুরুষদের ধরে এনে বেঁধে ফেলতে বললেন। তাদের সংখ্যা ছিল চারশ। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব সা'দ বিন মু'আযকে দিলেন।

ফয়সালা

৩০৬. সা'দ বিন মু'আযকে গাধার পিঠে ছড়িয়ে মদীনা থেকে আনা হল। তিনি খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল বললেন,

جَعَلْتُ حُكْمَ بَنِيْ قُرَيْظَةَ بِيَدِكَ

আমি বনু কুরায়যার বিচারের ভার তোমার হাতে অর্পণ করলাম।

৩০৭. সা'দ বিন মু'আয বললেন, আমার রায় হল, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। নারী-শিশুদের দাস বানানো হবে। সম্পদ বণ্টন করে দেয়া হবে।

৩০৮. আল্লাহর রাসূল বললেন,

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

তুমি সাত আসমানের উপর থেকে আল্লার বিধানের মতোই বিধান দিয়েছ।

আল্লাহর রাসূল তারপর হুকুম বাস্তবায়নের হুকুম দিলেন।

সা'দের মৃত্যু

৩০৯. রায় বাস্তবায়নের পর সা'দের যখমের অবনতি ঘটল। তিনি মারা গেলেন।

৩১০. সা'দের মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসূল বললেন,

اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحمنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ

সা'দ বিন মু'আযের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩১১. সা'দ বিন মু'আযকে কাফন পরানোর পর, মুসলমানদের পাশাপাশি ফেরেশতারাও জানাযা বহন করে কবরে নিয়ে গেছে।

৩১২. আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

لَقَدْ هَبَطَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعاذٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَهْبِطُوْا قَبْلَ ذَلِكَ

সা'দের মৃত্যুর দিন ৭০ হাজার ফেরেশতা যমীনে নেমে এসেছিল। এর আগে এত ফেরেশতা কারো জন্য নামেনি (বাযযার)।

৩১৩. মুসলমানরা সা'দের মৃত্যুতে ভীষণ শোকাহত হল। আবু বকর ও উমার তার মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন।

৩১৪. আয়েশা রা. বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ও তার দুই সঙ্গী আবু বকর আর উমারের মৃত্যুর পর, মুসলমানরা আর কারও মৃত্যুতে সা'দের মৃত্যুর মতো এতটা শোকাহত হয়নি।

৩১৫. খন্দকের ঘটনা আল্লাহ তা'আলা শাশ্বত করে রেখেছেন। সূরা আহযাব নাযিল করেছেন এই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে। নবম আয়াত থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে।

উচিত শিক্ষা

৩১৬. যেসব কবীলা কুরাইশের সাথে মদীনা অবরোধে অংশ নিয়েছিল, আল্লাহর রাসূল একে একে তাদের বিরুদ্ধে সারিয়্যার পর সারিয়্যা প্রেরণ করে তাদেরকে উচিত শাস্তি দিয়েছেন।

বনু লিহইয়ান

৩১৭. ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়ালে, আল্লাহর রাসূল বনু লিহইয়ানের বিরুদ্ধে গাযওয়ায় বের হলেন। তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে তাদেরকে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

সারিয়্যা উক্কাশাহ

৩১৮. ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়ালে, উক্কাশাহ বিন মিহসানের নেতৃত্বে সারিয়্যা প্রেরিত হল। বনু আসাদের বিরুদ্ধে। মুজাহিদ দেখে বনু আসাদ পালিয়ে গেল। ধাওয়া খেয়ে তার পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

সারিয়্যাহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ

৩১৯. ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানিতে, আল্লাহর রাসূল বনু সা'লাবার বিরুদ্ধে সারিয়্যা প্রেরণ করলেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে। এই অভিযানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

সারিয়্যাতু উবায়দা

৩২০. রবিউস সানিতে আরেকটি সারিয়্যা বের হয়েছে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে। যিল কাসসার বিরুদ্ধে। সা'দ তাদের উপর হামলা করে পরাজিত করলেন। গনীমত নিয়ে মদীনায় ফিরলেন।

সারিয়্যা যায়েদ

৩২১. ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানিতে বনু সুলাইমের বিরুদ্ধে একটি সারিয়্যা প্রেরণ করা হয়েছে। যায়দ বিন হারেসার নেতৃত্বে। গনীমতসহ মুজাহিদগন সবাই সহি-সালামতে ফিরেছেন।

সারিয়্যা যায়দ

৩২২. ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলায়, যায়দ বিন হারেসার নেতৃত্বে আরেকটি সারিয়্যা প্রেরিত হয়েছে। কুরাইশ কাফেলার বিরুদ্ধে। যায়েদ কাফেলার সবাইকে মালামালসহ পাকড়াও করে মদীনায়

নিয়ে এলেন। বন্দীদের মধ্যে নবীজীতনয়া যয়নাবের স্বামী আবুল আসও ছিল। তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন।

৩২৩. যয়নব নিজের স্বামীকে 'ইজারা' (আশ্রয়) দিলেন। আল্লাহর রাসূল সমস্ত বন্দীকে মালামালসহ মুক্তি দিয়েছেন।

৩২৪. আবুল মক্কায় গিয়ে সবার মালামাল বুঝিয়ে দিয়ে, ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

গাযওয়া হোদায়বিয়া

৩২৫. হিজরী ষষ্ঠ বছর। যুল-কা'দাহ মাসে, আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের জানালেন, তিনি ওমরা করতে চান। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। সবার মাথা মুণ্ডানো অবস্থা। এই স্বপ্নের কথা কুরআন কারীমেও আছে,

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

বস্তুত আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, এমন অবস্থায় যে, তোমরা (কিছু সংখ্যক) মাথা কামানো থাকবে এবং (কিছু সংখ্যক) থাকবে চুল ছাঁটা। তোমাদের কোনও ভয় থাকবে না,আল্লাহ এমন সব বিষয় জানেন, যা তোমরা জান না। সুতরাং সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগে স্থির করে দিলেন এক আসন্ন বিজয় (ফাতহ ২৭)।

৩২৬. সাহাবায়ে কেরাম স্বপ্ন ও ওমরার কথা শুনে ভীষণ খুশি হলেন। নবীজির সাথে ওমরার সফরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিতে

শুরু করলেন। আল্লাহর রাসূল চাইলেন, মরুচারী মুসলিম বেদুইনরাও তার সাথে চলুক।

৩২৭. বেদুইনরা গড়িমসি করতে লাগল। না যাওয়ার ছুতোয় ঠুনকো সব অজুহাত দেখাল। কুরআন তাদের টালবাহানা ফাঁস করে দিয়েছে,

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا

যেসব দেহাতী (হুদায়বিয়ার সফরে) পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা শীঘ্রই আপনাকে বলবে, আমাদের অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। তাই আমাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। (তাদেরকে) বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে চান বা তোমাদের কোনও উপকার করতে চান, তবে কে তোমাদের বিষয়ে আল্লাহর সামনে কিছু করার ক্ষমতা রাখে? বরং তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত (১১)।

বস্তুত তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ কখনও আসতে পারবে না। আর এ কথাই তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল এবং তোমরা নানা রকম কু-ধারণ করেছিলে। বস্তুত তোমরা ছিলে এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায় (১২)।

৩২৮. রাসূলুল্লাহ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। সাথে চৌদ্দশত সাহাবী। আম্মাজান উম্মে সালামাহ হিনদ বিনতে আবী উমাইয়া নবীজির সাথী হলেন।

৩২৯. আল্লাহর রাসূল সাথে ভারী কোনও অস্ত্র নিলেন না। শুধুই কোষবদ্ধ তরবারী। মুসাফিরের সঙ্গী। 'হাদী' (কুরবানির জন্তু) হিসেবে নিলেন সত্তরটি উটনী।

৩৩০. কাফেলা 'যুল হুলায়ফা' পৌঁছল। মদীনাবাসীর মীকাত। এখানে এহরাম পরে ওমরার তালবীয়াহ পাঠ করলেন,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لاشَرِيْكَ لَكَ.

আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির। আপনার কোনও শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আপনারই জন্য। নিরংকুশ রাজত্বও আপনার জন্য। আপনার কোনও শরীক নেই।

৩৩১. কুরাইশ আল্লাহর রাসূলের আগমনের সংবাদ পেল। তারা শপথ করে বলল, আল্লাহর কসম, আমরা বেঁচে থাকতে, তাদেরকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে, খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে সেনাদল গঠন করা হল।

৩৩২. আল্লাহর রাসূল উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন। অদূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে যুদ্ধংদেহী খালিদের বাহিনী। আসরের ওয়াক্ত আসন্ন।

৩৩৩. এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। সলাত আদায় করতে হবে। সতর্কও থাকতে হবে। দু'টো একসাথে কীভাবে সম্ভব? রাব্বে কারীম নাযিল করলেন, সলাতুল খাওফের বিধান। নবীজির ইমামতিতে বিশেষ নিয়মে সলাতুল খাওফ আদায় করা হল।

৩৩৪. রাসূলুল্লাহ কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেন। ঘোষণা দিলেন,

مَنْ يَخْرُجُ بِنَا عَلى طَرِيْقٍ غَيْرِ طَرِيْقِهِمْ

কে আমাদের কুরাইশ বাহিনীর গতিপথ এড়িয়ে ভিন্নপথে সামনে নিয়ে যেতে পারবে?

৩৩৫. এক সাহাবী এগিয়ে এলেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে ভিন্ন এক দুর্গম পথ ধরে মুসলিম কাফেলাকে, মুশরিক বাহিনীর ঠিক পেছনের দিকে, মক্কার কাছাকাছি নিয়ে এলেন।

৩৩৬. মুসলমানরা সানিয়্যাতুল মিরারে পৌঁছলেন। নবীজির উটনী এখানে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। আর নড়ে না। সাহাবায়ে কেরাম অনেক চেষ্টা করেও নড়াতে পারলেন না। আল্লাহর রাসূল এসে উটনীকে কড়াভাবে 'হটহট' করতেই উটনী লাফ দিল। হোদাইবিয়ার শেষপ্রান্তে গিয়ে কাফেলা সফর মুলতুবি করল। স্থির হয়ে বসতেই মক্কা থেকে বুদাইল বিন ওয়ারকা এল। সাথে আরও কয়েকজন।

৩৩৭. বুদাইল সরাসরি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলল,

- কুরাইশ আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়েছে। আপনাকে কিছুতেই বায়তুল্লাহর যেয়ারত করতে দেবে না।

আল্লাহর রাসূল বললেন,

إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ،

আমরা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি ওমরা করতে (বুখারী)।

৩৩৮: কুরাইশ বারকয়েক দূত পাঠাল। তারা নিশ্চিত হতে চাইছিল, মুসলমানরা সত্যি সত্যি ওমরার জন্য এসেছে নাকি যুদ্ধের জন্য?

৩৩৯. কুরাইশের পক্ষ থেকে একে একে এল,
ক. মিকরায বিন হাফস।
খ. হিলস বিন আলকামাহ।
গ. উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী।
৩৪০. দূতেরা ফিরে গিয়ে সংবাদ দিল, মুসলমানরা যুদ্ধ নয়, ওমরা করতেই এসেছে। তারা এহরাম পরে আছে। সাথে 'হাদী' হাঁকিয়ে এনেছে।
৩৪১. কুরাইশকে আশ্বস্ত করার জন্য, আল্লাহর রাসূল জামাতা উসমান বিন আফফানকে পাঠালেন। মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ানের কাছে। যুদ্ধ নয়, শুধুই ওমরা করতে এসেছি, এটা নিশ্চিত করতে।
৩৪২. রাসূলের প্রতিনিধিকে আবু সুফিয়ান সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত জানাবে বলল। উসমান অপেক্ষা করতে লাগলেন। কোনও সিদ্ধান্ত ছাড়াই কয়েকদিন কেটে গেল। মুসলিম শিবিরে খবর রটে গেল, উসমান শহীদ হয়েছেন।

বাই'আতে রিদওয়ান

৩৪৩. মুসলমানরা উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। একটি গাছের নিচে বসে, আল্লাহর রাসূল সবাইকে বাই'আতের জন্য ডাকলেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির হাতে বাই'আত নিলেন। এর বাই'আতে রিদওয়ান।
৩৪৪. রিদওয়ান অর্থ সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের 'বাই'আতে' সন্তুষ্ট হয়েছিলেন,
۞ لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশী হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ দান করলেন আসন্ন বিজয় (ফাতহ ১৮)।

৩৪৫. বাই'আতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছিলেন ১৪০০ মুহাজির ও আনসার। আল্লাহর রাসূলের সর্বোত্তম সাহাবীগন।

৩৪৬. কিছু সাহাবী আল্লাহর রাসূলের হাতে মৃত্যুর বাই'আত নিয়েছিলেন। উসমান হত্যার বদলা না নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত ফিরবেন না, এমনি ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বাই'আত।

৩৪৭. বাই'আতে রিদওয়ানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট, আল্লাহ তা'আলা এতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কুরআন কারীমের আয়াত নাযিল করে। কেয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনাকে অমলিন করে রাখলেন।

৩৪৮. এই মর্যাদাপূর্ণ বাই'আতে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলতে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

لا يدخل النار أحد ممن بَايع تحت الشجرة

গাছের নিচে বাই'আতে অংশ নেয়া কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (মুসনাদে আহমাদ)।

৩৪৯. আল্লাহর রাসূল আরও বলেছেন,

لا يَدْخُلُ النّارَ، إنْ شاءَ اللَّهُ، مِن أصْحابِ الشَّجَرَةِ أحَدٌ، الَّذِينَ بايَعُوا تَحْتَها

আল্লাহ চাহেন তো, গাছের ছায়ায় বাই'আত গ্রহণকারীদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না (মুসলিম)।

৩৫০. হাতেব বিন আবি বালতা'আর এক দাস এসে আল্লাহর রাসূলকে বলল, হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহর রাসূল বললেন,

كَذَبْتَ لا يَدْخُلُها، فإنَّه شَهِدَ بَدْرًا والْحُدَيْبِيَةَ.

মিথ্যা বলেছ। কারণ সে বদর ও হোদায়বিয়ায় অংশ নিয়েছে (মুসলিম)।

৩৫১. জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল হোদায়বিয়ার দিন বলেছেন

أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ

তোমরা ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম মানুষ (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৩৫২. অতঃপর আল্লাহর রাসূল উসমানের পক্ষ থেকে নিজেই বায়'আত নিলেন। বামহাতের উপর ডানহাত রেখে বললেন (هذِهِ لِعُثْمَانَ) এই হাত উসমানের পক্ষ থেকে (বুখারী)।

৩৫৩. উসমান সশরীরে উপস্থিত না থেকেও এই মহামর্যাদাসম্পন্ন বাই'আতে ফযীলত হাসিল করেছেন।

আনাস বিন মালিক বলেছেন, উসমানের পক্ষে আল্লাহর রাসূলের হাত, বাকী সবার হাতের চেয়ে উত্তম ছিল (তিরমিযী)।

৩৫৪. কুরাশই বাই'আতের কথা জানতে পেরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সন্ধিতে আগ্রহী হয়ে উঠল। সুহাইল বিন আমরকে পাঠাল। আল্লাহর রাসূলের সাথে আলোচনার জন্য।

সন্ধির ধারা

৩৫৫. সুহাইল এসে আলোচনা শুরু করল। কিছু বিষয়ে দুইপক্ষ একমত হল,

ক. এ-বছর মুসলমানরা ফিরে যাবে। মক্কায় প্রবেশ করবে না। সামনের বছর এসে তিনদিন থাকতে পারবে।
খ. আরব গোত্রগুলো নিজেদের পছন্দমত, মুসলিম ও কুরাইশ কোনও এক পক্ষের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।
গ. কুরাইশের কেউ মুসলিম হয়ে মদীনায় এলে, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। মদীনা থেকে কেউ ইসলামত্যাগ করে মক্কায় এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।
এই ধারাটি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।
ঘ. আগামী দশ বছরের জন্য দুইপক্ষের যুদ্ধবিরতি থাকবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না।

তাহাল্লুল

৩৫৬. চুক্তিপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর, আল্লাহর রাসূল সবাইকে এহরাম খুলে হালাল হয়ে হাদী কুরবানি করতে বললেন। মাথা মুণ্ডাতে বললেন।
৩৫৭. সাহাবীদের কেউ তৎক্ষণাত এই হুকুম তামিল করলেন না। তারা ধারণা করেছিলেন এই হুকুম 'নসখ' বা রহিত হবে, ওমরার বিধান আসবে। তারা ওমরার সুযোগ পাবেন।
৩৫৮. কেউ হুকুম তামিল করছে না দেখে, চিন্তিত মনে তাঁবুতে গেলেন। আম্মাজান উম্মে সালামাকে ব্যাপারটা খুলে বললেন।
৩৫৯. আম্মাজান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বাইরে যান। নাপিত ডেকে নিজেই আগে 'হলক' করুন। আল্লাহর রাসূল বের হয়ে তার নিজস্ব 'হালিক' (নাপিত) খিরাশ বিন উমাইয়াকে ডাকলেন। সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন, বিধান পরিবর্তন হবে না। নিজেরা হলক করতে শুরু করলেন।

৩৬০. আল্লাহর নহর (যবেহ) করলেন। সাহাবায়ে কেরাও নহর করলেন।
এটাই ছিল বিখ্যাত 'হোদাইবিয়ার ওমরা'। তাওয়াফ-সাঈ না করেও ওমরার ফযীলত অর্জন হয়েছিল সবার।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

৩৬১. আল্লাহর রাসূল মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে সূরা ফাতহ নাযিল হল।
৩৬২. রাসূলুল্লাহ অত্যন্ত খুশী হলেন। বললেন,

لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هي أَحَبُّ إِلَيَّ منَ الدنْيَا جَمِيْعًا

আমার প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যা দুনিয়ার সবকিছু থেকে প্রিয় (মুসলিম)।
৩৬৩. নাযিল হল,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

(হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করেন, আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন (ফাতহ ১-২)।
ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেছেন, সবাই (ইজমা' মতে) একমত, এই আয়াতে বর্ণিত 'ফাতহ' মানে হোদায়বিয়ার সন্ধি।

ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বিজয়

৩৬৪. হোদায়বিয়ার সন্ধিকে শ্রেষ্ঠতম বিজয় বলার কারণ কী?

নবুওয়াতপ্রাপ্তি থেকে ষষ্ঠ হিজরীর হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ১৯ বছরে, আল্লাহর রাসূলের সেনাসংখ্যা পৌঁছেছিল ১৪-শয়ে।

৩৬৫. হোদায়বিয়া থেকে অষ্টম হিজরীর মক্কাবিজয় পর্যন্ত মাত্র দুই বছরে, মুসলিম সেনাসংখ্যা উন্নীত হয়েছে দশহাজারে।

৩৬৬. ১৯ মাসের ফল ১৪-শ। হোদায়বিয়ার পর দুই বছরের ফল দশহাজার। পরিবর্তন কীভাবে এল?

২৬৭. কুরাইশ আগে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে প্রতিনিয়ত বিষোদগার করত। নেতিবাচক প্রপাগাণ্ডা চালাত। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে সেটা বন্ধ হয়েছে। মুসলিম দাঈরা দিকে দিকে নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। কুরাইশদের বাধা ছাড়া।

৩৬৮. হোদায়বিয়ার আগে কুরাইশের ব্যাপক ইসলামবিরোধী প্রচারণা জনমনে সন্দেহ ভীতি জাগিয়ে তুলত। ইসলামগ্রহণে ভয় পেত মানুষ। নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে আসত না।

৩৬৯. সন্ধির পর দাঈগন মনখুলে দাওয়াত দিতে পেরেছেন। ইসলামের সঠিক মর্মবাণী তুলে ধরতে পেরেছেন। সবাই কুরআনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে।

৩৭০. হোদায়বিয়ার সন্ধি কুরাইশকে পরবর্তী সময়ে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল। ইসলামকে করে তুলেছিল সক্রিয়। কুরাইশের দিক থেকে নিরাপত্ত নিশ্চিত হওয়াতে, আল্লাহর রাসূল নিশ্চিন্তে অন্যদিকে নজর দেয়ার ফুরসত পেয়েছিলেন।

৩৭১. খন্দকের যুদ্ধে প্রধান ইন্ধনদাতা ছিল খায়বরে বাস করা ইহুদীরা। আল্লাহর রাসূল খায়বরের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি না হলে, খায়বর অভিযান

নিরুপদ্রব হত না। কুরাইশ পুরনো মিত্রতার জের ধরে অবশ্যই খায়বরের ইহুদিদের সাহায্যে এগিয়ে যেত। এখন সন্ধির কারণে সেটা সম্ভব হল না।

রাজাদের দরবারে

৩৭২. হোদায়বিয়ার সন্ধির পর, আরবের পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার পর, আল্লাহর রাসূল বাইরের দিকে নজর দিলেন। আরব উপদ্বীপের বাইরেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

৩৭৩. আরব অনারব রাজাদের কাছে চিঠি পাঠাতে শুরু করলেন। ইসলামের দাওয়াত দিয়ে।

৩৭৪. আনাস বিন মালিক বলেছেন, আল্লাহর রাসূল কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীর কাছে চিঠি লিখেছেন। এছাড়াও ছোটবড় শাসককে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন (মুসলিম)।

৩৭৫. আমর বিন উমাইয়া দমরীকে পাঠিয়েছেন নাজ্জাশীর কাছে। মহান এই শাসক আল্লাহর নবীকে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

৩৭৬. দেহইয়া বিন খালীফা কালবীকে পাঠালেন রোমের কায়সারের কাছে। সম্রাট ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরেও, রাজত্ব হারানোর ভয়ে হকের ডাকে সাড়া দিল না।

৩৭৭. আবদুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে পাঠালেন পারস্যসম্রাট কিসরার কাছে। নির্বোধ সম্রাট ইসলামের দাওয়াতে ক্রুদ্ধ হল। আল্লাহর নবীর চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। ইসলাম গ্রহণ করল না।

৩৭৮. হাতেব বিন আবী বালতা'আকে পাঠালেন মিসরের কিবতী রাজা মুকাওকিসের কাছে। সেও ইসলাম গ্রহণ করল না।
৩৭৯. সালীত বিন আমর আমেরীকে পাঠালেন ইয়ামানের শাসক হাওযা বিন আলির কাছে। ইসলাম গ্রহণ করল না।
৩৮০. এই পাঁচটি চিঠি আরব উপদ্বীপের বাইরে শাসকদের কাছে পাঠিয়েছেন আল্লাহর রাসূল। আরও কিছু চিঠি পাঠিয়েছেন অষ্টম হিজরীতে।
৩৮১. সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসেই উক্ত পাঁচচিঠি পাঠিয়েছেন। সবাই ইসলাম গ্রহণ না করলেও, রাজাদের উপর চিঠিগুলোর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

যী-ক্বারদ

৩৮২. খায়বরের তিনদিন আগে গাযওয়া যী-ক্বরদ সংঘটিত হয়। এটাকে গাযওয়া গাবাহও বলা হয়। এই গাযওয়ার নায়ক ছিলেন সালামাহ বিন আকওয়া'।
৩৮৩. আবদুর রহমান বিন উয়াইনা বিন হিসন। এই দুষ্টলোকটি মদীনার উপকণ্ঠে আক্রমণ করে, আল্লাহর রাসূলের ২০-টি উট লুট করে পালিয়ে গিয়েছিল। একজন মুসলমানকেও শহীদ করে দিয়েছিল।
৩৮৪. সালামহ বিন আকওয়া' ঘোড়া-উট ছাড়াই তার পিছু ধাওয়া করলেন। তিনি একনাগাড়ে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে লুটেরাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। আল্লাহর রাসূলের কিছু উট উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন।
৩৮৫. আল্লাহর রাসূলের কাছে সংবাদ পৌঁছল। তিনি উচ্চনিনাদে ঘোষণা দিলেন (الفَزَع الفَزَع) সাবধান! হুঁশিয়ার! একদল

অশ্বারোহী জড়ো হল। আল্লাহর রাসূল তাদের নিয়ে রওয়ানা হলেন।

৩৮৬. আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিল ৫০০ ঘোড়সওয়ার। সালামার প্রায় একক বীরত্বে আল্লাহর রাসূলের উটগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

৩৮৭. রাসূলুল্লাহর সাথে আবু কাতাদাও এসেছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন। ধাওয়া করে লুটেরাদের নেতা উয়াইনা বিন হিসনের পুত্র আবদুর রহমানকে আটক করে হত্যা করলেন।

৩৮৮. আল্লাহর রাসূল ঘোষণা দিলেন,

خَيْرُ فِرْسانِنا اليَوْمَ أَبُوْ قَتادَة، وخَيْرُ رَجَّالِنا سَلَمة

আমাদের আজকের সেরা অশ্বারোহী আবূ কাতাদাহ। সেরা পদাতিক সালামাহ (মুসলিম)।

৩৮৯. গাযওয়া যী-কারদে আল্লাহর রাসূল সলাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন।

৩৯০. অভিযান শেষ হলে, আল্লাহর রাসূল যী-করদে বসে সাহাবায়ে কেরামের সাথে হাসিখুশীর কথা বলেছেন। বেলাল একটি উট যবেহ করেছেন। কলিজা ও কুঁজ ভুনা করেছেন।

৩৯১. আল্লাহর রাসূল মদীনায় ফিরে এলেন। বিজয়ী হয়ে। খোয়া যাওয়া উট উদ্ধার করে।

গাযওয়া খায়বার

৩৯২. সপ্তম হিজরীর মহররমে গাযওয়া খায়বর সংঘটিত হয়েছে। খায়বরে ইহুদিরা বাস করত। খায়বর ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আখড়া।

৩৯৩. খায়বরের ইহুদিরাই খন্দকে বিভিন্ন গোত্রকে জড়ো করেছিল। খায়বর হয়ে পড়েছিল ফিতনার মূলকেন্দ্র।

৩৯৪. খায়বর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে দিয়েছেন আগেই,

وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا

আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা হস্তগত করবে (ফাতহ ২০)।

এই আয়াতে খায়বরের গনীমতের দিকে ইশারা ছিল।

৩৯৫. আল্লাহর রাসূল আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, খায়বার অভিযানে শুধু হোদায়বিয়ায় অংশ নেয়া সাহাবীগণ যোগ দিতে পারবে। ১৪-শ সাহাবী।

৩৯৬. আল্লাহর রাসূল খায়বর পৌঁছলেন। ইহুদীরা ভয়ে দুর্গ বন্ধ করে দিল। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ ও তার সেনারা এসে পড়েছে।

৩৯৭. আল্লাহর রাসূল তাদের ইঁদুরকাতর ভয় দেখে চিৎকার করে বললেন,

اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِيْنَ

আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোনও কওমের দোরগোড়ায় হাজির হই, তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হয় কতইনা মন্দ!

৩৯৮. শুরু হল খায়বার অবরোধ। দিনদিন অবরোধ কঠোর হতে থাকল। সাহাবীদের বীরত্ব প্রকাশ পেতে লাগল। ইহুদীদের মনোবল ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসছিল।

৩৯৯. যোবায়ের বিন আউয়াম, আলী বিন আবী তালিব, আবু দুজানাহ, সালামাহ বিন আকওয়া'সহ অন্যান্য সাহাবীত্বের সাক্ষর রাখলেন।

৪০০. আলি হত্যা করলেন ইহুদী বীর মারহাবকে। যোবায়ের হত্যা করলেন মারহাবের ভাই ইয়াসিরকে। অর্ধেকেরও বেশি খায়বর বিজিত হল।

৪০১. ইহুদীরা যখন বুঝতে পারল, এভাবে চলতে থাকলে, তাদের ধ্বংস নিশ্চিত। তারা হাল ছেড়ে দিল। খায়বরের অবশিষ্টাংশ নিয়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব পাঠাল। আল্লাহর রাসূল সাড়া দিলেন।

৪০২. দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হল। নিম্নোক্ত শর্তে,

ক. দুর্গে অবস্থানকারী ইহুদীদের হত্যা করা হবে না।

খ. তাদের সন্তান-সন্ততিকে ছেড়ে দেয়া হবে।

গ. ইহুদীরা খায়বর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

ঘ. অস্ত্র ছাড়া বহনযোগ্য সামানা নিয়ে যেতে পারবে।

৪০৩. ইহুদীরা বের হওয়ার সময় নবীজিকে প্রস্তাব দিল, তাদেরকে কৃষিকাজের মজদুর হিসেবে রেখে দিলে তারা চাষাবাদ করবে। ফসল অর্ধাঅধি ভাগ হবে। আল্লাহর রাসূল সম্মত হলেন।

৪০৪. আল্লাহর রাসূলের হাতে পর্যাপ্ত মজুর ছিল না। খায়বরের বিস্তৃর্ণ ফসলি জমি আর খেজুর বাগান দেখাশোনা করার জন্য ইহুদিরাই উপযুক্ত ছিল। নবীজির সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তই ছিল।

৪০৫. খায়বর বিজয়ে মুসলমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেছেন, আমরা আগে ভরপেট খেতে পেতাম না। খায়বার বিজয়ের পর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট কেটে গেছে (বুখারী)।

৪০৬. খায়বরে বিশাল খেজুর বাগান। আম্মাজান আয়েশা বলেছেন: যখন খায়বর জয় হল, আমরা বলাবলি করলাম, এবার আমরা তৃপ্তিভরে খেজুর খেতে পারব (বুখারী)।

হাবশাফেরত

৪০৭. খায়বরে থাকতেই হাবশা থেকে মুহাজিরদল এলেন। জা'ফর বিন আবী তালিবের নেতৃত্বে। আল্লাহর রাসূল ভীষণ খুশী হলেন তাদের আগমনে।

৪০৮. আল্লাহর খুশীতে বললেন,

مَا أَدْرِيْ بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ

বুঝতে পারছি না, আমি জা'ফরের আগমনে নাকি খায়বরের বিজয়ে বেশি খুশী (হাকেম)।

আশ'আরীদের আগমন

৪০৯. আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের সাথে আরেকটি দলও মদীনায় এসেছিল। আশ'আরী গোত্রের ৩৫ জন মুসলিম। এই দলে আবূ মূসা আশ'আরীও ছিলেন।

৪১০. আশ'আরীদের আগমনের একদিন আগে আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের বলেছিলেন,

يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا أَقْوَامٌ هُمْ أَرَقُّ قُلُوْبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ

আগামীকাল একদল লোক আসবে, ইসলামের প্রতি তারা তোমাদের চেয়েও কোমল (মুসনাদে আহমাদ)।

দাওসের আগমন

৪১১. নবীজি খায়বরে থাকতে আরেকটি গোত্র মদীনায় এসেছে। কবীলা দাওস। তাদের নেতা ছিলেন তুফাইল বিন আমর দাওসী ও আবূ হুরায়রা রা.।

সাফিয়্যার বিয়ে

৪১২. বনু নাযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাব। তাকে বনু কুরায়যার সাথে হত্যা করা হয়েছিল। তার মেয়ে সাফিয়্যা। খায়বরে ছিলেন। ইহুদীদের আত্মসমর্পণ ও সন্ধির আগেই তিনি বন্দী হলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে ইসলাম পেশ করলেন। তিনি কবূল করলেন।

৪১৩. ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করলেন। তার মুক্তিই ছিল বিয়ের মোহরানা। একদিন আগের ইহুদিকন্যা ইসলাম গ্রহণের পর হয়ে গেলেন উম্মুল মুমিনীন। মুমিনগনের মা।

বিষাক্ত ছাগল

৪১৪. খায়বরের বিজয় যখন সম্পন্ন হল, এক ইহুদিকন্যা, যায়নাব বিনতে হারিস একটা ভুনা বিষাক্ত ছাগল নিয়ে এল।

৪১৫. আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের নিয়ে খেতে বসলেন। নবীজি গোশত মুখে দিয়েই ফেলে দিলেন। সাহাবীদের সতর্ক করে বললেন,

اِرْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ إِنَّها مَسْمُوْمَةٌ

তোমরা হাত তুলে ফেল, এই ছাগল বিষাক্ত।

ততক্ষণে বিশর বিন বারা বিন মা'রূর গোশত গিলে ফেলেছিল। তিনি মারা বিষক্রিয়ায় মারা গেলেন।

৪১৬. আল্লাহর রাসূল যয়নাবকে ডেকে বললেন,

مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ

আল্লাহ তোমাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দান করবেন, এমনটা হওয়ার নয় (মুসলিম)।

যয়নাবকে হত্যা করা হল, বিশরহত্যার কিসাস হিসেবে।

৪১৭. ইহুদীরা খায়বরে থেকে গেল। চাষাবাদ করতে লাগল। অর্ধেক ফসলে। উমার রা.-এর খিলাফাহ পর্যন্ত।

৪১৮. উমার রা.-এর খিলাফতকালে, খায়বরের ইহুদীরা একজন মুসলমানকে হত্যা করল। হত্যাকারীকে হস্তান্তর করতে বলা হল, তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। উমার তাদেরকে খায়বর থেকে বহিষ্কার করলেন। ইহুদীরা শামে চলে গেল।

৪১৯. আল্লাহর রাসূল মদীনায় ফিরে এলেন বিজয়ী হয়ে। ফেরার পথে দূর থেকে ওহুদ পাহাড় দেখা গেলে নবীজি বললেন,

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি (মুত্তাফাক)।

যাতুর-রিক্কা

৪২০. খায়বরের পর গাযওয়া যা-তুর রিক্কা সংঘটিত হয়। রিক্কা মানে পট্টি বা ন্যাকড়া। সাহাবায়ে কেরামের জুতো ছিল না। হাঁটার কষ্ট থেকে বাঁচতে পায়ে পট্টি বেঁধেছিলেন।

৪২১. গাতাফান গোত্র মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল ৪০০ মুজাহিদ নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন।
৪২২. আল্লাহর রাসূলের সংবাদ পেয়ে গাতাফান পালিয়ে গেল। মুজাহিদবাহিনী তাদের জমায়েতস্থলে গিয়ে কাউকে পেলেন না।
৪২৩. এই গাযওয়াতেও আল্লাহর রাসূল সলাতুল খাওফ আদায় করলেন। অভিযান শেষে মদীনায় ফিরে এলেন।

উমরাতুল কাযা
৪২৪. সপ্তম হিজরীর যুল-কা'দা মাসে উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন নবীজি। হোদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক। সন্ধির একবছর পুরো হয়ে গেছে।
৪২৫. উমরাতুল কাযা বলার কারণ, আল্লাহর রাসূল হোদায়বিয়ায়, সামনের বছর ওমরা আদায়ের ব্যাপারে, কুরায়শের সাথে (قَاضَى) চুক্তি করেছিলেন।
৪২৬. এই সফরে নবীজির সাথে ছিলেন, মৃত্যুবরণ করা সাহাবীগণ ছাড়া, হোদায়বিয়ার বাই'আতে অংশ নেয়া সাহাবীগণ।
৪২৭. নবীজি সাথে ৬০টি উটনি নিলেন। কুরায়শের গাদ্দারীর আশংকায় অস্ত্রশস্ত্রও নিলেন।
৪২৮. যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে এহরাম বাঁধলেন। তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কার পথ ধরলেন। সাহাবায়ে কেরামও নবীজির সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।
৪২৯. বনু শায়বার ফটক দিয়ে হারামে প্রবেশ করলেন নবীজি। সাত বছরের বিচ্ছেদের পর প্রিয় জন্মভূমিতে পা দিলেন। নবীজি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ওমরা করেছেন।

৪৩০. সাত চক্কর তাওয়াফ করলেন। হাতের লাঠি দিয়ে দূর থেকে ইশারায় রুকনে ইসতিলাম করলেন। অর্থাৎ প্রতীকি চুমু দিলেন। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত সলাত আদায় করলেন।
৪৩১. তারপর আল্লাহর রাসূল বাহনে চড়ে সাঈ করলেন। তারপর হাদী নহর (যবেহ) করলেন।
৪৩২. তারপর মা'মার বিন আবদিল্লাহ আদাবী নবীজির মাথা হলক করলেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির অনুসরণ করলেন।
৪৩৩. সন্ধির শর্ত মোতাবেক মক্কায় তিনদিন অবস্থান করলেন। কা'বাঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। সেখানে দেবদেবী ও ছবি থাকার কারণে। ইবনে হাজার বলেছেন, সম্ভবত সন্ধির ধারায় কা'বার ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার দেয়া ছিল না, প্রবেশ করতে চাইলে কুরাইশ বাধা দিত, তাই নবীজি প্রবেশ করেননি।
৪৩৪. তিনদিন পর মক্কা থেকে বেরিয়ে সারিফ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করলেন।

মায়মূনার বিয়ে

৪৩৫. সারিফে নবীজি মায়মুনা বিনতে হারিসকে বিয়ে করেন। তিনি নবীজির সর্বশেষ স্ত্রী। ৫১ হিজরীতে এই সারিফেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

যয়নবের মৃত্যু

৪৩৬. অষ্টম হিজরীর শুরুতে নবীজিকন্যা যয়নব ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন নবীজির সবচেয়ে বড় সন্তান। বাকীতে দাফন করা হয় তাকে।

খালিদ-আমর ও উসমান

৪৩৭. অষ্টম হিজরীর সফর মাসে, মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন, খালিদ বিন ওয়ালীদ, আমর বিন আস ও উসমান বিন তলহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

৪৩৮. তাদের ইসলামগ্রহণে নবীজি খুশী হয়ে বললেন,

رَمَتْكُمْ مَكَّةُ بِأَفْلاذِ كَبِدِهَا

মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে তোমাদের দিকে ছুঁড়ে মারছে।

গাযওয়া মুতা

৪৩৯. অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলায়, গাযওয়া মুতা সংঘটিত হয়। প্রতিপক্ষ ছিল গাসসানী খ্রিস্টান। নবীজি সশরীরে উপস্থিত না থাকা সত্বেও গাযওয়া বলার কারণ, এই যুদ্ধের পুরো দৃশ্য মদীনায় বসেই নবীজি কাশফের মাধ্যমে দেখেছিলেন।

৪৪০. হারিস বিন উমাইরকে নবীজি পাঠিয়েছিলেন গাসসানী রাজা শারাহবীল বিন আমরের দরবারে। এই শয়তান রাজা মুসলিম দূতকে হত্যা করে বসল।

৪৪১. দূতহত্যা অমার্জনীয় অপরাধ। ঘোরতর শত্রুও প্রতিপক্ষের দূতকে হত্যা করে না।

৪৪২. আল্লাহর রাসূল প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দিলেন। তিনহাজার মুজাহিদ তৈরি হল। জিহাদের বিধান নাযিল হওয়ার পর এতবড় সেনাবাহিনী এই প্রথম।

৪৪৩. যায়েদ বিন হারেসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। বলে দিলেন যায়েদ শহীদ হলে জা'ফর বিন আবি তালিব, সে শহীদ

হলে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব দেবে। নবীজি শাদা পতাকা যায়দের হাতে তুলে দিলেন।

৪৪৪. খালিদ বিন ওয়ালীদ এই যুদ্ধে প্রথম ইসলামের পক্ষে অংশগ্রহণ করলেন।

৪৪৫. মুজাহিদ বাহিনী মা'আন নামক স্থানে পৌঁছলেন। সংবাদ এল শত্রুসংখ্যা দুই লাখ। রোমক বাহিনীও গাসসানী খ্রিস্টানদের সাথে যোগ দিয়েছে।

৪৪৬. এতবড় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে, মুজাহিদদলের ধারণায় ছিল না। তবুও তারা ভীত না হয়ে এগিয়ে গেলেন।

৪৪৭. যায়েদ ময়দান সাজালেন। মাইমানাহ (ডানভাগ)-এর দায়িত্ব দিলেন কুতবাহ বিন কাতাদাকে। মাইসারাহ (বামবাহু)-এর দায়িত্ব দিলেন আবায়াহ বিন মালিক আনসারীকে।

৪৪৮. মুতার প্রান্তরে দুইপক্ষ মুখোমুখি হল। একদিকে তিনহাজার, অন্যদিকে দুই লাখ।

৪৪৯. রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হল। সাহাবায়ে কেরাম অবিশ্বাস্য বীরত্ব আর ত্যাগের চরম পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। এমন অভূতর্পূ বেপরোয়া লড়াই দেখে প্রতিপক্ষ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল।

৪৫০. যায়েদ বিন হারেসা বীরত্বের সাথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

৪৫১. পতাকা তুলে নিলেন জা'ফর বিন আবি তালিব। অবিস্মরণীয় বীরত্বের সাথে লড়ে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

৪৫২. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা তুলে নিলেন। নিজের ঘোড়া নিয়ে শত্রুব্যুহে ঢুকে পড়লেন। লড়াই করতে করতে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন।

৪৫৩. মদীনায় বসে নবীজি মুতার দৃশ্য দেখছিলেন। একে একে তিনজন সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর নবীজি বললেন,

مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا

তারা আমাদের কাছে ফিরে আসা মোটেও পছন্দ করবে না(বুখারী)।

৪৫৪. তিনজন শহীদ হওয়ার পর কথাটা বলেছিলেন নবীজি। তারা যে জান্নাতী নাঈম (সুখ) ভোগ করছিলেন, সেদিকে ইশারা করে।

৪৫৫. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা শহীদ হওয়ার পর, পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। আল্লাহর রাসূল এরপর সেনাপতি কে হবে, তা নির্ধারণ করে দেননি। সাবিত বিন আক্বরাম পতাকা তুলে নিলেন।

৪৫৬. মুসলমানরা পরামর্শ করল, কাকে দায়িত্ব দেয়া যায়। সেখানে খালিদ বিন ওয়ালীদও ছিলেন। সাবিত পতাকা তুলে দিলেন খালিদের হাতে।

৪৫৭. খালিদ পতাকা তুলে নিলেন। মদীনায় নবীজি বললেন,

أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ

আল্লাহর অন্যতম এক তরবারি পতাকা তুলে নিয়েছে (বুখারি)।

৪৫৮. খালিদ নতুন করে মুজাহিদ বাহিনী সাজালেন। নববিন্যাসে মুসলিমরা নবউদ্যমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

৪৫৯. খালিদ বুদ্ধিমত্তার সাথে, বড়সড় কোনও ক্ষতি ছাড়াই, মুসলিমবাহিনীকে মদীনায় ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন।

যয়ীফ হাদীস

৪৬০. ইবনে ইসহাক দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। মুতা থেকে বাহিনী মদীনায় ফিরে এলে নবীজি বলেছিলেন,

لَيْسُوْا بِالْفُرَّارِ ولكِنَّهُمْ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ

তোমরা পশ্চাদপসারণকারী নও, আল্লাহ চাহেন তো তোমরা হামলাকারী।

ইবনে কাসীর বলেছেন এটা মুরসাল হাদীস। গরীব।

৪৬১. আল্লাহর রাসূল নিয়মিত খোঁজখবর করতেন, মুতার শহীদ চাচাত ভাই জা'ফরের পরিবারের। নিজের পরিবারকে বলেছেন,

اِصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো। কারণ বিপদ তাদেরকে অভিভূত করে রেখেছে (ইবনে মাজাহ ১৬১০)।

যাতে সালাসিল

৪৬২. অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উখরায়, আল্লাহর রাসূল আমর বিন আসকে ডেকে বললেন,

إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَكَ على جَيْشٍ، فَيُسَلِّمَكَ اللهُ ويُغْنِمُكَ

আমি তোমাকে একটি সেনাদল নিয়ে অভিযানে পাঠাতে চাই। আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখবেন। গনীমত দান করবেন।

৪৬৩. আমর বিন আস উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমি জিহাদে অংশ নেয়া ও আপনার সাথে থাকার আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছি।

৪৬৪. আল্লাহর রাসূল বললেন,

يَا عَمْرُو نِعْمَ المَالُ الصالِحُ للرَّجُلِ الصالِحِ

উত্তম লোকের সাথে উত্তম সম্পদ কতইনা উত্তম।
আল্লাহর রাসূল তাকে তিনশ সেনা দিয়ে সারিয়্যা যাতে সালাসিলে পাঠালেন।
৪৬৫. কুযা'আ গোত্র মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমর বিন আস নিজের সেনাদল নিয়ে তাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কুযা'আহ কবীলা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল।
৪৬৬. আমর বিন আস জিহাদে জয়ী হয়ে মদীনায় ফিরলেন। মুসলমানদের কেউ আহত বা শহীদ হননি। নবীজি অত্যন্ত খুশী হলেন।

সারিয়্যা আবী কাতাদা
৪৬৭. অষ্টম হিজরীর শা'বানে, আল্লাহর রাসূল আবু কাতাদা হারিস বিন রিবঈকে এক সারিয়্যায় পাঠালেন। গন্তব্য গাতাফান গোত্র। তারা মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।
৪৬৮. আবু কাতাদা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাতাফানের অনেকে নিহত হল। অনেকে বন্দী হল। কিছু পালিয়ে বাঁচল।

মক্কাবিজয়
৪৬৯. অষ্টম হিজরীর দশই রমাদান মহান মক্কা বিজিত হয়। সে এক অবিস্মরণীয় বিজয়। এই মহাবিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর তার দ্বীনকে ও তার রাসূলকে সম্মানিত করেছেন।
৪৭০. হোদায়বিয়ার দিন খুযাআ' গোত্র নবীজির সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। গাদ্দারী করে বনু বকর ও কুরায়শ মিলে, বিশজন খুযাঈ লোক মেরে ফেলল।

৪৭১. আমর বিন সালিম খুযাঈ ছুটতে ছুটতে মদীনায় এল। নবীজি তখন মসজিদে। বনু বকর ও কুরায়শের গাদ্দারীর সংবাদ বিস্তারিত জানাল।

৪৭২. রসূলুললাহ ব্যথিতচিত্তে খবরটা শুনে বললেন: (نُصِرْتَ يَا عَمْرَو بْنَ سَالِمٍ) আমর, তুমি সাহায্য পেয়ে গেছ। তারপর খুযা'আ গোত্র থেকে একদল প্রতিনিধি এসে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করল।

৪৭৩. কুরাইশ নিজেদের এই গাদ্দারীর ঘটনায় ভীত হয়ে পড়ল। আবু সুফিয়ান মদীনায় ছুটে এল। চুক্তি নবায়ন করতে। রসূলুল্লাহ বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। আবু সুফিয়ান বিফল মনোরথে মক্কায় ফিরে গেল।

৪৭৪. রসূলুল্লাহ মহাবিজয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, তিনি যেন কুরাইশকে অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখেন,

اللهُمَّ خُذِ العُيُونَ والأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ

ইয়া আল্লাহ! আমাদের অভিযানের সংবাদ কুরাইশ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখুন।

৪৭৫. রসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম কবীলাগুলোর কাছেও সংবাদ পাঠালেন। তাদেকে প্রস্তুতি নিতে বললেন।

৪৭৬. দশহাজার লোক জমায়েত হলেন। এটাই ছিল সর্বোচ্চ জমায়েত। দশই রমাদানে বের হলেন মদীনা থেকে। অষ্টম হিজরী।

৪৭৭. মক্কার পথে নবীজি দেখা পেলেন চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিস ও ফুফাত ভাই উমাইয়া বিন মুগীরাহ। দু'জনে মুসলিম হয়ে মদীনায় হিজরত করে আসছিলেন।

৪৭৮. সবাই রোজা রেখেই সফর করছিলেন। প্রচণ্ড গরমের দাবদাহে পিপাসায় সবার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ পিপাসার তীব্রতায় মাথায় পানি ঢেলেছিলেন।

৪৭৯. কাদীদের কাছে পৌঁছলেন। কাদীদ হল উসফান ও কুদাইদের মাঝামাঝিতে অবস্থিত একটি জলাশয়। রসূলুল্লাহ বললেন,

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ والفِطْرُ أَقْوى لَكُمْ

তোমরা শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছ। রোজা ভেঙে ফেলাই তোমাদের জন্য শক্তিদায়ক হবে (মুসলিম)।

৪৮০. আল্লাহর রাসূল এটা পেয়ালা আনিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিনের বেলা রোজা ভাঙলেন। তাঁর দেখাদেখি সবাই রোজা ভাঙল। এটা ছিল রুখসত। মুসাফিরের জন্য শরীয়তের ছাড়। রহমত।

আব্বাসের হিজরত

৪৮১. জুহফায় পৌঁছলেন রসূলুল্লাহ। নবীজির চাচাজান আব্বাস সা এসে সাক্ষাত করলেন। তিনি পরিবার-পরিজনসহ মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। নবীজি অত্যন্ত খুশী হলেন।

৪৮২. মুসলমানদের মক্কাভিমুখে আগমনের সংবাদ না আব্বাস রা.। তিনিই ছিলের মক্কা থেকে মদীনায় সর্বশেষ হিজরতকারী। মক্কাবিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল।

৪৮৩. আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

لاهِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ

বিজয়ের পর আরও কোনও হিজরত নেই (মুত্তাফাক)।
হাদীসে হিজরত বলে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতে কথা বলা হয়েছে।

দুর্বল হাদীস

৪৮৪. রাসূলুল্লাহ বলেছেন- চাচাজি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হিজরতের ক্ষেত্রে আপনি হলেন সর্বশেষ হিজরতকারী, নবুওয়াতের ক্ষেত্রে আমি হলাম সর্বশেষ নবী (মুসনাদে আহমাদ)।
আব্বাস রা.-এর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ।
৪৮৫. মুসলিম বাহিনী ঈশার ওয়াক্তে 'যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছল। আল্লাহর রাসূল সবাইকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে আদেশ দিলেন।
৪৮৬. রসূলুল্লাহর দু'আমত, আল্লাহ তা'আলা মক্কা অভিযানের ব্যাপারে কুরাইশকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখলেন। তারা বুঝতে পারছিল না, তাদের গাদ্দারীর জওয়াবে রসূলুল্লাহ কী পদক্ষেপ নিবেন।
৪৮৭. আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হিযাম, বুদাইল বিন ওয়ারকা সংবাদ সংগ্রহে বের হল। তিনজনই মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
৪৮৮. তিনজন যাহরানে এসে দেখল হাজার হাজার অগ্নিকুণ্ড। রসুলুল্লাহর নির্দেশে দশহাজার মুজাহিদ যতবেশি পেরেছে, মশাল

জ্বালিয়েছে। তিনজন এত আগুন দেখে ভীষণ ভড়কে গেল। মশালই যদি এত হয়, না জানি সৈন্যসংখ্যা কত!

৪৮৯. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব একজন লোক খুঁজছিলেন। কুরায়শের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য। তারা যাতে যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।

৪৯০. আব্বাস দেখা পেলেন দুইসঙ্গীসহ আবু সুফিয়ানের। তিনি আবু সুফিয়ানকে আশ্বস্ত করলেন। কুরায়শ আত্মসমর্পণ করলেই ভাল হবে।

আত্মসমর্পণ

৪৯১. আবু সুফিয়ান দেখল, দশহাজার সেনার সাথে তারা পেরে উঠবে না। আত্মসমর্পনে সম্মত হয়ে গেল।

৪৯২. আবু সুফিয়ানকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহর কাছে গেলেন আব্বাস। রসূলুল্লাহ ইসলামের দাওয়াত দিলেন আবু সুফিয়ানকে। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন।

৪৯৩. রাসূলুল্লাহ আবু সুফিয়ানকে মক্কায় গিয়ে ঘোষণা দিতে বললেন,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، ومَنْ دَخَلَ المسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، ومَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَبَهُ فَهُوَ آمِنٌ

যে আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদুল হারামে থাকবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, সে নিরাপদ (আবূ দাউদ)।

৪৯৪. আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে এসে সবাইকে জড়ো করলেন। আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা জানিয়ে দিলেন। এতবড় বাহিনীর সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়, সেটাও জানালেন।

৪৯৫. মুসলিমবাহিনী মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করল। রাসূলুল্লাহ বলে দিলেন (لا تُقْتِلُوْا إِلا مَنْ قَاتَلَكُمْ) তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হলে, তোমরাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না। এছাড়া নারী ও শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

মক্কায় প্রবেশ

৪৯৬. রসূলুল্লাহ মক্কায় প্রবেশ করলেন। রমাদানের ১৯ তারিখে। জুমাবারে। সে এক অবিস্মরণীয় দিন।

৪৯৭. রাসূলুল্লাহ তার উটনী 'কাসওয়া' চড়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। এই মহান বিজয়ে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আর বিনয়ে মাথা নুয়ে উটের পিঠের সাথে লেগে যাচ্ছিল প্রায়।

৪৯৮. উটের পেছনে বসিয়েছিলেন উসামা বিন যায়দকে। উচ্চস্বরে সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করছিলেন। মক্কাবাসী নিজ নিজ ঘর থেকে অবাক বিস্ময়ে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছিল।

৪৯৯. খাইফ এলাকায় নবীজির জন্য তাঁবু খাটানো হল। চাচাত বোন উম্মে হানি বিনতে আবী তালিব এলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন (مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ)। স্বাগতম উম্মে হানি!

৫০০. উম্মেহানি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অমুক অমুককে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ বললেন (قد أَجَرْنا مَن أَجَرْتِ،) তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি (মুত্তাফাক)।

৫০১. তারপর রাসূলুল্লাহ মসজিদুল হারামে এলেন। তাঁর আগেপিছে, ডানেবামে মুহাজির-আনসারগন। আনন্দে তাকবীর দিচ্ছেন। তাহলীল পাঠ করে চলেছেন।

৫০২. রাসূলুল্লাহ হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে, হাতের লাঠি দিয়ে, পাথরে ছুঁইয়ে ইসতিলাম করলেন। মানে প্রতীকি চুমু খেলেন। বাহনে চড়ে সাত চক্কর তাওয়াফ করলেন। তখনো কা'বায় ৩৬০-টি মূর্তি বিদ্যমান ছিল।

৫০৩. যখনই কোনও মূর্তি কাছ দিয়ে যেতেন, হাতের লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেন। বলতেন,

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

এবং বলুন, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই (ইসরা ৮১)।

আর বলতেন,

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ

বলে দিন, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা না পারে কিছু শুরু করতে, না পুনরাবৃত্তি করতে (সাবা ৪৯)।

রাসূলুল্লাহ লাঠি দিয়ে মূর্তির মুখে খোঁচা দিতেই সেটি উল্টোদিকে পড়ে যেত। গনেশউল্টে পড়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম সেটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতেন। একে একে তিনশ ষাটটি মূর্তি গুঁড়িয়ে দেয়া হল।

৫০৪. রাসূলুল্লাহ কা'বার চাবিদার উসমান বিন তলহাকে তলব করলেন।

৫০৫. নবীজির আদেশে কা'বা খোলা হল। উমারকে নির্দেশ দিলেন, ভেতরে দেয়ালের ছবিগুলো অপসারণ করতে। সব অপসারণ করা হল।

৫০৬. রাসূলুল্লাহ কা'বায় প্রবেশ করলেন। সাথে বিলাল ও উসামাকে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে ভেতরে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন।

৫০৭. কা'বাঘরের অভ্যন্তরে তখন ছয়টি স্তম্ভ ছিল। এগুলির উপর কা'বার ছাদ ভর দিয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহর বামে একটি স্তম্ভ, বামে দু'টি, পেছনে তিনটি স্তম্ভ ছিল। ভেতরে দুইরাকাত সলাত আদায় করেছেন।

৫০৮. কা'বা থেকে বেরিয়ে এলেন। মক্কাবাসী সেখানে জমায়েত হয়েছে। সবার উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ খুতবা দিলেন। খুতবায় আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ما تَرَوْنَ أَنِّيْ فاعِلٌ بِكُمْ؟

হে কুরাইশ, তোমাদের সাথে আমি আজ কেমন আচরণ করতে পারি বলে মনে কর?

তারা সমস্বরে বলে উঠল: মহত্তম আচরণের প্রত্যাশা করি। আপনি আমাদের মহৎ ভাই। মহান ভাইয়ের ছেলে।

৫০৯. রাসূলুল্লাহ স. বললেন,

أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قال يُوْسُفُ لِإِخْوَتِهِ: لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ، اِذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

ইউসুফ আপন ভাইদের যা বলেছিলেন, আমি তোমাদের তাই বলব, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা পরিপূর্ণ স্বাধীন। মুক্ত।

৫১০. তারপর রাসূলুল্লাহ মসজিদে বসলেন। তার হাতে তখনো কা'বার চাবি। আলি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের (বনু হাশিমকে) হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বের পাশাপাশি চাবির দায়িত্বও দিয়ে দিন।

৫১১. রাসূলুল্লাহ বললেন, উসমান বিন তলহা কোথায়? তলহাকে ডেকে আনা হল। নবীজি বললেন,

خُذُوْهَا يَا بَنِيْ طَلْحَةَ تَالِدَةً خَالِدَةً لا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلا ظالِمٌ

হে তলহাপরিবার, এই নাও চাবি। এটা চিরদিনের জন্য তোমাদের। জালিম ছাড়া কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেউ এই চাবি ছিনিয়ে নেবে না।

০১২. প্রাথমিক ব্যস্ততা কমে এলে, মক্কাবাসী এল রাসূলুল্লাহর কাছে। বাই'আত হওয়ার জন্য। আবু বকর নিজের পিতা আবু কুহাফাকে নিয়ে এলেন। নাতজামাইয়ের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন নবীজির দাদাশ্বশুর।

৫১৩. তারপর কুরাইশের নারীরা বাই'আত হতে এল। রাসূলুল্লাহ কিছু ফতওয়া প্রকাশ করলেন। মদ, মৃতজন্তু, শুকর, মূর্তিবিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

৫১৪. আরববাসীর উপর মক্কাবিজয়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও গভীর। অনেক গোত্র নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নজর রাখছিল, কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে কারা শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। রাসূলুল্লাহ জয়ী হলেন। এবার দলে দলে আরব গোত্র আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল।

হুনায়ন

৫১৫. মক্কাবিজয়ের পর নবীজি মক্কায় ১৯-দিন অবস্থান করেছেন। অষ্টম হিজরীর ছয়ই শাউয়াল, হুনায়নের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তায়েফের কাছাকাছি একটি উপত্যকা।

৫১৬. সংবাদ এল, তায়েফের হাওয়াযিন গোত্র, মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিরাট বাহিনীও জড়ো করেছে। তারা মক্কায় আসার আগেই নবীজি তাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৫১৭. হাওয়াযিন ১০ হাজার সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছিল। নারী-শিশু, ধন-সম্পদ, উট-মেষ, যা ছিল সবকিছু নিয়ে মরিয়া লড়াই করতে বেরিয়ে এসেছিল। তাদের নেতা মালিক বিন আওফ।

৫১৮. রাসূলুল্লাহ ১২ হাজার মুজাহিদ নিয়ে গেলেন। মদীনা থেকে এসেছিল দশহাজার। মক্কা থেকে দুই হাজার যোগ দিয়েছে।

৫১৯. রাসূলুল্লাহ বের হওয়ার সময়, আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার ওয়ালী নিয়োগ দিয়ে গেলেন। আত্তাব ছিলেন ইসলামী মক্কার প্রথম গভর্নর।

৫২০. হুনায়ন যাওয়ার পথে, এক বিশাল বৃক্ষ পথে পড়ল। গাছটির নাম (ذَاتُ أَنْوَاطٍ) যাতু আনওয়াত। আরবরা বরকতের জন্য গাছটি স্পর্শ করত। বরকত হাসিলের জন্য গাছটি ধরত। সেটার পূজা করত।

৫২১. মক্কার নবমুসলিমরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাদের যেমন যাত আনওয়াত আছে, আমাদের জন্য একটা যাত আনওয়াতের ব্যবস্থা করে দিন।

৫২২. রাসূলুল্লাহ রাগ করে বললেন,

اللهُ أَكْبَرُ قُلْتُمْ والذيْ نَفْسِيْ بِيَدِه كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسى لِمُوْسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

আল্লাহু আকবার, যার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম, তোমরা মুসার কওমের মতোই বলছ, আমাদের জন্য একটি উপাস্য বানিয়ে দিন, তাদের যেমন উপাস্য আছে (আহমাদ)।

৫২৩. রাসূলুল্লাহ হুনায়নে পৌঁছলেন ভোররাতের দিকে। সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করে সাজালেন। পতাকা-নিশান বেঁধে দিলেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতিস্বরূপ পুরো বাহিনীকে সারিবদ্ধ করলেন।

৫২৪. অশ্বারোহী বাহিনী দায়িত্ব দিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদকে। তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। ময়দানে ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ থাকার শর্তে।

৫২৫. কিছু নবমুসলিম নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তারা বলল, আল্লাহর কসম, ছোট্ট দলের বিরুদ্ধে আমরা আজ পরাজিত হব না। তাদের ভরসা ছিল সংখ্যার উপর।

৫২৬. মুসলমানরা উঁচু থেকে হুনায়নের নিচু ভূমিতে নেমে আসছিল। খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামতে বেগ পেতে হচ্ছিল। মুসলমানরা জানত না, নিচে উপত্যকায় হাওয়াযিনরা ওঁৎ পেতে আছে।

৫২৭. মুসলমানরা উপত্যকায় নেমে আসতে না আসতেই হাওয়াযিন যোদ্ধারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথম আক্রমণ করল খালিদের উপর। তিনি ঘোড়া থেকে পরে গেলেন।

৫২৮. বনু সুলাইমের অশ্বারোহীরা পিছু পালাতে শুরু করল। তাদের দেখাদেখি মক্কার নবমুসলিমরা। আক্রমণের তীব্রতায়, অন্য মুসলমানেরাও পিছু হটতে লাগল।

৫২৯. বারা বিন আযিব বলেছেন, মুসলমানরা এক সুদক্ষ তীরন্দাজ কওমের মুখোমুখি হল। হাওয়াযিনের একটা তীরও বৃথা যাচ্ছিল না। লক্ষভ্রষ্ট হচ্ছিল না। তারা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে চলছিল।

৫৩০. রাসূলুল্লাহ ডানদিকে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার সাথে অল্পকিছু মুহাজির-আনসার ও আহলে বাইত অটল পাহাড় হয়ে ময়দানে মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। আবু বকর, উমার ও আলি ছিলেন এই দলে।

৫৩১. এহেন পরিস্থিতি দেখে রাসূলুল্লাহ জোরে হাঁক দিয়ে বললেন,

إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ هَلُمُّوْا إِلَيَّ، أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدٌ

আল্লাহর বান্দারা, এই যে আমার দিকে এসো। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি মুহাম্মাদ (আহমাদ)।

৫৩২. পলায়নপরদের কেউ রাসূলুল্লাহর দিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। তখন রাসূলুল্লাহ নিজের খচ্চরে চড়ে মুশরিকদের দিকে ছুটে গেলেন। তিনি বলছিলেন,

أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ

আমি আমি সত্যনবী। এটা মিথ্যানবী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান (মুত্তাফাক)।

৫৩৩. আব্বাস ধরেছিলেন নবীজির খচ্চরের লাগাম। চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারেস ধরেছিলেন পা-দানি। দু'জনে শত্রুর দিকে ধেয়ে চলা খচ্চরের গতিবেগ রুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন।
৫৩৪. রাসূলুল্লাহ খচ্চর থেকে নামলেন। স্বীয় রবের কাছে সাহায্য চাইলেন। দু'আ করলেন,

اللهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ، اللهُمَّ إِنْ تَشَأْ لا تُعْبَدُ بَعْدَ اليَوْمِ

ইয়া আল্লাহ, আপনার সাহায্য নাযিল করুন। ইয়া আল্লাহ, আপনি চাইলে আজকের পর আপনার ইবাদত করা হবে না (মুসলিম)।
৫৩৫. আল্লাহর রাসূল যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। সাথে অটল থাকা সাহাবীগনও নবীজির সাথে কিতাল শুরু করলেন। এমন দুর্যোগের ঘনঘটায়, রাসূলুল্লাহ অসীম সাহসিকতা আর অটল অবস্থা দেখে হিম্মত ফিরে পেলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তারা নবীজির কাছে আশ্রয় নিতেন।
৫৩৬. আলি রা. বলেছেন, যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করত, দুইপক্ষ মুখোমুখি হত, আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে আশ্রয় নিতাম।
৫৩৭. আব্বাস ছিলেন উঁচু আর দরাজ গলার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন,

يَا عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ

আব্বাস, আসহাবে সামুরাকে ডাকুন।
সামুরা বাবলা গাছ। হোদায়বিয়ায় যে গাছের নিচে সাহাবীগন রাসূলের হাতে বাইআত হয়েছিলেন। নবীজি বাই'আতে রিদওয়ানে অংশ নেয়া সাহাবীদের আসহাবে সামুরা বলে ডাকতে বলেছিলেন।

৫৩৮. আব্বাস উচ্চনিনাদে ঘোষণা দিলেন, যারা গাছের নিচে, বাই'আতে রিদওয়ানে আল্লাহর রাসূলের হাতে বাই'আত নিয়েছ, তারা ফিরে এস। পলায়নপর মুসলমানরা এই হাঁক শুনে সম্বিত ফিরে পেল। একে একে ফিরতে শুরু করল।

৫৩৯. তারা লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে বলতে ফিরতে শুরু করল। কেউ কেউ উল্টোদিকে ধাবমান উটকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে, বাহনের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে, ময়দানে যোগ দিয়েছেন।

৫৪০. আব্বাস বলেছেন, আল্লাহর কসম, গাভী যেমন বাছুরের ডাক শুনে বাৎসল্যতাড়িত হয়ে ছানার দিকে ছুটে যায়, তারাও ছুটে আসতে লাগল। বাইআতুর রিদওয়ানের প্রতি বিশ্বস্ততাবশত।

৫৪১. ফের লড়াই শুরু হল। তুমুল লড়াই। সাহাবায়ে কেরাম পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে লড়তে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে গেলেন। বললেন (الآنَ حَمِيَ الوَطِيْسُ) এইবার যুদ্ধের আগুন ভাল করে লেগেছে (মুসলিম)।

৫৪২. মাটি থেকে একমুঠো নুড়িবালু তুলে কাফেরদের মুখে ছুঁড়ে মারলেন। বললেন (شَاهَتِ الْوُجُوْهُ) চেহারাগুলো ঝলসে যাক। প্রতিটি কাফিরসৈন্যের চোখেমুখে গিয়ে পড়ল নুড়িবালুর কণা (মুসলিম)।

৫৪৩. তারপর রাসূলুল্লাহ বললেন

اِنْهَزَمُوْا وَرَبِّ الكَعْبَةِ، اِنْهَزَمُوْا وَرَبِّ الكَعْبَةِ

রাব্বে কা'বার কসম তারা পরাজিত হয়েছে। রাব্বে কা'বার কসম, তারা পরাজিত হয়েছে (মুসলিম)।

৫৪৪. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা নাযিল করে, মুসলিমদের সাহায্য করলেন।

৫৪৫. আল্লাহ এই প্রসঙ্গে বললেন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ

বস্তুত আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষ করে) হুনায়নের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করেছিল। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনও কাজে আসেনি এবং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফ্‌র অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল (তাওবা ২৫-২৬)।

৫৪৫. ফিরিশতাগন হুনায়নে সরাসরি যুদ্ধ করেননি। তারা ময়দানে নেমে এসেছিলেন কাফেরদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য। তাদের কলবে ভীতিসঞ্চার করার জন্য।

৫৪৬. বদর যুদ্ধ ছাড়া ফেরেশতাগন আর কোনও যুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেননি।

৫৪৭. ফেরেশতা নাযিল হওয়ার পর, কাফেররা দলে দলে পালাতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ খালিদ বিন ওয়ালীদের খোঁজ নিলেন। খালিদ তখন ভীষণ আহত হয়ে তার বাহনে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। নড়বার শক্তিও ছিল না।

৫৪৮. রাসূলুল্লাহ খালিদের কাছে গিয়ে, যখমে ফুঁক দিতে শুরু করলেন। প্রতিটি জখমে মুবারক হাত বুলিয়ে দিলেন। নবীজির বরকতী হাতের অপরিসীম মমতাময় ছোঁয়ায়, খালিদের যখমগুলো পুরোপুরি সেরে গেল। এটা ছিল নবীজির মু'জিযা।

৫৪৯. মুসলমানদের তীব্র আক্রমণে কাফেররা ময়দান ছেড়ে পালাল। নারী-শিশু-গবাদিপশু রেখে গেল। অনেক বন্দী হল।

৫৫০. মুসলমানরা বিপুল গনীমত লাভ করল। তার মধ্যে ছিল ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল, চার হাজার উকিয়া রৌপ্য। নারী-শিশুরা তো ছিলই। রাসূলুল্লাহ 'জি'রানাহ' এলাকায় সমস্ত গনীমত জমা করতে বললেন। পাহারাদারির ব্যবস্থা করলেন।

৫৫১. তখনি গনীমত বন্টন করলেন না। পলায়নপর কাফেরদের পিছু ধাওয়া করার আদেশ দিলেন। কাফেররা তায়েফের দিকে ছুটছিল। ওখানকার দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল তারা।

গাযওয়া তায়েফ

৫৫২. তায়েফ অভিযান ছিল হুনায়নেরই সম্প্রসারিত অংশ। হুনায়নের ময়দান থেকে পালিয়ে হাওয়াযিনদের বেশিরভাগ আশ্রয় নিয়েছিল তায়েফে।

৫৫৩. রাসূলুল্লাহ তায়েফ অবরোধ করলেন। দীর্ঘদিন অবরোধ করার পরও তায়েফবাসী আত্মসমর্পণ করল না। অবরোধ কঠিন থেকে কঠিনতর করা হল। কাজ হল না। দুর্গগুলো ছিল সুরক্ষিত।

দুর্গের অভ্যন্তরে জীবনধারনের সবধরনের উপায়-উপকরণ মজুত ছিল।

৫৫৪. রাসূলুল্লাহ স্বপ্নে দেখলেন, তাকে তায়েফ বিজয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ স্বপ্নের কথা সবাইকে জানালেন।

৫৫৫. রাসূলুল্লাহ তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। মুসলমানরা আবেদন করল, রাসূলুল্লাহ যেন তায়েফবাসীর উপর বদদোয়া করেন। রাসূলুল্লাহ বললেন (اللهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وائْتِ بِهِمْ) হে আল্লাহ, সাক্বীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন, তাদেরকেও আমাদের কাছে নিয়ে আসুন (মুত্তাফাক)।

৫৫৬. রাসূলুল্লাহ তায়েফ ছেড়ে জি'রানায় ফিরলেন। পথে সুরাকাহ বিন মালিক ইসলাম গ্রহণ করলেন।

গনীমত বণ্টন

৫৫৭. জি'রানায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ গনীমত বণ্টন করলেন। আরবনেতা আবু সুফিয়ান ও উয়াইনা বিন হিসনকে একশ করে উট দিলেন।

৫৫৮. বড় বড় নেতাদের বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন দিলেন। তাদের অন্তরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট রাখার জন্য। তাদের অন্তরে ইসলামকে সুদৃঢ় করার জন্য। কারণ মক্কা বিজয়ের অনেকে জোয়ারের তোড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও, তখনো ইসলাম ভালমতো তাদের অন্তরে বসেনি।

৫৫৯. কুরাইশ ও আরবকে গনীতম দিলেন। মদীনার আনসারদের কিছুই দিলেন না।

আনসারের প্রতিক্রিয়া

৫৬০. আনসাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। গনীমতে ভাগ না পাওয়ার অভিযোগ করল। আনসারনেতা সা'দ বিন উবাদাহ রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনসাররা আপনার প্রতি মনক্ষুন্ন হয়েছে।

৫৬১. রাসূরুলুল্লাহ সা'দকে বললেন- (اِجْمَعْ لِيَ الأَنْصَارَ) আনসারদের জমায়েত কর। সা'দ আনসারদের জমা করলেন। রাসূলুল্লাহ তাদের কাছে এলেন।

৫৬২. রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন,

يا مَعشرَ الأنصارِ مَقالةٌ بلغَتْني عنكُم، وجِدةٌ وجدتُموها في أنفسِكُم، ألَمَ آتِكُم ضُلّالًا فَهَداكمُ اللَّهُ، وعالةً فأغناكمُ اللَّهُ، وأعداءً فألَّفَ اللَّهُ بينَ قلوبِكُم؟ قالوا: بلِ اللَّهُ ورسولُهُ أمَنُّ آمن الصواب أمَنُّ وأفضَلُ.

হে আনসারগন, তোমাদের কিছু কথা আমার কর্নগোচর হয়েছে। শুনেছি তোমরা আমার প্রতি ভীষণ মনক্ষুন্ন হয়েছ। আল্লাহ কি আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়াত দান করেননি? আল্লাহ কি আমার মাধ্যমে তোমাদের একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেননি? আল্লাহ কি আমার মাধ্যমে তোমাদের সচ্চল করেননি? আনসারগন সমস্বরে উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল অধিক অনুগ্রহকারী ও মহানুভব।

৫৬৩. রাসূলুল্লাহ বললেন

ألا تُجِيْبُوْنِيْ يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ

তোমরা আমার কথার জবাব দিবে না প্রিয় আনসাররা? আমরা কী জবাব দেব ইয়া রাসূলাল্লাহ? যাবতীয় অনুগ্রহ আর মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের। রাসূলুল্লাহ বললেন,

أما واللَّهِ لو شئتُمْ لقلتُمْ، فلَصَدقتُمْ وصُدِّقتُمْ أتَيتَنا مُكَذَّبًا فصدَّقناكَ، ومَخذولًا فنصَرناكَ وطريدًا فآويناكَ، وعائلًا فأغنَيناكَ

আল্লাহর কসম, তোমরা চাইলে বলতে পারো, আপনাকে যখন সবাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন আপনি আমাদেরর কাছে এসেছিলেলন, আমরা আপনাকে সত্যনবী বলে বরণ করে নিয়েছি। আপনি আমাদের কাছে পরিবার-পরিজনহীন অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি আমাদের কাছে বিতাড়িত হয়ে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি রিক্ত ছিলেন, আমরা আমরা আপনার পাশে দাঁড়িয়েছি। এমন কথা বললে, তা মিথ্যা হবে না। সবাই সত্য বলে মেনে নিবে।

৫৬৪. তারপর রাসূলুল্লাহ বললেন,

أوجَدتُمْ في أنفسِكُم يا معشرَ الأنصارِ في لُعاعةٍ منَ الدُّنيا تألَّفتُ بِها قَومًا ليُسلِموا، ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم أفلا تَرضَونَ يا مَعشرَ الأنصارِ أن يذهبَ النّاسُ بالشّاةِ والبعيرِ وتَرجِعونَ برسولِ اللَّهِ – صلّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ – في رحالِكُم

হে আনসারগন, তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের জন্য আমার প্রতি মনক্ষুণ্ন হলে? আমি তো সে তুচ্ছ সম্পদ দিয়ে কিছু লোককে তুষ্ট করতে চেয়েছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের দিকে সোপর্দ করেছি।

হে আনসারগন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও, লোকেরা উট-বকরী নিয়ে চলে যাক, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে যাবে?

৫৬৫. রাসূলুল্লাহ বললেন,

فَوالَّذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ لَولا الهِجرةُ لَكُنتُ امرءًا مِن الأنصارِ ولَو سلَكَ النّاسُ شِعبًا وسلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا لسلَكْتُ شِعبَ الأنصارِ. اللَّهمَّ ارحمِ الأنصارَ وأبناءَ الأَنصارِ وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ. قالَ: فبَكى القَومُ حتّى أخضَلوا لِحاهُم وقالوا: رَضينا بِرَسولِ اللَّهِ – صلّى اللَّهُ علَيهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ – قَسْمًا وحظًّا.

আল্লাহর কসম, হিজরত করে না আসলে, আমি তোমাদেরই মতো একজন আনসার হতাম। সবাই যদি একপথে যায় আর আনসার যায় আরেক পথে, আমি আনসারের পথ ধরব। ইয়া আল্লাহ, আনসারদের প্রতি রহম করুন। তাদের সন্তান-সন্ততি-বংশধরদের উপর রহম করুন।

রাসূলুল্লাহর আবেগমথিত কথা শুনে, কাঁদতে কাঁদতে আনসারদের দাড়ি ভিজে গেল। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা আমাদের ভাগে আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট।

৫৬৬. গনীমতবণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করার কারণ, বিস্তারিত তুলে ধরলেন রাসূলুল্লাহ। নবমুসলিমরা যাতে মুর্তাদ না হয়ে যায়, সেজন্যই মূলত এই ব্যবস্থা।

৫৬৭. রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أخافُ ظَلَعَهُمْ وجَزَعَهُمْ، وأَكِلُ أقْوامًا إلى ما جَعَلَ اللَّهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ والغِنى

আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া বা ধৈর্যচ্যুতির আশংকা করি। আর অন্যদম যাদের অন্তরে আল্লাহ যে কল্যাণ ও অমুখাপেক্ষীতা দান করেছেন, তার উপর ছেড়ে দেই (বুখারী)।

ওমরা

৫৬৮. জি'রানায় হোনায়নের গনীম বণ্টন শেষ হলে, রাতের বেলা ওমরার নিয়তে এহরাম বাঁধলেন। এটাকে জি'রানার ওমরা বলা হয়।

৫৬৯. অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাসে মদীনায় ফিরে এলেন নবীজি।

পুত্রসন্তান

৫৭০. রাসূলুল্লাহর দাসী ছিলেন মারিয়া কিবতিয়াহ। নবীজি তাকে রেখেছিলেন মদীনার আলিয়া এলাকায়। সেখানেই অষ্টম হিজরীর যিলক্বদে, নবীপুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন।

৫৭১. মারিয়া কিবতিয়াকে মিসরের কিবতিরাজা মুকাওকিস হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন নবীজির জন্য। নবীজি মারিয়াকে দাসী হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। বিয়ে করেননি।

৫৭২. আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

وُلِدَ لِيْ اللَيْلَة غُلامٌ، فَسَمَّيْتُه بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ

আজ রাতে আমার এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। আমার পিতার সাথে মিলিয়ে তার নাম রেখেছি ইবরাহীম (মুসলিম)।

৫৭৩. আনসার মহিলারা প্রতিযোগিতায় লেগে গেল। কে ইবরাহীমকে দুধ পান করানোর মহাসৌভাগ্য লাভ করবে। প্রসূতির বুকের দুধে স্বল্পতা ছিল। রাসূলুল্লাহ এই দায়িত্ব আনসারী মহিলা উম্মে সাইফকে দিলেন।
৫৭৪. আনাস বলেছেন, পোষ্য-পরিবারের প্রতি, নবীজির চেয়ে অধিক স্নেহময় আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি ইবরাহীমের কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিতেন। চুমু খেতেন (মুসলিম)।

আমুল উফূদ
৫৭৫. নবম হিজরী চলে এল। এ-বছরকে আমুল উফূদ বা প্রতিনিধি আগমনের বছর বলা হয়। পুরো বছর জুড়েই একের একের পর প্রতিনিধি দল আসতে লাগল। রাসূলুল্লাহও এ-বছর তাবূক ছাড়া আর কোনও গাযওয়ায় বের হননি।
৫৭৬. এ-বছর ৬০টিরও বেশি প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করেছিল।
৫৭৭. তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বাহেলা, বনু তামীম, বনু আসাদ, বাজীলা, আহমাস প্রমুখ গোত্রের প্রতিনিধি।

নাজাশীর ইন্তেকাল
৫৭৮. নবম হিজরীর রজব মাসে, হাবশার বাদশা আসমাহা নাজাশী ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ মদীনায় তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।
৫৭৯. জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

ماتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صالِحٌ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوا على أَخِيْكُمْ أَصْمَحَة

আজ একজন নেককার ব্যক্তি মারা গেছেন। সবাই দাঁড়াও তোমাদের ভাই আসমাহার জন্য জানাযা পড়ো (মুত্তাফাক)।

৫৮০. আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন, হাবশার অধিপতি নাজাশী যেদিন মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ তার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে বললেন (اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ) তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তেগফার করো (মুত্তাফাক)।

৫৮১. জাবের বিন আবদিল্লাহ বলেছেন, নাজাশীর জানাযা পড়িয়েছেন রাসূলুল্লাহ। আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে ছিলাম (মুত্তাফাক)।

গাযওয়া তাবূক

৫৮২. নবম হিজরীর রজব মাসে, নবীজীবনের সর্বশেষ গাযওয়া সংঘটিত হয়। গাযওয়া তাবূক। মদীনা থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে।

৫৮৩. গাযওয়া তাবূক ছিল সে-সময়কার সেরা পরাশক্তি রোমের বিরুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ সবাইকে গাযওয়ার প্রস্তুতি নিতে বললেন।

৫৮৪. তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। গরম মধ্যগগনে। সফরও অনেক দূরের। ভীষণ কষ্টকর হবে এই সফর। এজন্য গাযওয়াতুল উসরাহ-ও বলা হয়। উসরাহ মানে কঠিন বা কষ্টকর।

৫৮৪. এই অভিযানে বের হওয়াটা ঐচ্ছিক ছিল না। আবশ্যক ছিল। বের হতেই হবে। শুধু অসুস্থ হলে বা কোনও সমস্যা থাকলে ছাড় ছিল।

৫৮৫. বাহিনী প্রস্তুত করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে মুক্তহস্তে সাহায্য করতে উৎসাহ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম কে কার চেয়ে বেশি দান করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা শুরু করলেন।
৫৮৬. আবু বকর নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন। উমার এলেন অর্ধেক সম্পদ নিয়ে।

উসমানের ব্যয়
৫৮৮. উসমান এই গাযওয়ার প্রস্তুতিতে এতবেশি খরচ করলেন, এর আগে এতবেশি আরও খরচ করেছে বলে শোনা যায়নি।
৫৮৯. আল্লাহর রাস্তায় উসমানের এত বিপুল পরিমাণ ইনফাক দেখে, রাসূলুল্লাহ বললেন,

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ يَوْمٍ

আজকের পর উসমান যা-ই করুক, তার কোনও ক্ষতি হবে না (আহমাদ)।
৫৯০. আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার সম্পদের অর্ধেক দুই হাজার দিরহাম নিয়ে এলেন।
৫৯১. আল্লাহর জন্য সাহাবায়ে কেরামের দানের প্রতিযোগিতা দেখে মুনাফিকরা হিংসায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল। থাকতে না পেরে মুসলমানদে উপহাস করতে শুরু করল। ধনী কোনও সাহাবী বেশি দান করলে, মুনাফিকরা বলত, লোকদেখানো দান।

৫৯২. গরীব কেউ সামর্থ অনুযায়ী যৎসামান্য কিছু দান করতে এলে, মুনাফিকরা বলত, আল্লাহর এসব তুচ্ছ দানের কোনও প্রয়োজন নেই।

৫৯৩. আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন

ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(এসব মুনাফিক তো এমন), যারা মুমিনদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকাকারীদের দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও, যারা নিজ শ্রম (লব্ধ অর্থ) ছাড়া কিছুই পায় না। এ-কারণে তারা তাদেরকে উপহাস করে। আল্লাহও তাদের উপহাসকরেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে (তাওবা ৭৯)।

৫৯৪. মুনাফিকদের পাশাপাশি কিছু খাঁটি মুমিন সাহাবীও মদীনায় রয়ে গেলেন।

৫৯৫. কোনও ওযর ছাড়াই মদীনায় থেকে যাওয়া সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন,

ক. কা'ব বিন মালিক রা.।

খ. হিলাল বিন উমাইয়া রা.।

গ. মুরারাহ বিন রাবী রা.।

ঘ. আবূ লুবাবাহ বিন আবদুল মুনযির রা.।

যাত্রা

৫৯৬. ত্রিশহাজার মুজাহিদ নিয়ে নবীজি রওয়ানা হলেন। এ-যাবতকারের সর্ববৃহত সেনাসমাবেশ।

৫৯৭. পরিবারের দেখভালের জন্য আলীকে মদীনায় রেখে গেলেন নবীজি। আলি বললেন, আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন?

৫৯৮. নবীজি তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هارُوْنَ مِنْ مُوْسَى، إلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِيْ

তুমি কি এটা ভেবে খুশী নও যে, মুসার কাছে হারূন যেমন, আমার কাছে তুমি তেমন? পার্থক্য শুধু এটুকুই, আমার পরে আর কোনও নবী আসবে না (মুত্তাফাক)।

৫৯৯. মুজাহিদবাহিনী নিয়ে সানিয়াতুল ওয়াদায় গিয়ে তাঁবু ফেললেন। এখানে পতাকা-নিশান বাঁধলেন। বিশাল বাহিনীতে প্রচুর মুনাফিকও ছিল।

৬০০. তাবূক যাওয়ার পথে 'হিজর' এলাকা পড়ল। এখানে কওমে সালেহ-সামূদজাতি থাকত। রাসূলুল্লাহ দ্রুত এলাকা পার হয়ে গেলেন। আযাবগ্রস্ত ভূখণ্ডে বেশিক্ষণ থাকতে চাইলেন না।

৬০১. সামূদ জাতির নিবাসের কাছাকাছি গিয়ে তাঁবু ফেললেন রাসূলুল্লাহ। জনপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন না। লোকজন হিজর এলাকার কূপ থেকে পানি পান করলেন। সে পানি দিয়ে রুটির খামিরা বানালেন না।

৬০২. রাসূলুল্লাহ জানতে পেরে সতর্ক করে বললেন

لا تَدْخُلُوْا على هؤلاءِ القَوْمِ الذِيْنَ عُذِّبُوْا، فإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ

আযাবগ্রস্ত কওমের জনপদে প্রবেশ করো না। তাদের মতো তোমাদের উপরও এমন কিছু আপতিত হওয়ার আশংকা করি (মুসলিম)।

৬০৩. হিজরের কূপ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করে দিলেন। আগের পানিসংগ্রহ ও খামীরা তৈরির কথা জানতে পেরে, সেগুলো ফেলে দিতে বললেন।

৬০৪. রাসূলুল্লাহ এরপর আযাবগ্রস্ত জনপদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে এক খুতবা দিলেন। তিনি আশংকা করলেন, এহেন অভিশপ্ত স্থানে প্রবেশ করলে, নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের মতো আযাবের মুখে পড়ার আশংকা আছে।

৬০৫. রাসূলুল্লাহ তাবূকের পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। জোহর-আসর একসাথে পড়তেন। মাগরিব-এশা মিলিয়ে পড়তেন।

৬০৬. এমনিতে প্রচণ্ড গরম তায় আবার পানিসংকট। সাহাবায়ে কেরাম তীব্র পানির পিপাসার কথা বললেন নবীজির কাছে।

৬০৭. রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। আকাশে মেঘ জমল। বৃষ্টি হল। সবাই পান করল। যে যার পাত্র পানিভর্তি করে নিল।

৬০৮. একরাতে রাসূলুল্লাহ কাফেলা থামল। নবীজি প্রয়োজন সারতে আড়ালে গেলেন। ফজরের আগে। সাথে ছিলেন মুগীরাহ বিন শু'বা।

৬০৯. রাসূলুল্লাহর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছিল। এদিকে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আবদুর রহমান বিন আওফের ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম সলাত আদায় করে নিলেন।

৬১০. দ্বিতীয় রাকাতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ এসে জামাতে যোগ দিলেন। সালামের পর তিনি ছুটে যাওয়া রাকাত পুরো করে নিলেন।

৬১১. সালাম ফেরানোর পর, নবীজিকে রেখে সলাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অস্বস্তি দেখা দিল।

৬১২. সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ বললেন (أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ) তোমরা ঠিক কাজ করেছ। সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তকে রাসূলুল্লাহ স্বীকৃতি দিয়েছেন। অপেক্ষায় না থেকে, যথাসময়ে সলাত আদায় করে নেয়াকে তিনি অনুমোদন করেছেন।

৬১৩. একটা হাদীসে আছে,

مَا قُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّى يُصَلِّيَ خَلْفَ رَجُلٍ صالِحٍ مِنْ أُمَّتِهِ

কোনও নবী জীবদ্দশায় কোনও সৎলোকের পেছনে সলাত আদায় করেননি (আহমাদ)। হাদীসটা যয়ীফ।

৬১৪. তাবূকের কাছাকাছি পৌঁছলেন। সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,

إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوْكَ، فَمَنْ جَاءَها فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا حتى آتِيَ

ইন শা আল্লাহ, আগামীকাল তোমরা তাবূকের প্রস্রবণের কাছে পৌঁছবে। আমি আসা ছাড়া কেউ সেখানকার পানি স্পর্শ করবে না (মুসলিম)।

৬১৫. তাবূক পৌঁছে দেখল সেখানকার প্রস্রবণটির পানি অত্যল্প। রাসূলুল্লাহর নিষধাজ্ঞা সত্বেও দুই মুনাফিক পানিটুকু নিয়ে নিল।

৬১৬. রাসূলুল্লাহ যখন দেখলেন দুইলোক তার আগেই প্রস্রবণের পানি তুলে নিয়েছে, দু'জনকে লা'নত করলেন। তারপর নবীজি তলানি থেকে পানি তুলে হাতমুখ ধুলেন।

৬১৭. রাসূলুল্লাহ সেখানে মু'আয বিন জাবালকে বললেন,

يُوْشِكُ يا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا

তুমি যদি দীর্ঘায়ু পাও, তাহলে এই শুষ্কভূমিকে একসময় বাগ-বাগিচায় ভর্তি দেখতে পাবে (মুসলিম)।

৬১৮. রাসূলুল্লাহর জন্য তাঁবু খাটানো হল। নবীজি সেখানে একাধারে বিশদিন অবস্থান করলেন। শত্রুপক্ষের দেখা মেলেনি তাই যুদ্ধও হয়নি।

৬১৯. তাবূকে বসে রাসূলুল্লাহ বিভিন্ন দিকে সারিয়া পাঠালেন। শামের আশেপাশের গোত্রগুলোর কাছে প্রতিনিধি পাঠালেন। আইলাবাসীর সাথে সন্ধিচুক্তি করলেন। জারয়া ও আযরুখের ইহুদিদের সাথেও। চরশ বিশজন যোদ্ধা দিয়ে খালিদকে পাঠালেন দুমাতুল জান্দালের উকাউদরের কাছে।

৬২০. উকাইদর সন্ধিচুক্তি করল। জিযিয়া দিতে সম্মত হল। নবীজির জন্য একটি খচ্চর, একটি মিহিরেশম ও স্বর্ণখচিত জুব্বা পাঠালেন।

৬২১. জুব্বাটির সৌন্দর্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম মুগ্ধ হলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন,

أتعجبونَ من لينِ هذِه؟ لمناديلُ سعدِ بنِ معاذٍ في الجنَّةِ خيرٌ من هذا وألينُ

এই মোলায়েম জুব্বা দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জান্নাতে সা'দ বিন মু'আযের রুমাল এর চেয়ে উত্তম ও কোমল (মুত্তাফাক)।

৬২২. দেহইয়া কালবীকে চিঠি নিয়ে পাঠালে রোমসম্রাটের কাছে। রাসূলুল্লাহ সম্রাটকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করলেন

إِمَّا الإِسْلامُ أَوِ الجِزْيَةُ أَوِ القِتَالُ

হয় ইসলাম নয় জিযিয়া নাহয় কিতাল।

৬২৩. কায়সার চিঠি পেয়ে যাজকদের জড়ো করল। চিঠি পড়ে শোনাল। যাজকরা বলল, আল্লাহর কসম,আমরা তার দ্বীনে প্রবেশও করব না, জিযিয়াও দেব না, কিতালও করবো না।

৬২৪. কায়সার চিঠির জবাবে বিষয়গুলো উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ জবাব পেয়ে আর বেশি কিছু করলেন না। আরববাসী জানতে পারল, কায়সার ভয়ে রাসূলুল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি।

৬২৫. বিশদিন পর রাসূলুল্লাহ মদীনায় দিকে যাত্রা করলেন।

৬২৬. ওয়াদি কুরায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ বললেন,

إِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ إِلَى المدِيْنَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ

আমি মদীনার দিকে দ্রুত পথ চলব। তোমাদের কেউ আমার সাথে দ্রুত পথ চলতে চাইলে এসো (মুত্তাফাক)।

৬২৭. যী-আওয়ানে পৌঁছার পর ওহী নাযিল হল। মুনাফিকরা মসজিদে দিরার বানিয়েছে। সেটি পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে আদেশ করা হল।

৬২৮. রাসূলুল্লাহ বললেন

إِنَّ بِالمدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، ولا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلا كَانُوْا مَعَكُمْ فِيْهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ

মদীনায় কিছু লোক রয়ে গেছে, তোমাদের চলতিপথের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি উপত্যকায় তারা মনেপ্রাণে তোমাদের সাথেই ছিল। ওযরঅক্ষমতাই তাদেরকে মদীনায় আটকে রেখেছে (মুত্তাফাক)।

৬২৭. মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর বললেন (هذِه طِيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ) এইতো তীবাহ বা তাবাহ। উত্তম সুরভিত ভূমি। ওহুদ পাহাড় দৃষ্টিপথে আসার পর বললেন (هذا جَبَلٌ نُحِبُّه ويُحِبُّنَا) এই আমাদের ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি (মুত্তাফাক)।

৬৩০. একান-ওকান করে সবাই জেনে গেল, নবীজি ফিরছেন। মদীনাবাসী সানিয়াতুল ওয়াদায় এসে জড়ো হল। রাসূলুল্লাহকে এগিয়ে নিতে। অত্যন্ত আনন্দ-খুশীর সাথে নবীজিকে বরণ করে নিল।

৬৩১. সায়েব বিন ইয়াযীদ রা. বলেছেন, আমার আজো মনে পড়ে, তাবূকফেরত নবীজিকে বরণ করে নিতে, শিশুদের সাথে আমিও সানিয়াতুল ওয়াদায় গিয়েছিলাম (মুত্তাফাক)।

মুখাল্লাফীন

৬৩২. মুখাল্লাফ মানে পেছনে থেকে যাওয়া ব্যক্তি। গাযওয়া তাবূকে অংশ না নিয়ে মদীনায় থেকে যাওয়া ব্যক্তিরা চারধরনের ক. মামূর মাজুর। রাসূলুল্লাহর আদেশে থেকেছে। তাই তারাও অভিযানে অংশ নেয়ার সওয়াব ও প্রতিদান পাবে। আলি বিন আবী তালিব। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

খ. মাযুর। অসুস্থ, দুর্বল।

গ. ওযরহীন। কোনও ওযর ছাড়াই গাযওয়ায় অংশ নেয়নি। এমনিতেই মদীনায় থেকে গিয়েছিল। এমন ছিলেন তিনজন।

ঘ. নিন্দিত ধিকৃত। মুনাফিকরা।

৬৩৩. ওযর ছাড়া যারা গাযওয়ায় অংশ নেয়নি, তাদেরকে বয়কট করার হুকুম দিলে রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ও মুমিনগন পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে চলতে লাগলেন।
৬৩৪. দেহাতীরা এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ঠুনকোসব অজুহাত পেশ নবীজির কাছে। তিনি তাদের ওযর কবুল করে নিলেন। তাদের অন্তরের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলেন।
৬৩৫. তিনজন ব্যক্তি ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা স্থগিত করে রাখলেন নবীজি। কা'ব বিন মালিক। হিলাল বিন উমাইয়া। মুরারাহ বিন রাবী। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।
৬৩৬. এই তিনজন স্বীকারোক্তি দিয়েছিল রাসূলুল্লাহর কাছে, তারা কোনও ওযর ছাড়াই গাযওয়ায় অংশ নেয়নি।
৬৩৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

এবং অপর কিছু লোক রয়েছে, যাদের সম্পর্কে ফায়সালা মুলতুবি রাখা হয়েছে আল্লাহর হুকুমের জন্য। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় (তাওবা ১০৬)।

তিনজনের তাওবা

৬৩৮. আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের আন্তরিক তাওবা কবুল করলেন। নাযিল করলেন,

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ

رَّحِيمٌ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিল, যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান, পরম দয়ালু।

এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় হলেন), যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখা হয়েছিল। যে পর্যন্ত না এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল এবং তারা উপলব্ধি করল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না, পরে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে রুজু করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (তাওবা ১১৭-১৮)।

৬৩৯. তাবূক থেকে ফেরার পর, আরব কবীলাগুলো দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে যেতে শুরু করল। তাবূক ছিল রাসূলুল্লাহ সর্বশেষ গাযওয়া।

উম্মে কুলসুমের ওফাত

৬৪০. নবম হিজরীর শেষভাগে, নবীকন্যা উম্মে কুলসুম ওফাত লাভ করলেন। এ-বছর মারা গেল মুনাফিকসর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

হজ্জে প্রেরণ

৬৪১. নবম হিজরীর যিলক্বদের শেষদিকে, হজ পরিচালনার জন্য, আবু বকরকে আমীর করে পাঠালেন মক্কায়।

৬৪২. হজে গিয়ে কয়েকটা বিষয় ঘোষণা দিতে বললেন আবু বকরকে,

ক. এ-বছরের কোনও মুশরিক হজ করতে আসতে পারবে না।

খ. বিবসন হয়ে কেউ তাওয়াফ করতে পারবে না।

গ. জান্নাতে শুধু মুমিনই প্রবেশ করবে।

ইবরাহীমের ইন্তেকাল

৬৪৩. নবম হিজরীর রবিউল আউয়ালে, নবীপুত্র ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন। তার বয়েস হয়েছিল চারমাস। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নবীজি অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে দেখতে এলেন।

৬৪৪. নবীজি বললেন,

إنَّ إبْراهِيمَ ابْنِي، وإنَّه ماتَ في الثَّدْيِ، وإنَّ له لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلانِ رَضاعَهُ في الجَنَّةِ.

ইবরাহীম আমার সন্তান। সে দুধের বয়সে মারা গেছে। জান্নাতে তার জন্য দু'জন ধাত্রী থাকবে। তারা ইবরাহীমকে দুধপান করাবে।

৬৪৫. ইবরাহীমকে বাকীতে দাফন করা হল। তার মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকজন বলাবলি করতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ হয়েছে।

৬৪৬. রাসূলুল্লাহ জানতে পেরে বললেন,

إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ مِن آياتِ اللهِ لا ينكسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه فإذا رأَيْتُموها فادعُوا وصلُّوا حتّى تنجليَ

চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর অন্যতম দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ দেখবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। গ্রহণ কেটে যাওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করবে (মুত্তাফাক)।

বিদায় হজ

৬৪৭. দশম হিজরীর যিলক্বদে, ঘোষণা দেয়া হল, রাসূলুল্লাহ এই বছর হজে যেতে চান।

৬৪৮. মদীনায় বিপুলসংখ্যক মুসলিম জড়ো হল। সবাই নবীজির সাথে হজে যেতে আগ্রহী। জাবের বিন আবুদল্লাহ রা. বলেছেন, চলাফেরা করতে সক্ষম এমন কেউ বাকি রইল না। সবাই এসে উপস্থিত।

৬৪৯. এই হজরে বিদায় হজ বলার কারণ, নবীজি এই হজে মানুষকে বিদায় জানিয়েছিলেন। এরপর আর কোনও হজে অংশ নেননি।

৬৫০. এই মুবারক হজে লক্ষাধিক সাহাবী অংশ নিয়েছেন। নবীজির সাথে নয়জন বিবির সবাই এই বরকতময় সফরে সাথী হয়েছিলেন।

৬৫১. যুলহুলাইফায় পৌঁছে নবীজি গোসল করলেন। আয়েশা রা. নবীজিকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। তারপর নবীজি এহরাম বাঁধলেন।

৬৫২. আসমা বিনতে উমাইস। আবু বকর রা.-এর স্ত্রী। তিনি সন্তানসম্ভবনা ছিলেন। এ-অবস্থাতেই স্বামীর সাথে হজে বের হয়েছেন। যুল-হুলাইফাতে ছেলে মুহাম্মাদের জন্ম হল। রাসুলুল্লাহ আসমাকে গোসল করে পট্টিবেঁধে এহরাম পরে নিতে বললেন।
৬৫৩. রাসূলুল্লাহ তালবিয়া পাঠ করলেন। তার দেখাদেখি সাহাবায়ে কেরামও তালবিয়া পাঠ করতে শুরু করলেন। চারদিক গুঞ্জরিত হচ্ছে তালবিয়ার গুরুগম্ভীর স্বর। সে এক দেখার মতো দৃশ্যই বটে। অভূতপূর্ব। বিশ্ব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম হজকাফেলা।
৬৫৪. নবীজি এই সফরে হজ্জে কেরান করলেন। সারিফে পৌঁছে আয়েশা রা. হায়েযগ্রস্তা হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ তাকে তাওয়াফ ছাড়া হজের সবকাজ স্বাভাবিকভাবে করে যেতে বললেন।
৬৫৫. মক্কায় পৌঁছলেন রোববার। যিলকদের ২৬ তারিখে। পূর্বাহ্নের সময় হারামে প্রবেশ করলেন।
৬৫৬. আবদে মানাফ ফটক দিয়ে হারামে প্রবেশ করলেন। এটা শায়বা ফটকও বলা হয়। বর্তমানে যা বাবুস সালাম নামে পরিচিত। ওমরা আদায় করলেন।
৬৫৭. ওমরা সম্পন্ন করে, রাসূলুল্লাহ মক্কার পুবপার্শ্বস্থ আবতাহে গিয়ে অবস্থান নিলেন। ইয়াওমুত তারবিয়াহ মানে যিলহজের আটতারিখে নবীজি মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।
৬৫৮. যিলহজের আটতারিখের যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা মিনায় আদায় করলেন। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। নয়তারিখের ফজরও মিনায় আদায় করলেন।
৬৫৯. নয়তারিখে সূর্যোদয়ের পর, নবীজি আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত চলতে থাকলেন। বতনে ওয়াদির উরানাহ উপত্যকায় পৌঁছে থামলেন।

৬৬০. উরানাহ উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ বিখ্যাত বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছেন। নবীজি তখন তার বাহন কাসওয়ায় আরোহী ছিলেন।

৬৬১. আরাফার ময়দানের এই খুতবাটি ইসলামের অন্যতম মূলভিত্তি। ইসলাম ও বিশ্বইতিহাসে এই খুতবার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ এই সারগর্ভ খুতবায় শিরক ও জাহেলী যুগের যাবতীয় কুপ্রথা রদ করেছেন। বিদায় হজের ভাষণ প্রথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানবাধিকার সনদ।

৬৬২. বিদায় হজের ভাষণ শুধু মুসলমান নয়, পৃথিবীর তাবত মানুষের জন্য মুক্তির সনদ। এই ভাষণ শুধু মুসলমানের সম্পদ নয়, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের।

৬৬৩. খুতবার পর আল্লাহর রাসূল জোহর ও আসর একসাথে আদায় করলেন। কসর মানে দুই রাকাত করে পড়লেন। এ-দুই সলাতের মাঝে অন্য কিছু পড়লেন না।

৬৬৪. তারপর রাসূলুল্লাহ কাসওয়ায় আরোহণ করে, কিছুদূর এসে, দু'আ করতে শুরু করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ করে গেলেন।

৬৬৫. রাসূলুল্লাহ বললেন, শ্রেষ্ঠতম দু'আ হল আরাফার দিনের দোয়া। এদিন আরাফায় নাযিল হল,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে বেছে নিলাম (মায়িদা ৩)।

৬৬৬. সূর্য পুরোপুরি অস্তমিত হওয়ার পর, রাসূলুল্লাহ আরাফা থেকে রওয়ানা হলেন। মুযদালিফায় এলেন।

৬৬৭. মুযদালিফায় মাগরিব এশা একসাথে পড়লেন। এশা কসর করলেন। ফজর পর্যন্ত আরামবিশ্রাম করলেন। ঘুম থেকে উঠে ফজর পড়লেন। এদিনকে ইয়াওমুন নাহর বলা হয়। এটাই কুরআনের ভাষায় (يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) বড় হজের দিন।

৬৬৮. ফজরের পর রাসূলুল্লাহ কাসওয়ায় আরোহণ করলেন। কেবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন। তাকবীর তাহলীল পাঠ করলেন। আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করলেন। চারদিক পরিপূর্ণ অলোকিত হওয়া পর্যন্ত এ আমলে মশগুল থাকলেন রাসূলুল্লাহ।

৬৬৯. ওয়ামুন নাহর বা দশতারিখে, ইবনে আব্বাসকে বললেন সাতটি নুড়ি পাথর কুড়িয়ে আনতে। ইবনে আব্বাস সাতটি নুড়ি কুড়িয়ে আনলেন।

৬৭০. সূর্যোদয়ের আগেই রাসূলুল্লাহ 'মাশ'আরে হারাম' থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মুশরিকরা সূর্যোদয় না হলে মাশ'আরে হারাম ছেড়ে নড়ত না। রাসূলুল্লাহ মুশরিকদের প্রথা ভেঙে দিলেন।

৬৭১. আকাবার বড় জামরায় পৌঁছে, রাসূলুল্লাহ উপত্যকার নিম্নভূমিতে দাঁড়ালেন। কা'বা বামে, মিনাকে ডানে রেখে উটনিসওয়ার হয়ে জামরার দিকে মুখ করলেন।

৬৭২. পূর্বাহ্নের সময়, বতনে ওয়াদি থেকে সাতটি নুড়ি ছুঁড়ে মারলেন শয়তানকে। প্রতিবারে তাকবীর পাঠ করলেন। তিনি বলছিলেন (خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ) আমার কাছ থেকে হজ করার পদ্ধতি শিখে নাও।

৬৭৩. তারপর মিনায় কুরবানি করার স্থানে ফিরে এলেন। নিজহাতে ৬৩-টা উট কুরবানি করলেন। উটনিগুলো দাপাদাপি

শুরু করে দিয়েছিল। কে কার আগে আল্লাহর নবীর হাতে যবেহ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হবে, এই আশায়।

৬৭৪. কুরবানি শেষ হলে নরসুন্দরকে ডাকলেন। রাসূলুল্লাহর মাথা মুণ্ডালেন মা'মার বিন আবদিল্লাহ আদাবী রা.।

৬৭৫. আনাস বিন মালিক বলেছেন, নাপিত নবীজির মাথা মুণ্ডাচ্ছিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। সবাই নবীজির চুল সংগ্রহের প্রতিযোগিতা করছিল। একটা চুলও মাটিতে পড়তে দেননি।

ইমাম যাহাবী রহ. আক্ষেপ করে বলেছেন, আহা, একটা মুবারক চুলেও যদি চুমু খেতে পারতাম!

৬৭৬. মাথামুণ্ডানো শেষ হলে, কামীস (জামা) পরলেন। সুগন্ধী মাখলেন। আম্মাজান আয়েশা রা. সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন প্রিয় স্বামীকে।

৬৭৭. তারপর বাহনে চড়ে হারামে এলেন। তাওয়াফে ইফাদাহ করলেন। বাহনে চড়েই। যাতে সবাই তাকে দেখতে পায়।

৬৭৮. তারপর যমযমের পানি পান করলেন। তারপর সেদিনই মিনায় পৌঁছলেন। আইয়ামে তাশরীকের তিনদিনই রাসূলুল্লাহ জামরায় আসতেন যাওয়াল মানে মধ্যাহ্নে সূর্য হেলার সময়। শয়তানকে পাথর মারার জন্য।

৬৭৯. তাওয়াফে ওয়াদার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ হজ সম্পন্ন করলেন। লোকদের বললেন,

لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بِالبَيْتِ

কেউ যেন (হজ্জ শেষ করে) প্রস্থান না করে, যতক্ষণ না তার শেষ কাজ হয় বায়তুল্লাহর (কাবার) সাথে (মুত্তাফাক)।

৬৮০. তারপর রাসূল্লাহ মদীনায় ফিরলেন। সাথে করে কিছুটা যমযমের পানিও নিয়ে এলেন। এই ছিল বিদায় হজ।

উসামা অভিযান

৬৮১. একাদশ হিজরি। সফর মাসের ২৬ তারিখ সোমবার। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধপ্রস্তুতি নেয়ার আদেশ জারি করলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হতে হবে। গন্তব্য 'উবনা' এলাকা। মুতা যুদ্ধ যেখানে সংঘটিত হয়েছিল তার নিকটস্থ একটি গ্রাম। মুতায় উসামার আব্বু যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হয়েছিলেন। উসামা অল্পবয়েসী হওয়া সত্ত্বেও নবীজি তাকে বাহিনীর আমীর নিয়োগ করেছিলেন। বাবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। উসামার বয়েস তখন আঠার। তার নেতৃত্বাধীন বাহিনীনে বড় বড় সব সাহাবী ছিলেন। আবু বকর, ওমর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ প্রমুখ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

৬৮২. উসামা তার বাহিনী নিয়ে মদীনার অদূরে জুরফ নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। এর মধ্যে নবীজির অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছল। উসামা সামনে অগ্রসর না হয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৬৮২. উসামার নেতৃত্ব নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল। উসামার বয়েস কম, নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা নেই, এমন। কথাটা নবীজির কানেও গেল। নবীজি মসজিদে এসে খুতবা দিলেন। বললেন, 'তোমরা যদি এখন তার (উসামার) নেতৃত্ব নিয়ে আপত্তি করো, তবে এর আগে তার (মুতার যুদ্ধের সময়) পিতা যায়দের নেতৃত্ব নিয়েও আপত্তি করেছিলে। আল্লাহর কসম! যায়েদ নেতৃত্বের

উপযুক্ত ছিল এবং মানুষের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়দের একজন ছিল। আর তার পরে এ (উসামা) আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়দের একজন (বুখারি: ৭১৮৭)।

৬৮৩. উসামাবাহিনী জুরফেই অবস্থান করছিলেন। আবু বকর রা. খলীফা হয়ে প্রথমেই উসামা বাহিনীকে নবীজির নির্দেশিত গন্তব্যে অভিযানে প্রেরণ করেছেন।

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে

৬৮৪. দাওয়াতের কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। আরব উপদ্বীপের আনাচে-কানাচে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হচ্ছে। নবীজি বুঝতে পারলেন, তার মৃত্যু সন্নিকটে। বিভিন্ন আলামত দেখে অভিজ্ঞ সাহাবীগণও বুঝতে পারছিলেন বিষয়টা,

ক. কুরআন কারীমের সর্বশেষ সুরা 'আন-নসর' নাযিল হয়েছে।

খ. জিবরীল এ বছর নবীজির সাথে দুইবার পুরো কুরআন মুদারাসা-দাওরা করেছেন। এর আগে প্রতিবছর একবার দাওর করতেন।

গ. নবীজি ইবাদত-বন্দেগি আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ঘ. শেষ বছর রমজানে এতেকাফের সময় দ্বিগুণ করে ২০ দিন মসজিদে অবস্থান করেছিলেন।

মৃত্যুশয্যা

৬৮৫. সফর মাসের শেষদিকে নবীজি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা শুরু হয়েছিল মাথা ব্যথা দিয়ে। টানা ১৩ দিন এই ব্যথা স্থায়ী হয়েছিল। নবীজি তখন আম্মাজান আয়েশা রা.-এর ঘরে

ছিলেন। মাথাব্যথা নিয়েই স্ত্রীদের সাথে দেখাসাক্ষাত করার জন্য বের হলেন। আম্মাজান মাইমুনার ঘর পর্যন্ত পৌঁছার পর মাথাব্যথা তীব্র আকার ধারণ করল। বাকি স্ত্রীদের ঘরে যেতে পারলেন না। সেবা-সুশ্রূষার জন্য জন্য আম্মাজান আয়েশার ঘরে অবস্থানের অনুমতি চাইলেন নবীজি। সব স্ত্রী অনুমতি দিলেন। মাথাব্যথার পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে জ্বর বেড়েই চলছিল।

৬৮৬. নবীজির কষ্ট দেখে সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ পেরেশান। কী করবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন। আবু সাঈদ খুদরি রা. নবীজিকে দেখতে এসে বললেন,

-ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর।

-হাঁ আবু সাঈদ। নবীদের বালামুসিবত দ্বিগুণ, সওয়াবও দ্বিগুন।

৬৮৭. এমন কষ্টের মধ্যেও নবীজি নিয়মিত মসজিদে আসছিলেন। ইমামতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে হুজরা ছেড়ে বের হতে পারতেন না। তখন আবু বকরকে ইমামতি করতে বলতেন।

৬৮৮. একদিন কিছুটা সুস্থ অনুভব করলে, ফযল বিন আব্বাসের কাঁধে ভর করে মসজিদে এলেন। মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিলেন। সেটাই নবীজির শেষ খুতবা। খুতবায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফজিলত, আনসারের ফজিলত বললেন। আনসারদের সাথে সুন্দর আচরণের ওসিয়ত করলেন। ওসামাবাহিনীকে অভিযানে পাঠাতে বললেন।

৬৮৯. খুতবায় নবীজি উম্মতকে সতর্ক করে বললেন, আমার কবরকে মসজিদ বানিয়ো না। যারা নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে তার নিকৃষ্ট আর দুষ্ট প্রকৃতির লোক। নবীজি এই মর্মে দোয়াও করেছেন,

اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ عِيْدًا

ইয়া আল্লাহ, আমার কবরকে মূর্তিপূজার স্থানে পরিণত করবেন না। যারা তাদের নবীদের কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর লানত (আহমাদ)।

আবু বকরের ইমামতি

৬৯০. শেষ দিকে নবীজির অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করলে ঘর থেকে বের হতে পুরোপুরি অক্ষম হয়ে পড়লেন। নবীজির হুকুমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত ইমামতি করে যাচ্ছিলেন। ইন্তেকালের তিনদিন আগে নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে ওসিয়ত করলেন,

لا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ

আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ না করে যেন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ না করে (মুসলিম)।

৬৯১. এই হাদীসে আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে সবসময় আশাবাদী থাকতে বলেছেন নবীজি। আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করতে বলেছেন। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করার মানে, আল্লাহ তাআলা আমার ওপর রহমত বর্ষণ করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করবেন, এই আশা রাখা।

৬৯২. ইন্তেকালের দুই দিন আগে নবীজি কিছুটা সুস্থ বোধ করলে দুই সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে হুজরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দুর্বলতার কারণে নবীজি দুই পা ঠিকমতো ফেলতে পারছিলেন

না। আবু বকর তখন ইমামতি করছিলেন। তিনি টের পেলেন নবীজি মসজিদে হাজির হয়েছেন। আবু বকর ইমামতির জায়গা ছেড়ে পিছিয়ে আসতে উদ্যত হতেই নবীজি ইশারায় তাকে আপন জায়গায় থাকতে বললেন। নবীজি এসে আবু বকরের বামপাশে বসে গেলেন।

৬৯৩. ইন্তেকালের একদিন আগে, রোববারে নবীজি অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করল। ওসামাবাহিনীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি মদীনায় ফিরে এলেন।

৬৯৪. রোববার দিবাগত রাতে নবীজির অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করল। প্রায় পুরো রাত জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বেহুঁশের মতো ছিলেন। ফজরের সময় নবীজি হুঁশ ফিরে এল। কামরার পর্দা উঠিয়ে মসজিদের দিকে তাকালেন। সাহাবায়ে কেরাম আবু বকরের ইমামতিতে নামাজ আদায় করছেন। নবীজি দৃশ্যটা দেখে মুচকি হাসলেন। নবীজির হাসিমাখা অপূর্ব চেহারা দেখে সাহাবায়ে কেরাম অভিভূত হয়ে গেলেন। আনাস রা. বলেছেন,

'অবশেষে সোমবারে যখন মুসল্লিগণ সালাতে কাতারবদ্ধ ছিল, তখন নবী ﷺ হুজরার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারা যেন খোলা মুসহাফের উজ্জ্বল পৃষ্ঠার মতো লাগছিল। এরপর তিনি মুচকি হেসে উঠলেন। নবীজিকে হাসতে দেখে আনন্দে আমরা প্রায় সালাত ভেঙে ফেলতে বসেছিলাম। তখন আবু বকর রা. পেছনের দিকে সরে এসে কাতারে মিশে যেতে চাইলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, নবীজি সালাতে বের হবেন। নবীজি আমাদের দিকে ইশারা করে

বললেন, 'তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করো।' এরপর তিনি পর্দা নামিয়ে দিলেন (বুখারি)।

৬৯৫. নবীজি বলে গেছেন, তার ইন্তেকালের পর নবুয়তের আর কিছুই বাকি থাকবে না, থাকবে শুধু সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া সুসংবাদ। মুমিনগণ স্বপ্নের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত এই সুসংবাদ পেতে থাকবেন (মুসলিম)।

৬৯৬. নবীজিকে হুঁশ ফিরে পেতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম ধারণা করলেন, পেয়ারা নবীজি সুস্থ হয়ে গেছেন। সবাই হাঁপ ছেড়ে খুশিমনে বাড়িঘরে, কাজ-কারবারে চলে গেলেন। আবু বকরও নবীজির কাছে অনুমতি চাইলেন। মদীনার উপকণ্ঠে সুনহ নামক স্থানে তার পরিবার থাকে, সেখানে যাবেন। নবীজি অনুমতি দিলেন।

নবীজির ওফাত

৬৯৭. হিজরতের ১১-তম বছর, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবারে, চাশতের সময়, জোহরের আগে নবীজির অসুস্থতা অতীতের সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। বাবার সীমাহীন কষ্ট দেখে ফাতেমা ছটফট করছিলেন। বারবার বলছিলেন,
'আমার আব্বুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে'।
নবীজি বললেন,
আজকের পর তোমার আব্বুর আর কষ্ট হবে না। তোমার আব্বুর কাছে এমন এক বস্তু হাজির হয়েছে, যে বস্তু কাউকে ছেড়ে যায় না (বুখারি)।

৬৯৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। আম্মাজান আয়েশার বুকে ঠেক দিয়ে

বসেছিলেন। সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। নবীজি একটু পরপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে চেহারায় পানির ছিটা দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

لا إِلَهَ إلا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। নিঃসন্দেহে প্রতিটি মৃত্যুর প্রচণ্ড যন্ত্রণা।

৬৯৯. তারপর নবীজি হাঁত উপরের দিকে উঠিয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলতে থাকলেন (فِي الرَّفِيْقِ الأَعْلَى) আমার উর্ধজগতের বন্ধুর কাছে যেতে চাই। একটু পর পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ কবজ করা হল। নবীজির হাতটা ঢলে পড়ল। আম্মাজান আয়েশা রা. বলেছেন, যখন আল্লাহর রাসুলের রূহ বেরিয়ে গেল, তখন এমন এক অপূর্ব সুঘ্রাণ পেয়েছি, যা আগে কখনো পাইনি। নবীজির বয়েস তখন ৬৩ বছর।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

৭০০. নবীজির ইন্তেকালের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বজ্রাহত। মদীনার নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর সবাই নবীজির শোকে মুহ্যমান। হতবিহ্বল। চারদিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম ছুটে আসতে শুরু করলেন, আম্মাজান আয়েশার ঘরের দিকে। নবীজি আর নেই, একথা অনেক সাহাবী বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যেন। তাদের মনে অবাক প্রশ্ন, নবীজি কীভাবে মারা গেলেন? তিনি অমাদের সবার পক্ষে সাক্ষী হবেন, আমরা সমস্ত মানুষের জন্য সাক্ষী হবো। তিনি মারা গেলে, আমাদের সাক্ষী হবেন কী করে?

৭০১. নবীজির ওফাতের সংবাদ শুনে ওমর রা. ছুটে এলেন। নবীজিকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর রাসুল কতটা গভীরভাবেই না বেহুঁশ হয়ে গেছেন। একথা বলে ওমর তরবারি উঁচিয়ে বেরিয়ে এলেন। মানুষকে হুমকি দিলে বললেন, যে বলবে রাসুলুল্লাহ মারা গেছেন, তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। আল্লাহর রাসুল মারা যাননি। তিনি তার রবের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন, যেমনটা মুসা গিয়েছিলেন তুর পাহাড়ে। আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ফিরে আসবেন, যেমনটা ফিরে এসেছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম। এসে হাত-পা কাটবেন, যারা ভেবেছে নবীজি ইন্তেকাল করেছেন।

৭০২. নবীজির মৃত্যুশোকে ওমর রা. দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। আবু বকর সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। লোকজন কাঁদছেন, ওমর নাঙ্গা তরবারি উঁচিয়ে মানুষকে হুমকি দিচ্ছেন। আবু বকর এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা নবীজির হুজরায় প্রবেশ করলেন। নবীজির মুখ চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। চাদর উঁচিয়ে মুখ উন্মুক্ত করে বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কাঁদতে কাঁদতে নবীজির কপালে চুমু খেয়ে বললেন,

طَبْتَ حَيًّا ومَيِّتًا يا رَسُوْلَ اللهِ، واللهِ لا يَجْمَعُ اللهُ عليكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ التِيْ كُتِبَتْ عليكَ فقَدْ ذُقْتَهَا، ثمّ لَنْ يُصِيْبَكَ بعْدَهَا مَوْتَةٌ أَبَدًا

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন, মৃত্যুর পরও পবিত্র রইলেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার ওপর কখনও দুইবার মৃত্যু একত্র করবেন না। আপনার জন্য যে মৃত্যুটি নির্ধারিত ছিল, আপনি তা আস্বাদন করেছেন। এরপর আর কখনও আপনাকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না।

৭০৩. নবীজির মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে আবু বকর বেরিয়ে এসে লোকজনকে হুমকিধমকিরত ওমরকে বললেন, ওমর থামুন, শান্ত হোন। ওমর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আবু বকর লোকজনের দিকে ফিরে কথা শুরু করলেন। লোকজন ওমরকে ছেড়ে আবু বকরের দিকে ফিরলেন। আবু বকর বললেন,

أَيُّهَا الناسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فإنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كانَ يَعْبُدُ اللهَ فإنَّ اللهَ حَيٌّ لا يَمُوْتُ

যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, অমর।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔاۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ

মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল; তাঁর আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাহলে কি তিনি যদি মারা যান অথবা শহীদ হন, তবে তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দেবেন (আলে ইমরান: ১৪৪)।

৭০৪. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আল্লাহর কসম, আবু বকর এই আয়াত তিলাওয়াত করার আগে, এমন একটা আয়াত কুরআনে নাযিল হয়েছে, লোকজনের মাথাতেই আসেনি। শোকে সবাই সত্যিই অভিভুত হয়ে পড়েছিল। ওমরের দৌঁড়ঝাপের

কারণে কারো কারো যা-ও-বা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল যে, নবীজি হয়তো মারা যাননি, মুসার মতো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে গিয়েছেন, ফিরে আসবেন। আবু বকরের মুখে আয়াতখানা শুনে সবাই নিশ্চিত হলেন, আসলেই নবীজি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। উম্মাহর ইতিহাসে নবীজির ইন্তেকালের চেয়ে বড় কোনো শোক নেই।

নবীজির গোসল

৭০৫. সবার সম্মতিক্রমে আবু বকর হলেন। এর মধ্যে একদিন কেটে গেছে। আজ মঙ্গলবার। সাহাবায়ে ঠিক করতে পারছিলেন না, নবীজিকে সবার মতো গোসল করাবেন নাকি যেভাবে আছেন সেভাবে জামাকাপড় পরিহিত অবস্থাতেই গোসল দিবেন। আল্লাহর খাস রহমতে ঘুমে সবার চোখ জড়িয়ে এল। এক গায়েবি আওয়াজ শোনা গেল, আল্লাহর রাসুলকে পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই গোসল করাও। আলি বিন আবি তালিব, আব্বাস, ফজল বিন আব্বাস, কুসাম বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ ও নবীজির আযাদকৃত দাস শুক্করান নবীজিকে গোসল দিয়েছেন। আব্বাস, ফজল ও কুসাম নবীজিকে এপাশ-ওপাশ করিয়েছেন। উসামা ও শুক্করান পানি ঢেলেছেন। আলি গোসল করিয়েছেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। গোসল শেষে তিনটি সাদা কাপড় দিয়ে নবীজিকে কাফন পরানো হয়েছে। সবকাজ সম্পন্ন হলে নবীজিকে আম্মাজান আয়েশার ঘরে নিজের খাটিয়ার ওপর রাখা হয়েছে।

নবীজির জানাযা

৭০৬. সাহাবায়ে কেরাম ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, পালাক্রমে আম্মাজানের ঘরে এসে একা একা নবীজির জানাযা পড়েছেন। জামাত হয়নি।

নবীজি দাফন

৭০৭. নবীজিকে কোথায় দাফন করা হবে? সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শে বসলেন। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। আবু বকর আবারও ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভুত হলেন। তিনি বললেন, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি,

مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إلا في المَوْضِعِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ

নবীগণ যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাদেরকে দাফন করা আল্লাহ পছন্দ করেন (তিরমিজি)।

৭০৮. আম্মাজান আয়েশার ঘরেই কবর খনন করা হল। আব্বাস, আলি ও ফজল কবরে নামলেন। শুকরান একটা লাল চাদর বিছিয়ে দিলেন নবীজির কবরে। তারপর নবীজিকে কবরে নামানো হল।

শেষ ছোঁয়া

৭০৯. নবীজিকে শেষবারের মতো ছুঁয়েছেন ও দেখেছেন কুসাম বিন আব্বাস রা.। বুধবার রাতে নবীজির দাফনকাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের শোক

৭১০. নবীজিকে কবরে রেখে আসার পর সাহাবায়ে কেরামের গোটা পৃথিবী শূন্য হয়ে গিয়েছিল। নবীবিহীন মদীনা খা খা

করছিল। আনাস রা. নবীজির মদীনায় আগমন ও পৃথিবী থেকে গমন নিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন,

ما رأيتُ يومًا قَطُّ أنوَرَ ولا أحسَنَ مِن يومٍ دَخَل فيه رَسولُ اللهِ ﷺ وأبو بَكرٍ المدينةَ، فشَهِدْتُ وَفاتَه فما رأيتُ يومًا أظلَمَ ولا أقبَحَ من اليَومِ الذي تُوُفِّيَ فيه رَسولُ اللهِ ﷺ

আমি কখনও এমন কোনো দিন দেখিনি, যা সেই দিনের চেয়ে বেশি আলোকময় ও সুন্দর ছিল, যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর রা. মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন।

আর আমি তাঁর ইন্তিকালের দিনও উপস্থিত ছিলাম। আমি কখনও এমন কোনো দিন দেখিনি, যা সেই দিনের চেয়ে বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বেদনাদায়ক ছিল, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছিলেন (মুসনাদে শুয়াইব)।

আলহামদুলিল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম
রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদূ আনহু